বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৪ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ৮ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৭৯ সংখ্যা।। ১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

স্বস্তির পথে ভারত

নয়া জামানা ঃ বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের মাঝেই বড় সুখবর দিল বিপিসিএল। মোজাম্বিকের বহুচর্চিত এলএনজি প্রকল্পে ফের জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। টোটাল এনার্জির তত্ত্বাবধানে চলা এই প্রকল্পে ভারতের বড় অংশীদারি রয়েছে। ইতিমধ্যেই ৪২ শতাংশ কাজ শেষ যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।

অনুপ্রবেশে কড়া দিল্লি

নয়া জামানা ঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দিল নয়াদিল্লি।বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানাল, ভারতে অবৈধভাবে থাকা বিদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোই কেন্দ্রের নীতি। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর 'পুশ ইন' মন্তব্যের জবাবে ভারত জানায়, নাগরিকত্ব যাচাই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করলেই প্রত্যর্পণ সহজ হবে।বর্তমানে বাংলাদেশ যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হাজারের বেশি মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে।

ক্ষোভে ফুঁসছে বিসিসিআই

নয়া জামানা ঃ আইপিএলে এবার নতুন বিতর্ক। মাঠের লড়াই ছাপিয়ে চর্চায় ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। টিম হোটেল থেকে ড্রেসিংরুম; সর্বত্র ক্রিকেটারদের সঙ্গিনীদের উপস্থিতি নিয়ে কড়া অবস্থান নিল বিসিসিআই। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া স্পষ্ট জানিয়েছেন, এতে আইপিএলের শৃঙ্খলা ও পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এমনকি নিরাপত্তা ও গড়াপেটার আশঙ্কাও বাড়ছে বলে মনে করছে বোর্ড।শীঘ্রই কড়া নির্দেশিকা আনতে চলেছে বিসিসিআই।

মামলার মুখে ভগবন্ত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পাঞ্জাবে জোড়া বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। সম্প্রতি এমনই মন্তব্য করেছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। যা নিয়ে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার ভগবন্তের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটল গেরুয়া শিবির। তাঁকে ইতিমধ্যেই মানহানির নোটিস পাঠাল বলে খবর।

ভাঙ্গল মমতার নেতৃত্বাধীন সপ্তদশ বিধানসভা

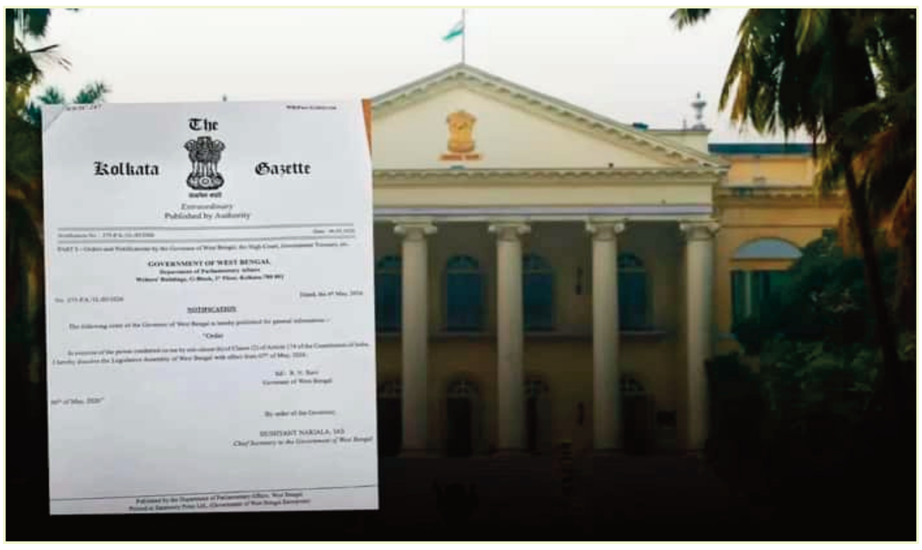

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বৃহস্পতিবার ৭ মে, রাজভবনের আনুষ্ঠানিক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভা ভেঙ্গে দিল রাজ্যপাল ।সংবিধানের ১৭৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ক্লজ (বি) উপধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল আর এন রবি এই সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেন। বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ায় এটি একটি স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হিসেবে কার্যকর হয়েছে।এই ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হলেও নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে তিনি পদত্যাগ করেননি। সরকার কার্যত বহাল রয়েছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময় পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আগামী ৯ মে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন বিধানসভা গঠনের আগে একাধিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রোটেম স্পিকার নিয়োগের মাধ্যমে নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথগ্রহণ শুরু হবে। এরপর স্পিকার নির্বাচন এবং বিধানসভার প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হবে। এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার পর কার্যকর হবে অষ্টাদশ বিধানসভা। রাজ্য প্রশাসন এই সময়কালে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।এদিকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী আদর্শ আচরণবিধি বা মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট পশ্চিমবঙ্গসহ পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের কারণে সেখানে বিধি আপাতত বহাল থাকবে। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিক পথে ফিরতে শুরু করেছে।রাজভবনের এই সিদ্ধান্তের পর এখন সকলের নজর আগামী ৯ মে তারিখের দিকে। ওইদিন নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ সম্পন্ন হলে রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হবে। এরপর বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হবে এবং নতুন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করবে। এই পরিবর্তনকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি নিয়মতান্ত্রিক ধাপ হিসেবে দেখছেন।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সাংবিধানিক পরিবর্তন মূলত নিয়মিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই অংশ। বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে হস্তান্তরিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর ইতিমধ্যেই নতুন মন্ত্রিসভার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে। নিরাপত্তা ও প্রোটোকল সংক্রান্ত বৈঠকও সম্পন্ন হচ্ছে বলে জানা গেছে। প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম অগ্রাধিকার হবে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং চলমান নীতিগুলিকে দ্রুত বাস্তবায়ন করা। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জনসেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার দিকেও জোর দেওয়া হবে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যেও নতুন প্রশাসনের কার্যক্রম নিয়ে প্রত্যাশা রয়েছে।

রাজভবনের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার বার্তা আরও জোরদার হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলিও নতুন পর্বের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই আগামী কয়েক দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই সময় প্রশাসনিক সমন্বয় ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে। এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা চলবে প্রাধান্য দেওয়া

শনিবার ব্রিগেডে বিজেপি সরকারের শপথ মঞ্চে থাকছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে শনিবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেই বাংলার নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি। বিজেপির প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক মুহূর্তে প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা তুঙ্গে।প্রধানমন্ত্রীর নির্ধারিত সফরসূচি অনুযায়ী, শনিবার সকাল ৮টা ৫ মিনিটে দিল্লির পালম বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে রওনা দেবেন তিনি। কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সম্ভাব্য সময় সকাল ১০টা ২৫ মিনিট।

সেখান থেকে হেলিকপ্টারে আরসিটিসি হেলিপ্যাডে পৌঁছে সড়কপথে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তিনি যাবেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আয়োজিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন।উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত ১৪ মার্চ ব্রিগেডের সভা থেকেই বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই একই ময়দানেই এবার নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে ঘটনাটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই অনুষ্ঠান শুধু সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা।শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিট নাগাদ ব্রিগেড ছাড়বেন প্রধানমন্ত্রী। পরে আরসিটিসি হেলিপ্যাড হয়ে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরবেন এবং বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে। যদিও সফরটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবুও তার রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে কলকাতা শহরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। লালবাজার সূত্রে খবর, ব্রিগেড ও সংলগ্ন এলাকায় বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও প্রবেশপথে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে, পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও বিশেষ নিরাপত্তা দল। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে এই সফর বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি রাজ্যের নতুন প্রশাসনিক পর্বকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

বাংলা-সহ ৫ রাজ্য থেকে উঠল নির্বাচনী আচরণবিধি, ব্যতিক্রম ফলতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলা-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটপর্ব সম্পূর্ণ মিটতেই তুলে নেওয়া হল নির্বাচনী আচরণবিধি। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, ৭ মে থেকেই পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে আর কার্যকর থাকছে না আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি। পাশাপাশি যেসব রাজ্যে উপনির্বাচন হয়েছিল, সেই গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরাতেও একই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে।উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছিল। তার পরদিন থেকেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে চালু হয় আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি। প্রায় দু'মাস ধরে কার্যকর থাকা এই বিধির ফলে রাজ্য সরকারগুলির একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিধিনিষেধ জারি ছিল। গত ৪ মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী ৯ মে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের কথা রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও খুব শীঘ্রই সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে।

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের সচিব প্রফুল্ল অবস্থি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে আচরণবিধি প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। ফলে এখন থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি আগের মতো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘোষণা এবং সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারবে।

তবে পশ্চিমবঙ্গে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের দিন ব্যাপক অশান্তি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় সেখানে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। আগামী ২১ মে ফলতা কেন্দ্রে ফের ভোটগ্রহণ হবে এবং ২৪ মে ফল প্রকাশ করা হবে। সেই কারণে শুধুমাত্র ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রেই আপাতত বহাল থাকছে নির্বাচনী আচরণবিধি।

এদিকে ভোটপর্ব সম্পূর্ণ শেষ হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত এবং বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এন কে মিশ্রকেও দায়িত্বমুক্ত করা হয়েছে।

'পুশব্যাক' আতঙ্কে ঢাকা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয় পেয়েছে বিজেপি। এরপরই চর্চায় ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত দিয়ে'পুশব্যাক' ইস্যু। সীমান্ত দিয়ে জোর করে লোক পাঠানোর আশঙ্কা থেকে বুধবার মুখ খুলেছিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান।

তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল, প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পালাবদলের পর যদি 'পুশব্যাক'-এর কোনও ঘটনা ঘটে, তবে বাংলাদেশ তার সমুচিত জবাব দেবে। এর পাল্টা, ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ভারত আশা করে যে- ঢাকা নাগরিকদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করবে, যাতে তাদের ফেরৎ পাঠানোর প্রক্রিয়াটি নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

বৃহস্পতিবার ভারত জানিয়েছে, 'পুশব্যাক' বা জোর করে ফেরৎ পাঠানোর আশঙ্কা নিয়ে বাংলাদেশ সম্প্রতি যেসব মন্তব্য করেছে, সেগুলোকে অবশ্যই ভারত থেকে নথিপত্রহীন বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রত্যাবাসন বা ফেরত পাঠানোর চলমান প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে।

আমি ভবানীপুরে না জিতলে চন্দ্রকে চলে যেতে হত না ঃ শুভেন্দু

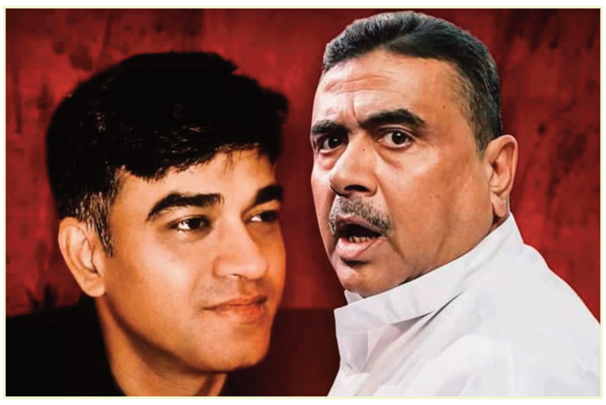

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নিজের ছায়াসঙ্গী ও আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের নিহত ঘটনাটির নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বারাসত হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ড নিছক অপরাধ নয়, বরং এর সঙ্গে গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি জড়িয়ে আছে।

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ অনুযায়ী, ভবানীপুরে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বকে পরাজিত করার রাজনৈতিক বিরোধিতার জেরেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। তাঁর বক্তব্য, নিহত ব্যক্তি সরাসরি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণেই তাঁকে লক্ষ্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, এটি একটি পরিকল্পিত আক্রমণ, যার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া।নিহত চন্দ্রনাথ রথকে তিনি 'নিষ্পাপ ও শিক্ষিত তরুণ' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং দাবি করেন, তাঁর কোনো অপরাধমূলক ইতিহাস ছিল না। ঠান্ডা মাথায় রেইকি করে পেশাদার ঘাতকদের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ। তিনি তদন্তকারী সংস্থার কাছে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।ঘটনার সময় চন্দ্রনাথ রথের সঙ্গে গাড়িতে থাকা আরও একজন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। বর্তমানে তিনি কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে একটি মোটরবাইক পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা সেটিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন। পাশাপাশি আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি।চন্দ্রনাথ রথের পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত বিচার ও দোষীদের শনাক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। পরিবার জানিয়েছে, তিনি কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন না এবং মূলত ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করতেন। ঘটনায় তারা গভীর শোকাহত।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারী দলের কর্মীদের উদ্দেশে সংযম বজায় রাখার বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক হলেও আইন নিজের পথে চলবে এবং কোনোভাবেই আইন ভাঙা উচিত নয়। তিনি কর্মীদের শান্ত থাকার নির্দেশ দেন এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান।তিনি আরও জানান, নিহতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। প্রয়োজনে তিনি নিজে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানান। একইসঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন বলে দাবি করেন।তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এই ঘটনার পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। একদিকে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, অন্যদিকে প্রশাসনের তদন্ত; দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।শাসকদলের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, তদন্ত চলাকালীন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত নয় এবং ঘটনার রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করছে বলে তাদের দাবি।বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং পুলিশ বিভিন্ন সূত্র বিশ্লেষণ করছে। রাজনৈতিক বক্তব্য ও প্রশাসনিক তদন্ত পাশাপাশি চলায় পরিস্থিতি কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হওয়া কঠিন বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মমতাকে কালীঘাটে গিয়ে পাশে থাকার বার্তা অখিলেশের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরপ্রদেশের 'মডেলে' বাংলাতেও নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। এখানেও ভয় দেখিয়ে ভোট করানো হয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে দেখা করতে এসে একথা জানালেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব । সোমবার রাজ্যে পালাবদলের পর বৃহস্পতিবার অখিলেশ মমতার কালীঘাটের বাড়িতে আসেন। নির্বাচনে ভালো লড়াই করার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমে শুভেচ্ছা জানান অখিলেশ। তারপর মমতার উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, তআপনি হারেননিদ। গণতন্ত্রের বাঁচানোর লড়াইয়ে তৃণমূল নেত্রীর পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন অখিলেশ।অখিলেশ আরও বলেন, বাংলার নির্বাচনে বেইমানি হয়েছে। এইবারের নির্বাচনে মাল্টি লেয়ার মাফিয়াগিরি হয়েছে। বিজেপি, নির্বাচন কমিশন, আন্ডারগ্রাউন্ডের লোকজন মিলে এই নির্বাচন করিয়েছে। নির্বাচনে লুট করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিরোধীকে হারানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকদের উঁচু পদের লোভ দেখিয়ে ভোট করানো হয়েছে। বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।উত্তরপ্রদেশে বিজেপি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ তুলেছেন অখিলেশ। একাধিক ছবি ও ডেটা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের মতো বাংলাতেও বিরোধী দলের এজেন্টদের ভয় দেখিয়ে ভোট হয়েছে। সেই কারণে বিভিন্ন আসনে বিজেপি বেশি মার্জিনে জিতেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার বিষয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অখিলেশ। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি মহিলা-বিরোধী।

গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে মমতার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। বুধবার আততায়ীদের গুলিতে খুন হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। এবিষয়ে অখিলেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই খুনের ঘটনার জন্য দায়ী।উল্লেখ্য, সোমবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। গেরুয়া ঝড়ে পতন হয়েছে ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের। নিয়ম অনুযায়ী নতুন সরকার গঠন হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু ইস্তফা দিতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্রনাথ খুনে ভিনরাজ্য যোগ !

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ খুন মধ্যমগ্রামে। ব্যবহৃত বাইক আসানসোলের। চারচাকা গাড়ির নম্বর শিলিগুড়ির। খুনের আগে মধ্যমগ্রাম এলাকায় ঘোরাফেরা। মাত্র ৫০ সেকেন্ডের মধ্যে 'অপারেশন'। সব কিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে পরিকল্পিত খুনের দিকে। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি না ফেরা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ খুনে যুক্ত ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা! যুক্ত রয়েছে স্থানীয় দুষ্কৃতীরাও। প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই অনুমান পুলিশের।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, চন্দ্রনাথের গাড়ি অনুসরণ করেই হামলা চালানো হয়েছে। অপরাধের ধরন দেখে অনুমান, দীর্ঘদিন রেকির পর এই অপরাধ করা হয়েছে। ভিনরাজ্যের পেশাদার খুনি বা শার্প শুটার দিয়ে ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলেও অনুমান। ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় দুষ্কৃতী যোগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণ, ঘটনার পরপরই বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও অভিযুক্তদের খোঁজ মেলেনি। তদন্তকারীদের অনুমান, অলিগলি দিয়েই দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে। এলাকায় পরিচিত কেউ জড়িত না থাকলে তা সম্ভব নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে কেন খুন, তা নিয়ে এখনও ধন্দে পুলিশ। এ দিকে অপরাধে ব্যবহৃত একটি বাইক ও চারচাকা গাড়ি উদ্ধার করেছে পুলিশ। হামলায় ব্যবহৃত দুটি বাইকের একটি উদ্ধার হয়েছে এয়ারপোর্টের আড়াই নম্বর গেট সংলগ্ন একটি আবর্জনার স্তূপের পাশ থেকে। সেটির রেজিস্ট্রেশন আসানসোলের বার্নপুরের জনৈক বিভাস ভট্টাচার্যের নামে। ২০১২ সালে বাইকটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। কিন্তু ওই ঠিকানায় এখন বিভাস নামে কেউ থাকেন না। ২০১৪ সাল থেকে ওই ঠিকানায় রয়েছেন ধরমবীর কুমার নামে কারখানার এক কর্মী। চারচাকা গাড়িটিরও নম্বর পেল্ট ভুয়ো।

সম্পাদকীয়

ভয় কাটিয়ে নতুন বাংলার পথে

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল শুধু একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত নয় বরং বাংলার মানুষের মনে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ভয়, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার অবসানের এক প্রত্যাশাও বটে। গণতন্ত্রে জনগণের রায়ই শেষ কথা, আর সেই রায় যদি পরিবর্তনের পক্ষে যায় তবে তা সমাজের গভীরে থাকা এক অসন্তোষের প্রতিফলন হিসেবেই ধরা হয়। এই নির্বাচনের পর বাংলার এক বড় অংশের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন ভয়মুক্ত এক নতুন পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব।দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সহিংসতা, দলীয় কোন্দল, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির অভিযোগ রাজ্যের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। সাধারণ মানুষ চেয়েছেন এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রশাসন হবে নিরপেক্ষ। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির প্রতি সমর্থন অনেকের কাছে সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের আশার আলো হয়ে উঠেছে।

বিজেপি বরাবরই ‘সুশাসন’, ‘স্বচ্ছতা’ এবং ‘দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন’-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। তাদের এই নীতিগত অবস্থান রাজ্যের বহু মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি করেছে। বিশেষ করে যুব সমাজ, ব্যবসায়ী শ্রেণি এবং সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে এই প্রত্যাশা স্পষ্ট একটি নিরাপদ, স্থিতিশীল ও উন্নয়নমুখী বাংলা গড়ে উঠুক যেখানে রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে নয় যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ মিলবে।তবে শুধু সরকার পরিবর্তনই যথেষ্ট নয় প্রকৃত পরিবর্তন নির্ভর করে সেই প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়নের ওপর। বিজেপির সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানুষের এই আস্থাকে ধরে রাখা এবং প্রমাণ করা যে তারা সত্যিই একটি ভয়মুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই হবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর মূল চাবিকাঠি।বাংলার মানুষ বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই তারা ভালো-মন্দ বিচার করতে জানেন। এই পরিবর্তনের হাওয়া যদি সত্যিই ভয়মুক্ত সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যায় তবে তা শুধু রাজনৈতিক সাফল্য নয় বরং একটি সামাজিক পুনর্জাগরণের সূচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। এখন সময় কথার নয় কাজের আর সেই কাজই ঠিক করবে বাংলার ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে।

নতুন সূর্যোদয় ঃ বাংলার পুনর্জাগরণের নেতৃত্বে বিজেপি

মানস দাস

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহুদিন ধরে ভেসে বেড়াচ্ছিল বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সেই ইঙ্গিতকে বাস্তবের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করল।ভারতীয় জনতা পার্টির জয় শুধুমাত্র একটি নির্বাচনী সাফল্য নয় এটি আসলে বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা প্রত্যাশা, ক্ষোভ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার এক সুস্পষ্ট প্রকাশ। এই জয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ যেন নতুন করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে পরিবর্তন সম্ভব,উন্নয়ন সম্ভব আর সেই পথপ্রদর্শক হতে পারে বিজেপি।বিগত কয়েক বছরে বাংলার রাজনীতি নানা বিতর্ক, অস্থিরতা এবং অভিযোগে জর্জরিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছিল দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির উত্থান এক নতুন আশার বার্তা নিয়ে এসেছে। ভোটের বাক্সে মানুষ যে রায় দিয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে-তারা আর পুরনো পথে হাঁটতে রাজি নয় তারা চায় নতুন দিশা, নতুন নেতৃত্ব এবং একটি শক্তিশালী প্রশাসন। বিজেপির জয়কে ঘিরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে তা কেবল রাজনৈতিক সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ নয় বরং একটি মানসিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। বহুদিন ধরে যারা নিজেদের অবহেলিত মনে করছিলেন যারা মনে করতেন তাদের কণ্ঠস্বর গুরুত্ব পাচ্ছে না তারা এবার নিজেদের শক্তি অনুভব করেছেন। এই আত্মবিশ্বাসই ভবিষ্যতের বাংলার সবচেয়ে বড় সম্পদ। বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরেই চ্যালেঞ্জের মুখে। বড় শিল্পের অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট এবং বিনিয়োগের ঘাটতি রাজ্যের উন্নয়নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি এই সমস্যাগুলিকে সামনে রেখেই তাদের রাজনৈতিক লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাকে শিল্পের মানচিত্রে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হবে, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে এবং তরুণ প্রজন্মের স্বপ্ন পূরণের পথ সুগম করা হবে।এই প্রতিশ্রুতিগুলি শুধুমাত্র নির্বাচনী বক্তব্য নয় বরং একটি সুসংগঠিত উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ বলেই অনেকের বিশ্বাস।বাংলার যুবসমাজ আজ সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে এই নতুন নেতৃত্বের দিকে। তারা চায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে তাদের যোগ্যতার মূল্যায়ন হবে যেখানে চাকরির জন্য তাদের রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না।বিজেপির নেতৃত্ব যদি এই প্রত্যাশাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারে তবে তা হবে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন। শুধু কর্মসংস্থান নয়, স্টার্টআপ, প্রযুক্তি এবং নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিজেপি যে গুরুত্ব দিচ্ছে তা বাংলার ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বিজেপির অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি যদি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে তবে তা মানুষের আস্থা পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একটি সুশাসিত প্রশাসনই পারে উন্নয়নের ভিত মজবুত করতে, এবং সেই লক্ষ্যেই বিজেপির অগ্রযাত্রা বলে মনে করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নেও বিজেপির কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় এই সত্য সকলেরই জানা। রাজনৈতিক হিংসা, দুষ্কৃতী কার্যকলাপ এবং নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ বাংলা গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন নতুন নেতৃত্বের উপর। বিজেপি যদি এই ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দেখাতে পারে, তবে তা বাংলার সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন গতি আনবে।গ্রামবাংলা বরাবরই এই রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। উন্নয়নের আলো যদি প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে, তবে সেই উন্নয়ন পূর্ণতা পায় না। বিজেপি গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক বিষয়গুলিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারলে গ্রামবাংলার চেহারাই বদলে যেতে পারে। এই পরিবর্তনই বাংলার সামগ্রিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুই ক্ষেত্র যেকোনও সমাজের ভিত্তি।

বিজেপি যদি এই ক্ষেত্রগুলিতে দীর্ঘমেয়াদি এবং কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তবে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করবে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা এবং সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা শুধু মানুষের জীবনমান উন্নত করে না, বরং একটি সচেতন ও সক্ষম সমাজ গড়ে তোলে। তবে সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিষয়-বিশ্বাস। জনগণ যে বিশ্বাস নিয়ে বিজেপিকে এই জয় এনে দিয়েছে সেই বিশ্বাস রক্ষা করা এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্ত্ম স্তবায়নের মাধ্যমে সেই বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। কারণ একবার মানুষের আস্থা অর্জন করা যতটা কঠিন, তা ধরে রাখা তার থেকেও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের। এই জয় তাই কোনও শেষ নয়, বরং একটি নতুন শুরুর বার্তা। বাংলার মানুষ আজ আশাবাদী, তারা বিশ্বাস করতে চায় যে এই পরিবর্তন তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাদের সেই বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়াই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। বিজেপি যদি তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি অটল থাকে, যদি তারা সুশাসন ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়, তবে বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত আকাশে পরিবর্তনের যে আলো ফুটেছে, তা নিছক ক্ষণস্থায়ী নয়। এটি একটি সম্ভাবনার আলো একটি পুনর্জাগরণের আলো।

আর সেই আলোর দিশারী হিসেবে বিজেপির নাম উচ্চারিত হচ্ছে বারবার। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা এই আলো কতটা বিস্তৃত হয়, কতটা গভীরে পৌঁছায় এবং কতটা বাস্তব পরিবর্তন এনে দেয় বাংলার মানুষের জীবনে।

বাংলার মানুষ দেখছে, আশা করছে, আর বিশ্বাস করতে চাইছে-এই জয়ই হতে পারে তাদের নতুন ভবিষ্যতের সূচনা।

জীবনী

জর্জ টিমোথি ক্লুনি

জর্জ টিমোথি ক্লুনি ১৯৬১ সালের ৬ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকিতে একটি শিল্পী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা নিক ক্লুনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক এবং টেলিভিশন সঞ্চালক এবং মা নিনা ব্রুস ছিলেন একজন প্রাক্তন কুইন। ক্লুনির রক্তে বিনোদন জগত মিশে থাকলেও তার শুরুর দিনগুলো ছিল বেশ কঠিন। শৈশবে তিনি বেল'স পালসি নামক এক ধরণের স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন যার ফলে তার মুখের একপাশ সাময়িকভাবে অবশ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রতিকূলতা তাকে মানসিকভাবে শক্ত করে তোলে। যৌবনে তিনি পেশাদার বেসবল খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলেন কিন্তু সিনসিনাটি রেডস দলের বাছাইপর্বে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি পড়াশোনায় মন দেন এবং পরবর্তীতে অভিনয়ের নেশায় লস অ্যাঞ্জেলেসে পাড়ি জমান।ক্যারিয়ারের শুরুতে ক্লুনিকে দীর্ঘ এক দশক ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করে টিকে থাকতে হয়েছে। তার প্রকৃত উত্থান ঘটে ১৯৯৪ সালে শুরু হওয়া বিখ্যাত মেডিকেল ড্রামা ‘ইআর’ -এর মাধ্যমে। ডা. ডগ রস চরিত্রে তার অনবদ্য অভিনয় তাকে রাতারাতি আন্তর্জাতিক তারকা হিসেবে পরিচিতি দেয় এবং টেলিভিশনের গণ্ডি পেরিয়ে বড় পর্দায় প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ‘ফ্রম ডাস্ক টিল ডন’ এবং ‘ওয়ান ফাইন ডে’-এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করে হলিউডে নিজের অবস্থান শক্ত করেন। তবে ১৯৯৭ সালের ‘ব্যাটম্যান অ্যান্ড রবিন’ ছবিটি সমালোচকদের কাছে সমাদৃত না হলেও ক্লুনির ক্যারিয়ার থামিয়ে রাখ তে পারেনি। ১৯৯৮ সালে স্টিভেন সোডারবার্গের ‘আউট অফ সাইট’ ছবির মাধ্যমে তিনি একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং মেধাবী অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ক্লুনি তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ওশান'স ইলেভেন’-এ অভিনয় করেন। ড্যানি ওশান চরিত্রে তার আভিজাত্যপূর্ণ অভিনয় বিশ্বব্যাপী দর্শকদের মুগ্ধ করে। তবে ক্লুনি কেবল গ্ল্যামারাস চরিত্রের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ২০০৫ সালে ‘সিরিয়ানা’ ছবির জন্য তিনি সেরা পার্শ্ব অভিনেতার অস্কার লাভ করেন। একই বছর তার পরিচালিত ‘গুড নাইট, অ্যান্ড গুড লাক’ ছবিটি সেরা পরিচালক এবং সেরা চিত্রনাট্যের মনোনয়ন পায় যা প্রমাণ করে যে ক্যামেরার পেছনেও তিনি সমান পারদর্শী। ২০১২ সালে ‘আর্গো’ ছবির সহ-প্রযোজক হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের অস্কার লাভ করেন। এর বাইরে ‘দ্য ডিসেন্ড্যান্টস’ এবং ‘আপ ইন দ্য এয়ার’ ছবিতে তার পরিপক্ক অভিনয় তাকে সমকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের কাতারে শামিল করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ক্লুনি দীর্ঘদিন ‘হলিউডের মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর’ হিসেবে পরিচিত থাকলেও ২০১৪ সালে বিশিষ্ট মানবাধিকার আইনজীবী আমাল আলামুদ্দিনকে বিয়ে করে এক নতুন অধ্যায় শুরু করেন।

অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন একনিষ্ঠ সমাজকর্মী এবং শান্তিকামী মানুষ হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে সুদানের দারফুর সংকট নিরসনে তার ভূমিকা এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মানবিক বিপর্যয়ে তার সোচ্চার উপস্থিতি তাকে একজন দায়িত্বশীল বিশ্বনাগরিক হিসেবে তুলে ধরেছে। আভিজাত্য, মেধা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য মিশ্রণ হলেন জর্জ ক্লুনি।

তিনি কেবল একজন সফল অভিনেতা বা পরিচালক নন, বরং আধুনিক চলচ্চিত্র শিল্পের এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি তার কাজের মাধ্যমে বিনোদন ও আদর্শের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আজও তিনি সমান উদ্দীপনায় নতুন নতুন প্রকল্পের কাজ করে যাচ্ছেন এবং বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রভাবশালী আইকন হিসেবে নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন।

বিজেপির বঙ্গ বিজয়ের ভগীরথ শুভেন্দু অধিকারী

তন্ময় সিংহ

প্রথম পর্ব

শান্তি কুঞ্জ থেকে কংগ্রেস দলের হয়ে ছাত্র রাজনীতি ও পরবর্তীকালে কাঁথির কাউন্সিলর হয়ে কেরিয়ার শুরু করে, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মমতা ব্যানার্জির অন্যতম সেনাপতি হয়ে বাংলায় পরিবর্তন এনে, আবার শিবির বদলে বিজেপিকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী করে আজ নবান্নের কেন্দ্র বিন্দুতে নিজের প্রত্যাবর্তন যিনি করতে পেরেছেন, তিনি বঙ্গ রাজনীতির ভগীরথ শুভেন্দু অধিকারী। স্বাধীনতাত্তোর বাংলায় কলকাতা ছাড়া অন্য জেলা থেকে দ্বিতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রবল দাবিদার তিনি। ২০২১ এর নির্বাচনের কিছুদিন আগে বিজেপিতে যোগ দিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে নন্দীগ্রামে পরাজিত করে বিরোধী দলনেতা হিসেবে পাঁচ বছর সারা বাংলায় পৌঁছে গেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ২০২৬ এর বিধানসভায় তিনিই বঙ্গ বিজেপির এই সাফল্যের অন্যতম কারিগর, আসলে পৌরাণিক চরিত্র ভগীরথ ই।পুরাকালে সগর রাজার ৬০ হাজার উত্তরাধিকারী কপিলমুনির অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর তাঁর প্রপৌত্র ভগীরথ উত্তরাধিকারী সূত্রে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে এবং শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে নিয়ে আসেন এবং তার বংশের শাপিতদের মুক্তি দেন। এই কপিল মুনির আশ্রম গঙ্গাসাগর বাংলার একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। শুভেন্দু অধিকারী সেরকম ভাবেই তৃণমূলের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিভেদে সম্ভবত দলত্যাগ করে, ভগীরথের মত বিজেপিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে বিজেপির বিরোধী দলনেতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুখ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল শাসন সমাপ্ত করলেন। তাঁর এই কাজে গঙ্গার ভূমিকা পালন করেন অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদী জুটি। শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে রাজনীতির চাণক্যের ভূমিকায় অমিত শাহ যে বঙ্গ বিজয়ের কৌশল রচনা করেছেন এবং বিকাশ পুরুষ হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর মুখ সামনে রেখে বাংলার মানুষকে বিজেপির প্রতি আকৃষ্ট করেছেন।কংগ্রেস রাজনীতিতে ক্যারিয়ার শুরু করে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে প্রথমে কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন অবিভক্ত মেদিনীপুরের অন্যতম সিপিএম বিরোধী চরিত্র শিশির অধিকারীর মেজ পুত্র। পরবর্তী জীবনে যিনি অকৃতদার থাকবেন, এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের তাঁর গুরু মেনে তাম্রলিপ্ত সরকার প্রতিষ্ঠাতে বদ্ধপরিকর থাকবেন। বাবা শিশির অধিকারীর সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবেশ করে শুভেন্দু অধিকারী সারা পশ্চিমবঙ্গের নজরে আসেন নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমে। নন্দীগ্রাম আন্দোলন তৎকালীন মুখ ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কফিনে শেষ পেরেক সেই সময় শুধু পূর্ব মেদিনীপুর নয় গোটা জঙ্গলমহল জুড়ে বিরোধীদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের অন্যতম বড় ভরসা এবং আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি। ক্ষমতার পরিবর্তনের পর শুভেন্দু অধিকারী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন যখন প্যারালালভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে মাথায় রেখে যুবা সংগঠন ঘোষণা করা হয়, অনেকে মনে করে তৃণমূলের সাথে তাঁর সম্পর্ক সেই দিন থেকে খারাপ হতে আরম্ভ করে।

যদিও মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে একাধিক দপ্তর এবং একাধিক বোর্ডের চেয়ারম্যান বা দায়িত্বে ছিলেন তিনি এবং মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস ও বামফ্রন্টকে সম্পূর্ণরূপে ধুলিস্যাৎ করে প্রায় সমস্ত সদস্যকেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে মালদা ও মুর্শিদাবাদের দখল নিয়েছিলেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য।

পরিবর্তনের হাওয়ায় ফের প্রাণ ফিরছে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেই কলকাতার ডালহৌসি চত্বরে চেনা ভিড় আর ব্যস্ততার মেজাজ ফিরতে শুরু করেছে। হাওড়ার 'নবান্ন' ছেড়ে রাজত্বের রাশ ফের ফিরছে শহরের হৃদপিণ্ড তথা ঐতিহ্যবাহী 'লালবাড়ি' বা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। বিজেপি নেতৃত্ব আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে ক্ষমতায় এলে রাইটার্স থেকেই সরকার চালানো হবে।

গেরুয়া ঝড়ে জয়ের পর সেই প্রক্রিয়া শুরু হতেই ডালহৌসি চত্বরের ভোল বদলে গিয়েছে।বর্তমানে রাইটার্সের ভেতরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সংস্কারের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ও সচিবদের ঘরগুলি নতুন করে সাজানো হচ্ছে, মার্বেল বসানো থেকে শুরু করে পলেস্তরা সারাই; সব মিলিয়ে এক সময়ের আভিজাত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা তুঙ্গে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও আমূল বদল এনেছে লালবাজার; এখন হোমগার্ডের বদলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সার্জেন্টদের।এই পরিবর্তনের জেরে সবচেয়ে বেশি খুশি এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকাররা। নবান্নে সচিবালয় স্থানান্তরের পর গত ১২ বছর ধরে যাঁদের ব্যবসা ঝিমিয়ে পড়েছিল, তাঁরা ফের আশার আলো দেখছেন। ফুটপাতে বসেছেন পুরনো মুচিরা, সচল হচ্ছে বাম আমলের জনপ্রিয় সব খাবারের স্টল। পাশাপাশি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর 'মহাকরণ' স্টেশন চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত বাড়বে বলে মনে করছেন হিম্মত শেখরের মতো হকাররা। সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের আগমনের অপেক্ষায় ডালহৌসি এখন ফের কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।

যাদবপুরে গেরুয়া শিবিরের শক্তি প্রদর্শন, তুঙ্গে বাম-বিজেপি সংঘাত

অর্ক দাস, নয়া জামানা, কলকাতা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে কোমর বেঁধে নামল বিজেপির ছাত্র ও কর্মচারী সংগঠন। বুধবার অরবিন্দ ভবনের সামনে বিজেপি অনুমোদিত 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী পরিষদ' এবং এবিভিপি-র সদস্যরা এক বিশাল জমায়েত করেন। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানে এদিন শোনা যায় হিন্দুত্ববাদী স্লোগান।পরিষদের রাজ্য সম্পাদক পলাশ মাজি স্পষ্ট জানান, যাদবপুর জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই এখানে উগ্র বামপন্থা বা নকশালপন্থার কোনো স্থান নেই। জমায়েতকারীরা নকশালপন্থী সংগঠন আরএসএফ-এর বিরুদ্ধে মাওবাদী যোগসাজশের অভিযোগও তোলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বারুইপুরের জনসভা থেকে যাদবপুরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন; এদিন সেই সুরেই সুর মেলান আন্দোলনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, বিগত উপাচার্যরা রাজনৈতিক দাসে পরিণত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং কর্মচারীরা বঞ্চিত হয়েছেন।অন্যদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি-র হাতে এআইডিএসও সদস্যদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনার পর কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পরিচয়পত্র যাচাই এবং পুলিশের কড়া তল্লাশি ছাড়া কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই বিশেষ নিরাপত্তা বলয় বজায় থাকবে। তবে শিক্ষামহলের একাংশের মতে, এই সতর্কতা আরও আগে নেওয়া হলে সোমবারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হত। সব মিলিয়ে, রাজ্যের দুই নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে।

দেব-রাজ চক্রবর্তীর পর এবার বিমানে হেনস্তার শিকার মহুয়া মৈত্র

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ২৬শের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হতেই তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আমজনতার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে রাজপথে। গণনাকেন্দ্রে রাজ চক্রবর্তীর গায়ে কাদা ছোঁড়া থেকে শুরু করে অভিনেতা দেবের উদ্দেশ্যে 'চোর' স্লোগান;বিগত কয়েক দিনে একের পর এক অস্বস্তিকর ঘটনার সাক্ষী থেকেছে রাজ্যবাসী। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের।দিল্লি যাওয়ার পথে বিমানের মধ্যেই সহযাত্রীদের চরম বিক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মহুয়া মৈত্রকে বিমানে দেখা মাত্রই কয়েকজন যাত্রী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র চিৎকার শুরু করেন। স্লোগান ওঠে, স্ক্যাপিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর।স্ক্ষ পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বিমানের কর্মীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। একসময়ের জনপ্রিয় জনপ্রতিনিধিদের এমনভাবে জনরোষের শিকার হতে দেখে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে টি-শার্টে মুখ ঢাকতে দেখা গিয়েছে সুপারস্টার দেবকেও। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরাও এখন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। সব মিলিয়ে রাজ্যে ঘাসফুল শিবিরের ভাবমূর্তি এখন চরম সংকটে।

গতি ফিরছে কলকাতা মেট্রোয়, মিটছে চিংড়িঘাটা জট

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ দীর্ঘদিনের টালবাহানা কাটিয়ে অবশেষে গতি ফিরতে চলেছে কলকাতা মেট্রোর একাধিক থমকে থাকা প্রকল্পে। অরেঞ্জ লাইনের চিংড়িঘাটা অংশে মেট্রোর লাইন জোড়ার কাজে সবুজ সংকেত দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। আগামী ১৫-১৮ মে এবং ২২-২৪ মে;এই দুই দফায় ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে যান নিয়ন্ত্রণ করে ৩৬৬ মিটার লাইন জোড়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে। মূলত কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয় এবং আইনি জটিলতায় দীর্ঘ সময় এই কাজ আটকে ছিল।চিংড়িঘাটার এই বাধা দূর হলে নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়া সময়ের অপেক্ষা। শুধু অরেঞ্জ লাইন নয়, জোকা-এসপ্ল্যানেড বা পার্পল লাইনের জটও কাটার মুখে। এসপ্ল্যানেড সংলগ্ন বি.সি. রায় মার্কেটের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান হলে দ্রুত বেহালার মানুষ শহরের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। পাশাপাশি নোয়াপাড়া-বারাসাত ইয়েলো লাইন এবং অর্থাভাবে আটকে থাকা অন্যান্য প্রকল্পগুলিকেও অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের মতে, প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধিতেই শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে চলেছে।

নিউটাউনে বিজেপি কর্মী খুন ও দত্তাবাদে তৃণমূল কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলা, গ্রেপ্তার মোট ৯

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত নিউটাউন এবং সল্টলেক। গত মঙ্গলবার নিউটাউনের বালিগড়ি এলাকায় মধু মণ্ডল (৪৫) নামে এক বিজেপি কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত স্থানীয় তৃণমূল নেতা কমল মণ্ডল-সহ চারজনকে বুধবার ভোররাতে গ্রেপ্তার করেছে টেকনোসিটি থানার পুলিশ। অভিযোগ অনুযায়ী, কমল মণ্ডল এবং তাঁর অনুগামীরা ওই বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করলে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায় এবং বিজেপি সমর্থকরা অভিযুক্ত নেতার বাড়িতে চড়াও হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। বর্তমানে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।অন্যদিকে, সল্টলেকের দত্তাবাদ এলাকায় তৃণমূলের একাধিক কর্মীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। বিধাননগর পুরসভার ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার আলো দত্তের বাড়িতেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাট চালানো হয়েছে, যার ফলে কাউন্সিলার ও তাঁর স্বামী বর্তমানে ঘরছাড়া। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ মঙ্গলবার রাতেই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে দফায় দফায় এই দুই এলাকায় অশান্তি চললেও, পুলিশ জানিয়েছে যে পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং নতুন করে অশান্তি রুখতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ প্রকাশিত হচ্ছে এ বছরের মাধ্যমিকের ফল

আগামী শনিবার বাংলায় নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের ঠিক আগের দিনই প্রকাশিত হতে চলেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল।

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আগামী শনিবার বাংলায় নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের ঠিক আগের দিনই প্রকাশিত হতে চলেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে। গত ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া এই পরীক্ষায় এ বছর অংশ নিয়েছিল প্রায় ৯ লক্ষ ৭১ হাজার পরীক্ষার্থী। যার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৪৪ হাজারের বেশি এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৬ হাজারেরও বেশি। রাজ্যের ২ হাজার ৬৮২টি কেন্দ্রে সুশৃঙ্খলভাবে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।ভোটের ব্যস্ততার কারণেই ফলাফল প্রকাশে কিছুটা দেরি হলো বলে মনে করা হচ্ছে। এপ্রিলের দুই দফায় ভোট এবং ৪ মে ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়ায় বহু শিক্ষক সরাসরি যুক্ত ছিলেন। পর্ষদ জানিয়েছে, সমস্ত পরীক্ষার্থীর নম্বর আগেই জমা পড়লেও নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সময়টি বেছে নেওয়া হয়েছে। এদিন সকাল সাড়ে ৯টায় পর্ষদ সভাপতি সংবাদিক বৈঠক করবেন এবং ঠিক ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনে নিজেদের রেজাল্ট দেখ তে পাবেন। ফলাফল দেখা যাবে পর্ষদের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.wbbse.wb.gov.in ও [www.wbbsedata.com Shttps//www. wbbse-data.com-এ। এছাড়া প্লে-স্টোর থেকে òiResults Madhyamik Results-এর মতো অ্যাপ ডাউনলোড করেও দ্রুত ফল জানতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফল প্রকাশের এই খবরে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে এখন তীব্র উৎকণ্ঠা ও উদ্দীপনা কাজ করছে।

বারাকপুরে নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তি রুখতে তৎপর প্রশাসন, গ্রেপ্তার ১২

অমল রায়, নয়া জামানা, বারাকপুর ঃ নির্বাচন মিটতেই বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিল পুলিশ প্রশাসন। গোলমাল রুখতে এবং শান্তি বজায় রাখতে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার অমিতকুমার সিং উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন। কমিশনার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যেখানেই অশান্তি হবে সেখানেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, গোলমালে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১২০ জনকে প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট করা হয়েছে।পাশাপাশি, এলাকায় শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বও। ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিং দলীয় কর্মীদের শান্ত থাকার অনুরোধ জানিয়ে স্পষ্ট করেছেন যে, কোনো তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর বা মারধর বরদাস্ত করা হবে না। তিনি দাবি করেন, দলবদলু কিছু নেতার কারণেই এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। একই সুরে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস এবং নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিংও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে টিটাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকার কিছু ঘটনায়। তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে ভাঙচুর এবং টিটাগরে রাজ চক্রবর্তীর বিধায়ক অফিস দখল করে মণীশ শুক্লার ছবি টাঙানোর মতো ঘটনা সামনে এসেছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে মাইকে প্রচার চালিয়ে কর্মীদের বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং দখ ল হওয়া দলীয় কার্যালয়গুলো ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এলাকায় শান্তি ফেরাতে বর্তমানে পুলিশি টহলদারি জোরদার করা হয়েছে।

বিজয় মিছিলে বুলডোজার তাণ্ডব, কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি লালবাজারের

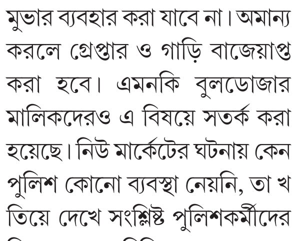

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতা শহরে বিজেপির বিজয় মিছিলে বুলডোজারের ব্যবহার এবং নিউ মার্কেট এলাকায় একটি ক্লাব ভাঙচুরের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল লালবাজার। মঙ্গলবার রাতে নিউ মার্কেট চত্বরে পুলিশের উপস্থিতিতেই বুলডোজার দিয়ে দুর্গাপুজোর ক্লাব ভাঙার দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। যদিও শ্যামপুকুরে বিজেপির জয়ী প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর মিছিলে বুলডোজার থাকলেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, তবে নিউ মার্কেটের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।পরিস্থিতি সামাল দিতে বুধবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিজয় মিছিলে কোনোভাবেই বুলডোজার বা আর্থ মুভার ব্যবহার করা যাবে না। অমান্য করলে গ্রেপ্তার ও গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এমনকি বুলডোজার মালিকদেরও এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। নিউ মার্কেটের ঘটনায় কেন পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, তা খ তিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে শহরে ৬৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। শান্তি রক্ষায় সাধারণ মানুষকে ১০০ বা ১১২ নম্বরে ফোন করে সরাসরি অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছে লালবাজার।

অচলাবস্থায় বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের পুরসভা, লাটে নাগরিক পরিষেবা

নয়া জামানা, বারাকপুর ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের পুরসভাগুলিতে নজিরবিহীন প্রশাসনিক সংকট তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলাররা পুরভবনে আসা বন্ধ করে দেওয়ায় থমকে গিয়েছে নাগরিক পরিষেবা। ভাটপাড়া থেকে নৈহাটি;প্রায় সর্বত্রই এক ছবি। এই পরিস্থিতিতে শূন্যস্থান পূরণে তৎপর হয়েছে বিজেপি। দলের বিধায়ক ও কর্মীরা বিভিন্ন পুরসভায় গিয়ে কর্মীদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এমনকি কোথাও কোথাও প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও দলীয় পতাকাও লাগানো হয়েছে।বুধবার দীর্ঘ দু'বছর পর কাঁচড়াপাড়া পুরসভায় যান মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায়। কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি পরিষেবা সচল রাখার আবেদন জানান। অন্যদিকে, হালিশহর ও বীজপুরে বিধায়ক সুদীপ্ত দাস এবং নৈহাটিতে বিজেপি জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ পুর আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। নথিপত্র যাতে লোপাট না হয়, সেদিকেও নজর রাখ তে বলা হয়েছে। তবে ব্যতিক্রম উত্তর বারাকপুর ও বারাকপুর পুরসভা। সেখানে চেয়ারম্যানরা অল্প সময়ের জন্য এলেও কাজ সামলাচ্ছেন। এরই মধ্যে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের সমালোচনা করে বিতর্কে জড়িয়েছেন বারাকপুরের চেয়ারম্যান উত্তম দাস। সব মিলিয়ে শিল্পাঞ্চলের পুর-পরিষেবা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় সাধারণ মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন প্রশাসক বসানোর চিন্তাভাবনা করছে।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

সরকার বদলাতেই উধাও বালি মাফিয়া

উত্তরবঙ্গের নদীতে ফিরল প্রাণ

অশোক মিত্র ।। নয়া জামানা।। ধূপগুড়ি

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর উত্তরবঙ্গের একাধিক নদীবক্ষে নেমে এসেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত নীরবতা। তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের ইঙ্গিত মিলতেই ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি এলাকার বিভিন্ন নদীতে বালি ও পাথর মাফিয়াদের দাপাদাপি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পরিবেশপ্রেমীরা। গত কয়েক বছর ধরে জর্দা নদী, জলঢাকা নদী, ডুডুয়া নদী, আংরাভাষা ও গিলান্ডি নদীর চর এলাকায় দিনরাত চলত আর্থ-মুভার, ট্রাক ও ট্রলির শব্দ। স্থানীয়দের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস-এর প্রচ্ছন্ন মদতেই দীর্ঘদিন ধরে এই নদীগুলি থেকে অবাধে অবৈধ বালি ও পাথর তোলা হচ্ছিল। প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে নদীর বুক চিরে চলছিল প্রাকৃতিক সম্পদের লুট। কিন্তু ভোটের ফলাফলের আভাস স্পষ্ট হতেই দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় সেই পরিচিত যান্ত্রিক কোলাহল। বর্তমানে নদীর চরে নেই আর্থ-মুভার, নেই ট্রাকের লাইন। একসময় যেসব সরকারি বালি ঘাটকে ঘিরে বিতর্ক ছিল, সেগুলিও আপাতত বন্ধ রয়েছে। অবৈধ কারবারিরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে এলাকা ছেড়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। এক বিজেপি নেতার বক্তব্য, যারা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এতদিন নদীর সম্পদ লুট করছিল, তারা বুঝে গিয়েছে এবার আইনের শাসন ফিরবে। তাই আগেভাগেই গা-ঢাকা দিয়েছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। পরিবেশবিদদের মতে, এই সাময়িক নিস্তব্ধতা নদীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘদিন পর নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও চরাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের ধারণা, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে উত্তরবঙ্গের নদীগুলি যেন দীর্ঘ বঞ্চনার পর নতুন করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। তবে এই শান্ত পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

ময়নাগুড়িতে লোকসভার তুলনায় ব্যাপক লিড বিজেপির

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ লোকসভার তুলনায় চলতি বিধানসভা ভোটে ময়নাগুড়ি শহরে ব্যাপক লিড পেয়ে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। গত লোকসভা ভোটে ময়নাগুড়ি শহরে বিজেপির লিড ছিল প্রায় ২,৯০০ ভোট। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সেই ব্যবধান অনেকটাই বেড়ে ৭,৪১৩ ভোটে পৌঁছেছে বলে দুই দলের সূত্রে জানা গিয়েছে। বিজেপির দাবি, সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে চলা সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন শহরবাসী। ময়নাগুড়ি শহরে অক্সিলারি বুথ-সহ মোট ৩০টি বুথ রয়েছে এবং প্রায় সবক'টি বুথেই তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। এর ফলে শহর এলাকায় তৃণমূল কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ময়নাগুড়িকে পুরসভা উপহার দেওয়ার পরেও কেন এত বড় ব্যবধানে পরাজয় হল, তা খতিয়ে দেখা হবে। তৃণমূলের টাউন ব্লক সভাপতি বিশ্বজিৎ সেন ও সহ-সভাপতি সজল বিশ্বাস বলেন, উন্নয়নমূলক কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তার বিস্তারিত মূল্যায়ন করা হবে। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহ-সভাপতি চঞ্চল সরকার বলেন, পুরসভা থাকলেও শহরের বাস্তব উন্নয়ন মানুষ দেখেননি। দুর্নীতি ও হুমকির রাজনীতির বিরুদ্ধেই এই রায়। আগামী দিনে কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের আস্থা রক্ষা করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

মালিকহীন পুকুরে মাছ ধরার হিড়িক

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি পুকুরকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ক্রান্তি পার্ক সংলগ্ন ওই পুকুরটি নাকি কোনও নির্দিষ্ট মালিকানার আওতায় নেই;এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই সকাল থেকে সেখানে মাছ ধরতে নেমে পড়েন বহু মানুষ।

জাল, বালতি এমনকি খালি হাতেও মাছ ধরতে দেখা যায় এলাকাবাসীদের। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই পুকুরটি কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুকুরটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বলেই এতদিন মনে করা হলেও, সেখানে কোনও সরকারি বোর্ড বা মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য নেই। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে প্রতি বছরই ওই পুকুরে মাছ চাষ হয় বলে অভিযোগ। কে বা কারা মাছ চাষ করে, সেই প্রশ্নের উত্তর কেউই স্পষ্টভাবে দিতে পারছেন না। এই রহস্যজনক পরিস্থিতির জেরেই অনেকেই মজার ছলে পুকুরটিকে 'ভূতুরে পুকুর' বলে ডাকতে শুরু করেছেন। পুকুরের প্রকৃত মালিক কে, অথবা এটি আদৌ কোনও সরকারি সম্পত্তি কি না;তা নিয়ে এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এদিন পুকুরপাড়ে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো, যা গোটা এলাকায় কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া বা ব্যাখ্যা মেলেনি। ফলে মালিকানাহীন এই পুকুর ঘিরে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে বলে মনে করছেন এলাকাবাসীরা।

কালজানি সাঁকো পুড়ে বিচ্ছিন্ন জনজীবন

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ গভীর রাতে দুষ্কৃতীদের অগ্নিসংযোগে আলিপুরদুয়ারের তপসীখাতা এলাকায় কালজানি নদীর ওপর নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ বাঁশের সাঁকোটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। এর ফলে তপসীখাতা ও পাটকাপাড়া এলাকার মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দুই পাড়ের কয়েক হাজার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা সাঁকোটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা কাঠামো দাউদাউ করে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার সময় আশপাশের মানুষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুরুত্বপূর্ণ এই যোগাযোগ পথটি ধ্বংস হয়ে যায়। এই সাঁকোটিই ছিল এলাকাবাসীর একমাত্র যাতায়াতের ভরসা। এর উপর নির্ভর করেই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, রোগী এবং নিত্যযাত্রীরা যাতায়াত করতেন। এখন বিকল্প পথ না থাকায় নদী পারাপার কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে পাকা সেতুর দাবি জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখন সাঁকো পুড়ে যাওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। এলাকার সদ্য নির্বাচিত বিধায়ক পরিতোষ দাস জানান, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে দ্রুত পুনর্গঠন করা হবে।

বিজেপির ঝান্ডা পোড়ানোয় রাজনৈতিক উত্তেজনা ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি-র দলীয় ঝান্ডা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ময়নাগুড়ি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধর্মপুর শানশার বাড়ি এলাকায়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, ভোটের সময় রাস্তায় লাগানো বিজেপির একাধিক ঝান্ডা বুধবার গভীর রাতে কে বা কারা পুড়িয়ে দেয়। সকালে এলাকায় কয়েকটি অর্ধপোড়া ঝান্ডা পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বিষয়টি জানানো হয় ভোট পট্টি ফাঁড়িতে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেয়। স্থানীয় বিজেপি কর্মী শ্যামল রায় অভিযোগ করেন, এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস-এর কর্মীরাই জড়িত। তাঁর দাবি, পাশেই তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ি রয়েছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই কাজ করা হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা রুপালি রায় অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাঁর বক্তব্য, দলকে ও তাঁকে বদনাম করতেই কেউ এ ধরনের কাজ করেছে। পাশাপাশি তিনি ঝান্ডা পোড়ানোর ঘটনার নিন্দা করেন।

ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

রোহিণীতে জিএনএলএফের আন্দোলনে বন্ধ টোল

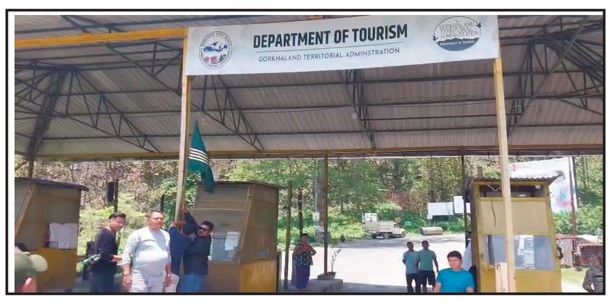

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি টোল আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সেই আবহেই শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি টোল প্লাজার পর এবার রোহিণী টোল প্লাজা বন্ধ করে দিল গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (জিএনএলএফ)-এর কর্মী ও সমর্থকেরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই ঘটনাকে ঘিরে রোহিণী এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও টোল আদায় চলছিল। কিন্তু জিএনএলএফ কর্মীদের উপস্থিতি টের পেতেই টোল প্লাজার কর্মীরা কাজ বন্ধ করে এলাকা ছেড়ে যান। এরপর আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নেমে পাহাড়মুখী ও পাহাড় থেকে নামা গাড়িগুলির চালকদের জানিয়ে দেন, আপাতত আর কোনও টোল দিতে হবে না। টোল মুক্ত যাতায়াতের খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বহু চালক। জিএনএলএফ-এর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রোহিণী টোল প্লাজায় অবৈধভাবে টোল আদায় করা হচ্ছিল। তাঁদের দাবি, পাহাড় রাজনীতির প্রাক্তন নেতা সুভাষ ঘিসিং-এর আমলে এই রাস্তা নির্মিত হলেও তখন কোনও টোল ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীতে পাহাড়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-র হাতে যাওয়ার পর থেকেই এই টোল চালু হয় বলে অভিযোগ। আন্দোলনকারীদের আরও দাবি, এই টোল প্লাজার কারণে পর্যটক ও সাধারণ গাড়িচালকদের প্রায়ই হয়রানির শিকার হতে হতো। অকারণে টাকা আদায় নিয়ে ক্ষোভ জমছিল দীর্ঘদিন ধরে। ফলে টোল বন্ধ হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দা, পর্যটক ও পরিবহণ কর্মীরা। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাজনীতি ছাড়ছেন অনন্ত দেব অধিকারী

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক এবং ময়নাগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনন্ত দেব অধিকারী স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন।

বুধবার তিনি দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে কার্যত বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, বিধানসভা নির্বাচনে দলের মধ্যে ঐক্যের অভাব ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তাঁকে যথাযথভাবে যুক্ত করা হয়নি এবং প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়নি। ফলে তিনি অপমানিত হয়েছেন বলে জানান। অনন্ত দেব অধিকারী বলেন, আমি তিনবারের বিধায়ক হয়েও দলে সম্মান পাইনি। তিনি আরও জানান, আর কোনও রাজনৈতিক দলে যাওয়ার ইচ্ছা নেই এবং রাজনীতি থেকেই সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়াতে চান। শেষ বয়সে আর কোনও চাপ নিতে চান না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এনজেপিতে সিন্ডিকেট বিরোধী প্রচার বিজেপির

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমছে বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টি-র পক্ষ থেকে একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। স্টেশন চত্বর ও আশপাশের এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরব হন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন পরিষেবা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বেড়ে চলেছে। এর জেরে সাধারণ মানুষ ও ছোট ব্যবসায়ীরা নানাভাবে সমস্যার মুখে পড়ছেন। অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছ থেকেই পরিষেবা নিতে বাধ্য করা হচ্ছে, যার ফলে অতিরিক্ত আর্থিক চাপ পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। এদিনের কর্মসূচিতে বিজেপি নেতারা জানান, সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য রুখতে এবং মানুষকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ। তাঁদের বক্তব্য, কোনও ধরনের জোরজবরদস্তি বা বেআইনি চাপের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি তোলা হয়। কর্মসূচি চলাকালীন পথচলতি যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন বিজেপি কর্মীরা। অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন বলে দাবি দলের। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও এই ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে এবং মানুষের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেও হাঁটা হবে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ময়নাগুড়ি থানার উদ্যোগে ফেরানো হলো চুরি যাওয়া মোবাইল

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি থানার উদ্যোগে এই মাসে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোট ১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। উদ্ধার হওয়া ফোনগুলির মধ্যে একটি আইফোনও রয়েছে।

মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি মালিকরা ময়নাগুড়ি থানা-র পুলিশকর্মীদের ধন্যবাদ জানান। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, চলতি মাসে বিধানসভা নির্বাচনের ব্যস্ততা ও চাপ থাকা সত্ত্বেও থানার পুলিশকর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া ১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলির মধ্যে একটি আইফোন চেন্নাই থেকে গোপন সূত্রের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বৃহস্পতিবার থানার পক্ষ থেকে ওই আইফোন-সহ সবকটি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আইসি সুবল ঘোষের কথায়, সাধারণ মানুষের হারানো সম্পত্তি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়াই পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান ও উদ্যোগ জারি থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ বিশেষ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) ও বিহার পুলিশ-এর যৌথ অভিযানে কিশনগঞ্জ জেলায় বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে।

এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন এসএসবির 'এ' কোম্পানি, নিমুগুড়ি ক্যাম্পের উদ্যোগে কোম্পানি কমান্ডারের তত্ত্বাবধানে এবং গলগলিয়া থানা পুলিশের সহযোগিতায় ৬ মে বিশেষ টহল ও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় গলগলিয়া, ঘোরাগঞ্জ রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি স্কুটি আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে দুটি প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখা মোট ২০৮ গ্রাম সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়, প্রতিটি প্যাকেটের ওজন ছিল ১০৪ গ্রাম করে। এছাড়াও একটি ভিভো ভি৪০ই মোবাইল ফোন ও একটি টিভিএস এনটর্ক স্কুটি (নম্বর বিআর৩৭এএফ৪৪৫২) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া দুই ব্যক্তি রজ্জাক (৫২) ও শাকিল আহমেদ (৫৫), দু'জনেই কিশনগঞ্জ জেলার করওয়ালভিট্টা গ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের এবং উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য গলগলিয়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ময়নাগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ককে সংবর্ধনা

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লক সার ও কৃষি উপকরণ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ময়নাগুড়ির নবনির্বাচিত বিধায়ক ডালিমচন্দ্র রায়কে সংবর্ধনা জানানো হল। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সার কোম্পানির ডিলার ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির পক্ষ থেকে ফুল, উত্তরীয় ও স্মারক তুলে দিয়ে নব বিধায়ককে সম্মানিত করা হয়। সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত ডালিমচন্দ্র রায় বলেন, ময়নাগুড়ির সার্বিক উন্নয়নে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করবেন। শপথ গ্রহণের পরেই এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের একটি সুস্পষ্ট তালিকা তৈরি করে তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন তিনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে বলেও জানান বিধায়ক। ময়নাগুড়ি সার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, সমিতির একজন সদস্য তথা প্রাক্তন কর্মকর্তা আজ বিধানসভার সদস্য হওয়ায় আমরা গর্বিত। শপথ গ্রহণের পর সমিতির বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার কথা বিধায়কের কাছে তুলে ধরা হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ীরা আশা প্রকাশ করেন, নতুন বিধায়কের নেতৃত্বে ময়নাগুড়িতে কৃষি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ময়নাগুড়ির বিশিষ্ট সার ব্যবসায়ী নৃপেন চাকি, কাজল চাকি, সিদ্ধার্থ সরকার-সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সার ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

মানিকচক কলেজে গেরুয়া ঝড়, শক্তি প্রদর্শনে এবিভিপি

নয়া জামানা,মালদহ ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার মানিকচক কলেজেও জোরালো উপস্থিতি জানাল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কলেজ চত্বরে গেরুয়া আবহ তৈরি হয় সংগঠনের মিছিলকে কেন্দ্র করে। ভারতমাতা ও জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা কলেজ প্রাঙ্গণ।এদিন এবিভিপি কর্মী-সমর্থকেরা সুসংগঠিত মিছিল করে কলেজে প্রবেশ করেন।পরে কলেজ চত্বরে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়।শুধু শক্তি প্রদর্শনই নয়, ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বক্তব্যও রাখেন সংগঠনের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ,দীর্ঘদিন ধরে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।ছাত্রদের স্বার্থ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।এবিভিপি নেতৃত্বের দাবি, কলেজে সুষ্ঠ পঠন-পাঠনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্রছাত্রীদের নানান সমস্যা ও দাবি নিয়ে তারা সবসময় পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দেন সংগঠনের সদস্যরা।রাজ্যে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর পুরাতন মালদহের গৌড় কলেজের পর এবার মানিকচক কলেজে এবিভিপির এই কর্মসূচি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে জেলার শিক্ষা মহলে।

কদুবাড়িতে টোটো সংঘাত,ময়দানে নেমে পরিস্থিতি সামাল বিজেপি নেতৃত্বের

নয়া জামানা,মালদহ ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার মালদহের গাজোলের কদুবাড়ি মোড়ে টোটো ইউনিয়নকে ঘিরে তৈরি হল উত্তেজনা।দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা চেইন সিস্টেম ভেঙে কয়েকজন চালকের গা-জোয়ারি করে যাত্রী তোলাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গাজোলের কদুবাড়ি টোটো স্ট্যান্ড চত্বর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে টোটো চালকদের মধ্যে শুরু হয় তুমুল বচসা যা মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনার আকার নেয় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,স্ট্যান্ডে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে একের পর এক টোটো যাত্রী তোলে।কিন্তু এদিন সেই নিয়ম অমান্য করে কয়েকজন চালক সরাসরি স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী তুলতে শুরু করলে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য চালকদের মধ্যে। পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান গাজোল-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির উপপ্রধান প্রদ্যুৎ সর্দার এবং গাজোল ই-রিকশা ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি নিখিল সরকার। দু'পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজনৈতিক বিভাজন নয় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবেই কাজ করতে হবে।পুরনো চেইন সিস্টেম মেনেই যাত্রী তোলার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে কদুবাড়ি মোড়ে।

নদী সাঁতরে পার হওয়ার সময় জলে ডুবে আদিবাসী যুবকের মৃত্যু

দিলীপ কুমার তালুকদার, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ নদী সাঁতরে শ্বশুর বাড়ি আসার পথে জলে ডুবে মারা গেলেন এক আদিবাসী ব্যক্তি।মৃতের নাম মঙ্গল মার্ডি(৪৫)। বাবার নাম হোপনা মার্ডি।বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার বাজেতপুর গ্রামে।জানা গেছে, এদিন বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ টাঙ্গন নদীর অপরপ্রান্তে অবস্থিত বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের দেউরিয়া গ্রামে নিজের শ্বশুর বাড়িতে আসার উদ্দেশ্যে টাঙ্গন নদীর ধারে তিনি উপস্থিত হন।সেখানে পারাপারের জন্য বাঁশের সাঁকোটি ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি নদীর জলে নেমে সাঁতার দিয়ে পার হতে থাকেন।কিন্তু, নদীর মাঝে এসে তিনি গভীর জলে তলিয়ে যান।নদীর ধারে উপস্থিত দুই একজন ব্যক্তি সেটা প্রত্যক্ষ করে চিৎকার করতে থাকলে প্রচুর লোক নদীর ধারে জড়ো হন। খবর পেয়ে মঙ্গলের বাড়ির লোকেরাও নদীর ধারে ছুটে আসেন।খবর দেওয়া হয় বংশীহারী থানায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুটে আসে।কিন্তু ডুবুরির অভাবে দীর্ঘক্ষন পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।অবশেষে বিকাল ৩ টা নাগাদ মৃতদেহ জলে ভেসে উঠলে সমস্ত চিন্তার অবসান হয়।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।স্থানীয় বাসিন্দা তথা গাঙ্গুরিয়ে পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুখলাল রাম বলেন,

পাকা সেতুর অভাবে পারাপারের জন্য একটা বাঁশের সাঁকো ছিল।কিন্তু জলের তোড়ে সেটা ভেঙ্গে যাওয়ায় অনেকেই বাধ্য হয়ে নদী সাঁতরে পারাপার করেন।বহুবার তৃণমূল পরিচালিত বংশীহারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিডিওকে একটা পাকা সেতু নির্মাণের জন্য অনুরোধ করা হলেও শুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই মেলে নি।আজ নদীতে একটা পাকা সেতু থাকলে, অকালে এই আদিবাসি ব্যক্তির প্রান যেতো না

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ঘাসফুল সরতেই মালদহে ‘পদ্ম জ্বর’, ফুল বাজারে উপচে পড়ছে ভিড়

নয়া জামানা,মালদহঃ দুর্গাপুজো নয় তবুও মালদহের ফুলবাজারে এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা পদ্মফুলের।রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে হঠাৎ করেই ‘পদ্ম জ্বর’-এ কাঁপছে মালদহ। ঘাসফুলকে সরিয়ে রাজ্যে পদ্মশিবির ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেড়েছে পদ্মফুল, পদ্মের মালা ও তোড়ার চাহিদা।মালদহ শহরের বিভিন্ন ফুল বাজারে সকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ভিড়। কেউ কিনছেন পদ্মফুলের মালা, কেউ আবার বড় বড় পুষ্পস্তবক। দলের জয়ী প্রার্থী ও নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানাতেই এই বিশেষ আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে ফুল বিক্রেতাদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়।হাওড়া ও রানাঘাট থেকে ট্রাকে ট্রাকে পদ্মফুল আনানো হলেও বাজারে সেই যোগান পর্যাপ্ত নয়।ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই আকাশছোঁয়া হয়েছে দাম।একটি পদ্মফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে ১০০০ থেকে টাকা পর্যন্ত। ছোট তোড়া ও বাকেটের দামও ৩০০ থেকে ৮০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মালদহ শহরের ফুল বিক্রেতা ছোটন দাস ও অমর মণ্ডল জানান,এবার হঠাৎ করেই পদ্মফুলের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।বাজারে যত ফুল আসছে মুহূর্তের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।সবচেয়ে বেশি চাহিদা মালা ও বাকেটের।রাজনৈতিক আবহে মালদহের ফুলবাজারে এখন যেন একটাই রং-পদ্মের রং।

বিজেপি সমর্থক পরিচয়ে কাউন্সিলরের অফিসে তাণ্ডব,ধৃত যুবক

নয়া জামানা,মালদহঃ নিজেকে বিজেপি সমর্থক বলে পরিচয় দিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলরের অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহ শহরে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদহ শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুড়াটুলি এলাকায় ঘটে এই ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ছবি দাসের ছেলে প্রসেনজিৎ দাস মালদহ জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি। গাজোল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে লড়লেও তিনি পরাজিত হন।পুড়াটুলিতে থাকা একটি অফিস থেকেই তিনি কাউন্সিলরের বিভিন্ন জনসংযোগ ও সাংগঠনিক কাজ সামলাতেন।স্থানীয়দের কাছে সেটিই কাউন্সিলরের অফিস হিসেবে পরিচিত।অভিযোগ, বৃহস্পতিবার আচমকাই বাবু দাস নামে এক স্থানীয় যুবক অফিসে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে। সে নিজেকে বিজেপি সমর্থক বলে দাবি করে চিৎকার- চেঁচামেচিও করে বলে অভিযোগ।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রসেনজিৎ দাস।হাতেনাতে ওই যুবককে আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।পরে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর প্রসেনজিৎ দাস জানান, অভিযুক্ত যুবক কোনওভাবেই বিজেপির সক্রিয় কর্মী নয়।তিনি দাবি করেন, ওই যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এই ঘটনা ঘটিয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে, বিজেপির দক্ষিণ মালদহ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি জানান, অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। নেশার ঘোরেই সে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে এবিভিপির ‘ক্যাম্পাস অভিযান’, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি মুক্ত পরিবেশের দাবি

রামকৃষ্ণ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার বার্তা নিয়ে রায়গঞ্জের সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়-এ সৌজন্য সাক্ষাৎ করল এবিভিপি। সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাস অভিযান চল কর্মসূচির আওতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন এবিভিপি প্রতিনিধিরা প্রথমে কলেজ ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। পরে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ চন্দন রায়-এর সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিস্থিতি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র পড়াশোনার ক্ষেত্র হওয়া উচিত। সেখানে কোনও রাজনৈতিক রঙের প্রভাব থাকা উচিত নয় বলেই তারা মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের পরিবেশ বজায় রাখার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবিভিপির প্রতিনিধিরা আরও বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ছবি না রেখে মা সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ-সহ দেশের মনীষীদের ছবি থাকা উচিত, যা ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হবে। তাদের দাবি, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শিক্ষার পরিবেশের মধ্য দিয়েই সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয় আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে।

জাতীয় সড়কে ধান শুকানোর হিড়িক, ভোগান্তিতে চালক-পথচারীরা

রবিন মুরমু, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ হিলি বালুরঘাট জাতীয় সড়কের পাশাপাশি ত্রিমোহিনী পতিরাম রুটে পাকা রাস্তা দখল করে চলছে যেখানে সেখানে ধান শুকানোর কাজ। স্বাভাবিক কারণে জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের অধিকাংশ এলাকা ধান শুকানোর কাজে ব্যবহার করার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখছেন যান চলাচলকারী থেকে শুরু করে পথচারীরা। মাঠ থেকে জোর কদমে চলছে বোরো ধান কাটার কাজ।

আর এই ধান জমি থেকে তোলার পরই কেউ সরাসরি ধানের আড়তে এবং হাটে বাজারে বিক্রয় করে দিচ্ছেন। কেউবা ধানের বাজার মূল্য তেমনভাবে না পাওয়ায় পাকা রাস্তার উপরে ধান গুলি শুকিয়ে নিজেদের বাড়িতে বস্তাবন্দি করে রাখছেন। আর এই ধান গুলি জাতীয় এবং রাজ্য সড়ক দখল করে ধান শুকানোর কাজে ব্যবহার করার ফলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখছেন যান চলাচলকারী, বাইক আরোহী এবং পথচারীরাও। ত্রিমোহিনী পতিরাম রুটের গাড়ির চালক এবং কন্টাকটারদের অভিযোগ যে, খেয়াল খুশির মতন কিছু কৃষক এবং গৃহস্থ জাতীয় এবং রাজ্য সড়ক দখল করে তা ধান শুকানোর কাজে ব্যবহার করছেন। এমনকি ধান শুকানোর সময় যাতে তাদের ধানের কোনরকম ক্ষতি না হয়, তার জন্যও পাকা রাস্তার উপরে ইট বা অন্য কোনো কিছু বস্তু রেখে রাস্তা গুলি দখল করে রাখা হচ্ছে। ধান শুকানোর কাজে মগ্ন থাকার কারণেই গাড়ির চালকেরা শতবার গাড়ির হর্ন বাজালেও ড্রাইভার এবং গাড়ির চালকের কথায় কোনো রকম কর্ণপাত করছেন না কেউই না অভিযোগ। ফলে স্বাভাবিক কারণেই রাজ্য এবং জাতীয় সড়ক দখল করে ধান শুকানোর বিষয়টি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে। ফলে এই বিষয়ে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি করেছেন পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বাস এবং ট্রাকের চালকেরা।

বিয়ের সানাই থামিয়ে দিল মর্মান্তিক মৃত্যু

নয়া জামানা,মালদহ ঃ বাড়িতে তখন বিয়ের আনন্দে মাতোয়ারা সকলেই।ব্যান্ডের তালে নাচ, আত্মীয়-স্বজনের কোলাহল আর উৎসবের আবহে মুখরিত ছিল গোটা এলাকা।কিন্তু সেই আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই বদলে গেল কান্না আর শোকে।

জেঠুর ছেলের বিয়ের দিনই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ২৩ বছরের যুবক মুকেশ মন্ডল।বৃহস্পতিবার মালদহের মানিকচকের বাঁকিপুর এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাকে ঘিরে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুকেশ উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ভিনরাজ্যে কাজ করত।জেঠুর ছেলের বিয়েতে যোগ দিতে কয়েকদিন আগেই বাড়ি ফিরেছিল সে।বাড়িতে তখন সাজ সাজ রব আত্মীয়দের আনাগোনা আর আনন্দঘন পরিবেশ।এদিন দুপুরে বাইক নিয়ে ভূতনী ব্রীজে ঘুরতে যায় মুকেশ।

অভিযোগ, ব্রীজের উপর দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে সজোরে ধাক্কা মারে সে।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যুবকের। দুর্ঘটনার খবর পৌঁছাতেই বিয়েবাড়িতে নেমে আসে স্তব্ধতা। আনন্দের সানাই থেমে গিয়ে চারদিকে শুরু হয় কান্নার রোল। বাবা-মা, দুই ভাই ও এক বোনকে রেখে অকালে চলে গেল পরিবারের বড় ছেলে।গোটা এলাকায় শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

গেরুয়া উচ্ছ্বাসে মাতল রতুয়ার দুই গ্রাম

নয়া জামানা,মালদহ ঃ রাজ্যে বিজেপির ব্যাপক জয়ের আবহে মালদহের রতুয়া-২ নম্বর ব্লকের পুখুরিয়া ও নসিপুর গ্রামে দেখা গেল উৎসবের আমেজ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিজেপি নেতাকর্মী ও সমর্থকরা মিলে আয়োজন করেন বর্ণাঢ্য বিজয় মিছিলের।ডিজের তালে তালে গেরুয়া আবির মেখে গ্রাম পরিক্রমায় অংশ নেন শতাধিক কর্মী-সমর্থক।এই বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা বিজেপির প্রবীণ নেতা শিবেন্দু শেখর রায়।তাঁর উপস্থিতিতে আরও উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় কর্মী ও গ্রামবাসীরা।

পুখুরিয়া থেকে নসিপুর পর্যন্ত গোটা এলাকা গেরুয়া পতাকা ও জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। সমর্থকদের দাবি,রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়ায় সাধারণ মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।সেই আনন্দকেই ভাগ করে নিতে এই বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই দুই গ্রামে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয় যা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ চোখে পড়ে স্থানীয়দের মধ্যেও।

জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে খুন

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ফের রক্তে ভিজল মালদহ শহর।গভীর রাতে ফোনে ডেকে এক যুবককে ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ইংরেজবাজার থানার মহেশপুর বাগানপাড়া এলাকায়।মৃত যুবকের নাম কিষাণ হালদার (২৮)।বাড়ি মহেশপুর গাদুয়া মোড় এলাকায়। এই নৃশংস ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকাল থেকেই প্রতিবেশী গোলাম হালদারের ছেলে সুমন হালদার হাতে হাঁসুয়া নিয়ে কিষাণের খোঁজ করছিল। রাতের দিকে একটি ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান কিষাণ। তারপর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাত প্রায় ১১টা নাগাদ খবর আসে, বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মহেশপুর বাগানপাড়ায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তিনি। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা দেখেন কিষাণের নিথর দেহের পাশেই পড়ে রয়েছে দুটি ধারালো অস্ত্র।তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।ঘটনায় কিষাণের আরও দুই বন্ধু আহত হয়েছেন। তারা বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।প্রথমে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জল্পনা তৈরি হলেও তদন্তে উঠে এসেছে অন্য তথ্য। মালদহ জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন,জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে বচসা ও গন্ডগোলের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে।ইতিমধ্যেই খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী।

তৃণমূল অফিস দখল করে বিজেপির পতাকা, পাল্টা চাপে ফিরল ঘাসফুলের পতাকা

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার কুশমন্ডি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন এলাকায়। এরই মধ্যে কুশমন্ডি ব্লকের মঙ্গলপুর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়কে ঘিরে তৈরি হয় নতুন বিতর্ক।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর কে বা কারা মঙ্গলপুর এলাকার তৃণমূল কার্যালয় দখল করে সেখানে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় জোর চর্চা।বৃহস্পতিবার সকালে কুশমন্ডির বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়-এর নির্দেশে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ওই দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছান। পরে সেখানে লাগানো বিজেপির পতাকা খুলে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাসফুল পতাকা লাগিয়ে দেন বিজেপি নেতা প্রবির হালদার, চিরঞ্জিত তরফদার সহ অন্যান্য বিজেপি সমর্থকরা।ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা প্রবির হালদার বলেন, বিজেপি কখনও অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় দখল বা জোর করে পতাকা লাগানোর রাজনীতি সমর্থন করে না। যারা এই ধরনের কাজ করেছে, তারা রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে। এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলপুর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকলেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 08-05-2026 08:51 Page 6

কবরস্থানের কাছে থমকে গেল বিজেপির বিজয় মিছিল

রহমতুল্লাহ,নয়া জামানা, সাগরদিঘী ঃ রাজ্যজুড়ে যখন গেরুয়া শিবিরের জয়োল্লাস, তখন সাগরদিঘীতে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ছবি। রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মধ্যেও মানবিকতার নজির গড়লেন বিজেপি প্রার্থী তাপস চক্রবর্তী। বুধবার সাগরদিঘীতে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিজয় মিছিল বের করা হয় ৷৷

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। ঢাক, গান-বাজনা ও উচ্ছ্বাসে মিছিল এগোচ্ছিল এলাকার বিভিন্ন পথ ধরে। কিন্তু একটি কবরস্থানের সামনে পৌঁছাতেই আচমকা থেমে যায় মিছিলের গতি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় বিজেপি প্রার্থী তাপস চক্রবর্তী নিজেই কর্মী-সমর্থকদের গান-বাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। হাত জোড় করে তিনি সকলকে শান্ত থাকার আবেদন জানান। তিনি বলেন, ঞসামনেই কবরস্থান। আমাদের একজন সঙ্গীও প্রয়াত হয়েছেন। তাই কেউ কোনও রকম আওয়াজ করবেন না। শান্তভাবে মিছিল এগিয়ে নিয়ে চলুন, না হলে এখানেই মিছিল বন্ধ করে দিতে হবে।দ প্রার্থীর এই নির্দেশের পর মুহূর্তের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে যায় মাইকের শব্দ। শান্ত ও সংযতভাবেই কবরস্থানের পাশ দিয়ে মিছিল এগিয়ে যায়। রাজনৈতিক মিছিলে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না বলেই মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। উল্লেখ্য, এবারের নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে বিজেপির ভালো ফল হলেও সাগরদিঘী বিধানসভা কেন্দ্রে জয় পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। তবে ফলাফল যাই হোক, রাজনৈতিক ময়দানে এদিন মানবিকতার বার্তাই বড় হয়ে উঠল বলে মত অনেকের।

শুভেন্দুর আপ্তসহায়কে খুনের প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী-র আপ্ত সহায়ককে খুন করার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদে সরব হল বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ শহরের ব্যস্ত মাকেঞ্জি মোড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন ৫৮ নম্বর জঙ্গিপুর বিধানসভার সদ্য নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি। এছাড়াও জেলার একাধিক বিজেপি নেতা ও পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান বিজেপি নেতৃত্ব। বক্তারা অভিযোগ করেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন। সমাবেশে বিজেপি কর্মীরা কালো ব্যাচ পড়ে প্রতিবাদী স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও তোলা হয় সভা থেকে। বক্তারা বলেন, ঞগণতান্ত্রিক রাজ্যে এভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ঘনিষ্ঠদের উপর হামলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা। দোষীদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে।দ এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে ম্যাকেনজি মোড় এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী। তবে গোটা বিক্ষোভ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী দিনেও তারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

লেনিনের মূর্তি ভাঙ্গচুর করার প্রতিবাদে বামেদের প্রতিবাদী মিছিল

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জিয়াগঞ্জে লেনিনের মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত জেলা রাজনীতি। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে আজ বহরমপুরের রাজপথে আছড়ে পড়ল বামেদের বিশাল প্রতিবাদী মিছিল।সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে আয়োজিত এই মিছিলে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন বাম নেতৃত্ব।জিয়াগঞ্জে দীর্ঘদিনের পুরনো লেনিন মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় গত রাত থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছিল এলাকায়। সেই আগুনের আঁচ আজ এসে পৌঁছাল জেলা সদর বহরমপুরে।সিপিআই(এম)-এর ডাকে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ মিছিলে এদিন লাল ঝাণ্ডার জনসমুদ্র তৈরি হয়।

বহরমপুর টেক্সটাইল মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলার প্রথম সারির বাম নেতারা। তাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই মূর্তি ভাঙার কাজ করা হয়েছে। রাজ্যে গণতন্ত্র বিপন্ন এবং মনীষীদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে বলে তারা দাবি করেন।আরও বলেন ক্ষ্মলেনিনের মূর্তি ভেঙে বামপন্থার আদর্শকে মুছে দেওয়া যাবে না।

যারা রাতের অন্ধকারে এই কাপুরুষোচিত কাজ করেছে, প্রশাসন যদি তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার না করে, তবে আগামী দিনে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।ক্ষ্মএদিনের মিছিলে যুব ও ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতিও ছিল নজরকাড়া। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা মুহুর্মুহু স্লোগান দেন; ক্ষ্মমূর্তি ভাঙার রাজনীতি চলবে নাক্ষ্ম, ক্ষ্মদোষীদের অবিলম্বে শাস্তি চাইক্ষ্ম। বহরমপুর শহরের মোড়ে মোড়ে মোতায়েন ছিল পুলিশ বাহিনী। মিছিল শেষে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভাও আয়োজিত হয়, যেখানে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।লেনিন মূর্তি ভাঙচুরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।সিপিআই(এম)-এর আজকের এই বিশাল মিছিল কার্যত শক্তিপ্রদর্শনের আকার নিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বোম বিস্ফোরণে গুরুতর জখম যুবক

নয়া জামানা,সালার ঃ সালার থানার খাড়েরা গ্রামের আহত যুবকের নাম বাদশা শেখ (২২)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মজুত করে রাখা বোম অন্যত্র সরাতে গিয়ে হঠাৎই বোম বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের জেরে তার একটি হাত দেহ থেকে উড়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালার থানার পুলিশ। আহত যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে সালার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বোমগুলি কে বা কারা মজুত করে রেখেছিল এবং সেগুলি অন্য কোথাও নাশকতামূলক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সালার থানার পুলিশ।এছাড়াও, অল্পবয়সি যুবকদের ব্যবহার করে এলাকায় যারা এই ধরনের বেআইনি চক্র চালাচ্ছে,

তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘটনা না ঘটলে ভবিষ্যতে বড়সড় কোনো দুর্ঘটনা বা নাশকতার ঘটনা ঘটতে পারত। কোথায় কোথায় বোম মজুত রাখা হয়েছে এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, সেই বিষয়েও বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে সালার থানার পুলিশ।

উপনির্বাচনে ছেলেকে প্রার্থী ঘোষণা - রেজিনগর আসন ছাড়ার ঘোষণা হুমায়ুনের

জাব্বার শেখ,নয়া জামানা, রেজিনগর ঃ বৃহস্পতিবার রেজিনগর বিধানসভা এলাকার নারকেলবাড়ি গড়ুয়ারায় একটি কর্মী সম্মেলনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেন, তিনি আগামী ১৪ মে রেজিনগর বিধানসভায় বিজিত বিধায়কের পদ ছেড়ে দেবেন।এ দিন তিনি আরও জানান, আগামী ১৫ মে নওদা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে তিনি শপথ নেবেন। রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে তাঁর পুত্র গোলাম নবী আজাদ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হবেন বলেও জানান। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন কবীর মমতা ব্যানার্জিকেও তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ‘যে পাপ মমতা ব্যানার্জি করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হতো। এখন তিনি বলছেন বিজেপি তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে। বিজেপি যদি এতই ক্ষমতাবান হয় তাহলে আমাকে কেন রেজিনগর আর নওদা-দু’টো বিধানসভা কেন্দ্রেই হারাতে পারেনি? তিনি ভুলে গিয়েছেন মানুষ সঙ্গে থাকলে কেউ কাউকে হারাতে পারে না।’ নিজের নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির কারণ জানাতে গিয়ে আজ হুমায়ুন বলেন, ‘আমি কোনও অমুসলিমের গোলামী করতে পারবো না। তাই একটা নতুন রাজনৈতিক দল খুলেছি। যতদিন

বাঁচবো অন্যায় করব না। কোনও অমুসলিমের গায়ে হাত দেব না। কিন্তু কেউ যদি মনে করে মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমানদের সঙ্গে অন্যায় করবেন তাহলে আমি তাঁদের জানিয়ে দিতে চাই আগুন নিয়ে খেলবেন না। সভামঞ্চ থেকে হুমায়ুন আরও ঘোষণা করেন, ‘আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, মুর্শিদাবাদ জেলার সিংহভাগ আসন দখল করবে। এর পাশাপাশি তাঁর ঘোষণা ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দলের প্রার্থীরা মুশিদাবাদ জেলার তিনটি আসনেই লড়বে এবং তিনি বহরমপুর আসনে লড়বেন।’ হুমায়ুন বলেন, ‘হিন্দু ভোট যদি এককাট্টা হতে পারে আমিও মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিমদেরকে এককাট্টা করব।’ হুমায়ুন আজ আরও জানিয়েছেন-কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় ফিরেই আগামী ১৫-১৬ তারিখের পর ফের একবার পুরোদমে বাবরি মসজিদ তৈরীর কাজ তিনি শুরু করবেন। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুমায়ুন বলেন, ‘রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমি পদত্যাগ করছি। কিন্তু এর জন্য আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। আপনারা আমার সঙ্গে থেকেছেন। এই কেন্দ্রে আমি আমার ছেলেকে প্রার্থী করব। রবিন প্রার্থী হওয়া মানে আমি প্রার্থী হওয়া। আমি সকলের কাছে আবেদন রাখছি আমাকে যত ভোটে রেজিনগর কেন্দ্র থেকে জিতিয়েছেন তার থেকে বেশি ভোটে আমার ছেলেকে আপনারা জেতাবেন ক্ষ্ম হুমায়ুন জানান, ‘আমি জানতে পেরেছি শুভেন্দু অধিকারী সম্ভবত ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পদত্যাগ করবেন। সে ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচন কমিশন রেজিনগর এবং ভবানীপুর এই দু’টি কেন্দ্রে আগামী চার মাসের মধ্যে উপনির্বাচন করবে।’ হুমায়ুন কবীর, অভিষেক ব্যানার্জিকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, ‘অভিষেক ব্যানার্জি যেভাবে লুম্পেনের মতো আচরণ করেছেন এবং পুলিশকে ব্যবহার করেছেন তার শিক্ষা মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর ভাইপোকে মানুষ দিয়েছে। তাঁরা এখন মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না।’

ঘুমের ভাঁজে নবাবি স্মৃতি - বালাপোষের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কাহিনি

বাংলার শীতের ইতিহাসে যা কেবল একটি আবরণ নয়, বরং মুর্শিদাবাদের নবাবী ঐতিহ্যের এক জীবন্ত দলিল। মুঘল আমল থেকে শুরু করে আজও এই শিল্পের সুগন্ধি ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন কারিগর আতির খানের উত্তরসূরিরা। সাধারণ সিন্থেটিক লেপ বা কম্বলের ভিড়ে আজও স্বমহিমায় ভাস্বর এই বালাপোষ, যার জন্মকাহিনির পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। ঐতিহাসিক মতে, মুর্শিদাবাদ যখন উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে শিখরে, তখন নবাব সুজা-উদ-দিনের আমলেই বালাপোষের সূত্রপাত।

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ কনকনে ঠান্ডায় লেপ-কম্বল তো অনেকেই গায়ে দেন, কিন্তু শরীরের ওমের সঙ্গে যদি মিশে থাকে আতরের মায়াবী সুবাস? সেই মখমলে পরশ আর আভিজাত্যের নাম ‘বালাপোষ’। বাংলার শীতের ইতিহাসে যা কেবল একটি আবরণ নয়, বরং মুর্শিদাবাদের নবাবী ঐতিহ্যের এক জীবন্ত দলিল। মুঘল আমল থেকে শুরু করে আজও এই শিল্পের সুগন্ধি ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন কারিগর আতির খানের উত্তরসূরিরা। সাধারণ সিন্থেটিক লেপ বা কম্বলের ভিড়ে আজও স্বমহিমায় ভাস্বর এই বালাপোষ, যার জন্মকাহিনির পরতে পরতে জড়িয়ে আছেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। ঐতিহাসিক মতে, মুর্শিদাবাদ যখন উত্তর ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে শিখরে, তখন নবাব সুজা-উদ-দিনের আমলেই বালাপোষের সূত্রপাত। তবে লোকগাথা বলে ভিন্ন কথা। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা শীতের খসখসে কম্বল পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু, যা হবে তুলোর মতো নরম, ওজনে হালকা এবং প্রেয়সীর উষ্ণ আলিঙ্গনের মতো আরামদায়ক। নবাবের সেই শৌখিন আবদার মেটাতেই কারিগর আতির খান উদ্ভাবন করেন এই বিশেষ বস্ত্র। দুই পরত কাপড়ের মাঝে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলো বসিয়ে তৈরি এই বালাপোষ আজও মুর্শিদাবাদের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। আতির খানের সেই গোপন কারিগরি আজ তাঁর উত্তরসূরিদের হাতে সুরক্ষিত। দীর্ঘকাল এই শিল্পের শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন প্রখ্যাত কারিগর সাখাওয়াত হুসেন খান। তাঁর প্রয়াণের পর এখন সেই গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন তাঁর দুই কন্যা ববি, তাঁর বোন এবং তাঁদের দাদা। মুর্শিদাবাদের খাগড়া চৌরাস্তা সংলগ্ন এলাকায় আজও নিভৃতে তৈরি হয় এই আশ্চর্য সৃষ্টি। বংশপরম্পরায় পাওয়া এই শিল্প নিয়ে সাখাওয়াতের জ্যেষ্ঠা কন্যা ববি জানান, ‘বহু বছর ধরে বংশ পরম্পরায় আমরা বালাপোষ তৈরি করে চলেছি। আমার বাবাকে এই কাজ শিখিয়েছিলেন দাদু। বালাপোষ তৈরি ছাড়াও নানান হস্তশিল্পে দাদু অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আমরা ভাইবোনেরা ছোটোবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, কীভাবে নিপুণ কায়দায় যত্ন সহকারে বাবা একের পর এক বালাপোষ বুনে চলেন।’ বালাপোষ তৈরির প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং ধৈর্যসাপেক্ষ। একটি নিখুঁত বালাপোষ বানাতে কারিগরকে নিজেকে প্রায় সমাজবিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয়। বাইরের সামান্যতম কোলাহল বা জলের শব্দ যেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ববির কথায়, ‘এই কাজ কিন্তু মোটেই সহজ নয়। এর জন্যে নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হয়। বালাপোষ তৈরির শুরু থেকে শেষ অবধি কারিগর নিজেকে আটকে রাখেন একটি বন্ধ ঘরে, যেখানে জল পড়বার মতো সামান্য শব্দটুকুও ঢুকতে পারে না!’ এই শিল্পের মূল রহস্য লুকিয়ে আছে তুলোর ‘ভুনাই’ বা শোধনের মধ্যে। সাধারণ তুলো এখানে চলে না। উৎকৃষ্ট মানের তুলো বেছে নিয়ে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ২০ থেকে ২৫ বার ঝাড়াই করা হয়। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তুলো এতটাই হালকা হয়ে যায় যে তা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র এই ভুনাই করতেই সময় লাগে পাঁচ থেকে ছয় দিন। এরপর মলমল বা সিল্কের কাপড়ের স্তরে এমনভাবে তুলো বিন্যাস করা হয়, যাতে ব্যবহারের সময় তা দলা পাকিয়ে না যায়। একটি বালাপোষ সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে এক থেকে দুই সপ্তাহ। আতর বা সুগন্ধি এই বালাপোষের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ববি জানান, ‘কোন আতর ব্যবহার করলে তা বহু বছর একই রকম সুগন্ধ ছড়াবে, সে কথাও বাবা বলে গিয়েছিলেন আমাদের। ফিরদৌস আতরের চাহিদা সবচাইতে বেশি। এছাড়াও সময় বিশেষে রুহ-গুলাব আতর ব্যবহার করি আমরা।’ যখন কোনো ক্রেতা ফোন করে জানান যে বালাপোষটি খুলতেই ঘর গন্ধে মউ মউ করছে, তখন কারিগর পরিবারের পরিশ্রম সার্থক হয়। তবে আধুনিক যুগে এই শিল্পের সংকটও কম নয়। মূলধনের অভাব এবং আকাশছোঁয়া বাজারমূল্যের কারণে বালাপোষ এখন সাধারণের নাগালের বাইরে। মূলত শৌখিন সংগ্রাহক এবং ঐতিহ্যপ্রেমীরাই এর প্রধান খদ্দের। তবুও ববি এবং তাঁর পরিবার এই ঐতিহ্যকে হারোতে দিতে নারাজ। তাঁর মতে, ‘শীত থেকে রক্ষা করা ছাড়াও বাংলার বহু পুরোনো ঐতিহ্য বহন করে এই বালাপোষ। এই শিল্পের একটা নিজস্ব সম্মান রয়েছে, যার তুলনা কখনোই সাধারণ বাজারচলতি সিন্থেটিক লেপ-কম্বলের সঙ্গে করা চলে না। তাছাড়া, এগুলি তৈরি করতে যা মূলধন আর কায়িক শ্রম লাগে, সেসব মাথায় রেখে এগুলির বিক্রয় মূল্যও হয়ে দাঁড়ায় বেশ খানিকটা চড়া, যা সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।’ ছবি সংগৃহিত ।

পড়াশোনার বকাঝকায় আত্মঘাতী ছাত্রী

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ নবগ্রাম থানার অন্তর্গত অনন্তপুর এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পড়াশোনা না করায় মা-বাবার বকাবকিতে অভিমান করে কীটনাশক পান করে আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। নিহতের নাম সেলিনা পারভীন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সেলিনা আলিয়া মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। নিয়মিত পড়াশোনা না করায় তার মা তাকে বকাবকি করেন। সেই অভিমানেই রাগের মাথায় কীটনাশক পান করে সে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। টানা ১১ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহতের বাবা আশিস মহম্মদ জানান, পড়াশোনা নিয়ে ওর মা একটু বকাঝকা করেছিল। সেই রাগেই এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে।

জঙ্গিপুর পুরসভায় পরিষেবা সংকট-রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যে পালাবদলের হাওয়া বইলেও জঙ্গিপুর পুরসভার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন পরিষেবা পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক টানাপোড়েনের কারণে পানীয় জল, সাফাই ও নিকাশি ব্যবস্থার মতো মৌলিক পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে শহরজুড়ে ক্ষোভ বাড়ছে এবং নাগরিকরা দ্রুত সমাধানের দাবি জানাচ্ছেন। পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায় না। ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ১৪, ১৫ ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। পাশাপাশি আবর্জনা সাফাই নিয়মিত না হওয়ায় রাস্তার ধারে ময়লা জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং মশার উপদ্রব বেড়েছে। নিকাশি নালা ভেঙে পড়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল রাস্তায় উঠে আসছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, জল প্রকল্পের কাজ চলছে এবং ২১টি ওয়ার্ডকে তিনটি জোনে ভাগ করে পরিষেবা দ্রুত চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে। চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই কিছু এলাকায় জল সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই পুরো শহরে পরিষেবা পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে প্রশাসনিক কাজ দীর্ঘদিন ধরে থমকে ছিল বলে অভিযোগ। বিদায়ী বিধায়ক জাকির হোসেন ও পুর চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের বিরোধে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে প্রশাসক নিয়োগ ও আদালতের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত ঘটে। পরে হাই কোর্টের নির্দেশে চেয়ারম্যান পুনর্বহাল হলেও বাস্তব পরিস্থিতি বদলায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, তাঁরা ট্যাক্স দেন পরিষেবা পাওয়ার আশায়, রাজনৈতিক লড়াই দেখার জন্য নয়। দ্রুত মৌলিক পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে ক্ষোভ আরও বাড়বে বলে সতর্ক করেছেন অনেকে। প্রশাসনের কাছে এখন একটাই প্রত্যাশা;শহরের পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে জঙ্গিপুর পুরসভার প্রশাসনিক স্থবিরতা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা চলছে। বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ইচ্ছাকৃত গড়িমসি হচ্ছে, অন্যদিকে শাসক শিবিরের দাবি প্রশাসনিক জটিলতা ও আদালত সংক্রান্ত প্রক্রিয়াই প্রধান বাধা। তবে সব পক্ষের বাইরে সাধারণ মানুষের একটাই দাবি, দ্রুত স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনা। বিশেষ করে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা ও নিয়মিত সাফাই নিশ্চিত না হলে শহরের জনস্বাস্থ্য আরও বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে, যাতে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয় এবং নাগরিক জীবন আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে দ্রুত সমস্যার সমাধানে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে সব ওয়ার্ডে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তবে বাস্তবে কাজ কত দ্রুত এগোয় তা নিয়েই এখন প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ যারা দীর্ঘদিন ধরেই পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছেন। সবার নজর এখনই প্রশাসনের দিকে রইল।

কীটনাশক খেয়ে মৃত্যু মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ রাণীনগরে কীটনাশক সেবন করে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম নীরেন মণ্ডল। পরিবার সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

সোমবার হঠাৎ কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই তিনি কীটনাশক পান করেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে টানা চারদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

দলীয় কার্যালয় দখল ও কর্মীদের মারধর , প্রতিবাদে থানায় তৃণমূলের স্মারকলিপি প্রদান

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বঙ্গের পদ্ম ফোটার পর থেকেই শুরু হয়েছে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল কর্মসূচি ।এবার পার্টি অফিস দখল ও দলীয় কর্মীদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নবদ্বীপ শহর তৃণমূল কংগ্রেস একটি স্মারকলিপি জমা দিল থানায়। বুধবার দুপুরে নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা ও নবদ্বীপ শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা কাউন্সিলার সুজিত সাহার নেতৃত্বে এই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এদিন পুরসভার মোট ২৪ জন তৃণমূল কাউন্সিলারও উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে জানানো হয়, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই নবদ্বীপ শহরে তৃণমূলের বিভিন্ন পার্টি অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, গেরুয়া রং করা ও বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দখল করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ।নবদ্বীপ শহরের শান্তি বজায় রাখতে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক, এমনটাই দাবি তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব ।নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহা বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসক অদল বদল হয়। এটাই স্বাভাবিক।

নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচার করেছে এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু ২০০১ সালে আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা নির্বাচিত হওয়ার পর এইরকম দখলের দৃষ্টান্ত নবদ্বীপ বিধানসভায় ঘটেনি। আমিও বর্তমান বিধায়ককে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মতুয়াগড়ে জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে কে পাবে মন্ত্রিত্ব ? জল্পনা তুঙ্গে

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়া দক্ষিণের মতুয়াগড়ে পদ্মফুলের জয়জয়কার। আসনগুলোতে বিপুল ভোটে বিজেপিকে জিতিয়ে 'পদ্মগড়' অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মতুয়ারা। অন্যদিকে নদীয়া উত্তরের একাধিক আসনে তৃণমূলের পতন ঘটিয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। সেই তালিকায় রয়েছেন মন্ত্রী থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় বর্ষীয়ান নেতারা। বাংলাজুড়ে পরিবর্তনের এই মরশুমে নদীয়া জেলা থেকে নতুন সরকারে কে মন্ত্রিত্ব পেতে চলেছেন, তা নিয়ে জোর জল্পনা রাজনৈতিক মহলে ।দীর্ঘদিন ধরে পদ্মশিবিরের উপর ভরসা রাখার উপহার হিসেবে মতুয়াদের কি মন্ত্রিত্ব দেবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব? সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সকলে। অন্যদিকে

মন্ত্রিত্বের দৌড়ে নদীয়া জেলার জয়ী বিজেপি প্রার্থীদের মনোনীত করা হবে কি না, সেটাও দেখার ।এনিয়ে রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী বলেন, নদীয়া দক্ষিণ হল বিজেপির শক্তঘাঁটি। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিকে শক্তিশালী করতে নদীয়া দক্ষিণের বড় অবদান রয়েছে। রাজ্য নেতৃত্ব নিশ্চয়ই এই বিষয়টি বিচার বিশ্লেষণ করবে। রাজ্য নেতৃত্ব যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই শিরোধার্য।

কেন্দ্রে জয়, বাংলায় ভরাডুবি ঃ তৃণমূলের অন্দরে জোর চর্চা

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তবে জয়ের পরও বোলপুর শহরের ফলাফল নিয়ে দলের অন্দরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

কারণ, আগের নির্বাচনের মতো এবারও শহর এলাকায় কার্যত ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। শহরের ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২০টিতেই পিছিয়ে পড়েছে শাসকদল ।এমনকি চন্দ্রনাথ সিনহা এবং তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডলের ওয়ার্ডেও ধাক্কা খেতে হয়েছে তৃণমূলকে ।এই ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, শহরাঞ্চলে কেন বারবার পিছিয়ে পড়ছে তৃণমূল? সেই প্রশ্নের মধ্যেই সামনে এসেছে ভোটের আগে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের একটি বক্তব্য, যা এখন নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিটি ওয়ার্ড ধরে নির্বাচনী জনসভা করেছিল তৃণমূল। সেই জনসভায় উপস্থিত থাকতে দেখা যায় অনুব্রত মণ্ডলকেও ।সেই সময় সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের ওয়ার্ডের ফলাফল নিয়ে কার্যত আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন চন্দ্রনাথ। নিজের ওয়ার্ডের কর্মীসভায় চন্দ্রনাথ সিংহ আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, ইলামবাজার ব্লকে তৃণমূল ভালো ফল করলেও বোলপুর শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডে দল পিছিয়ে পড়ছে। তাঁর দাবি ছিল, ২০১৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর নিজের ওয়ার্ডেও তৃণমূল প্রত্যাশিত ফল করতে পারছে না। নিজের ওয়ার্ডে বারবার হারার কারণে দলীয় স্তরে তাঁকে নানা কথা শুনতে হয়। অনুব্রত মণ্ডলের ওয়ার্ডেও তৃণমূল পিছিয়ে পড়ায় নেতৃত্বকে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে তখন থেকেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয় ।এবারের ফলাফলে দেখা গিয়েছে, বোলপুর শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। আর এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও চন্দ্রনাথের ২১ নম্বর ওয়ার্ডে ১৩৬ ভোটে পিছিয়ে তৃণমূল। এমনকি অনুব্রত মণ্ডলের নিজের ২২ নম্বর ওয়ার্ডেও ১৪৯৬ ভোট মাইনাস তৃণমূলের।

পাশাপাশি বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষের ১২ নম্বর ওয়ার্ডেও ২৬৬ ভোটে হেরেছে তৃণমূল। জানা গিয়েছে, সার্বিকভাবে কুড়িটি ওয়ার্ডে বিজেপি ১৬৮২২ ভোটে এগিয়ে। অন্যদিকে, বোলপুর শহরে মাত্র দুটি ওয়ার্ডে সামান্য লিড পেয়েছে তৃণমূল। ৭ নম্বর ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে ৯৭৩ ভোটে। এই নিয়েই বিরোধীদের কটাক্ষ, তৃণমূলের সংগঠনের উপরই আস্থা ছিল না তৃণমূল নেতৃত্বের। এবারের নির্বাচনের ফলে তার প্রমাণ দেখা গিয়েছে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, সারা রাজ্যের মানুষ এবারের নির্বাচনে তৃণমূলকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ওদের নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেদের উন্নয়ন করেছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগের দিকে নজর দেয়নি। এবার বিজেপি সরকার গঠন করে মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কাজ করবে ।যদিও এই ফল নিয়ে চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, আমরা শহরের ভোট ফেরানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ফল ভালো হয়নি। কেন এমন হলো তা পরে বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। অনেক মানুষই আমাদের ভোট দিয়েছেন ।আগে যেমন কাজ করেছি, আগামী দিনেও বিধায়ক হিসেবে সেভাবেই কাজ করব।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন ।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

রাজ্যে পালাবদল, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিতর্কে বিশ্বভারতীর গবেষক

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে বিতর্কে জড়াল বিশ্বভারতীর এক গবেষক ছাত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এক গবেষক ছাত্রের তৈরি করা একটি ভিডিও নিয়ে আপত্তি ওঠার পর তাঁকে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়েছে এমনটাই সূত্রের খবর। যদিও উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, এটি সম্পূর্ণ বিভাগীয় স্তরের বিষয়, ওখানেই তার সমাধান হয়ে গেছে। উপাচার্য এই ঘটনার বিষয়ে কিছু জানতেন না।

তাঁর কোনও ভূমিকা নেই। ওই ছাত্র বিশ্বভারতীর একটি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বভারতী কোনও রাজনৈতিক বক্তব্যকে সমর্থন করে না। আগেও বিভিন্ন ধরনের পোস্টার পড়েছিল, সেগুলিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যে সম্প্রতি রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে অর্থনীতি বিভাগের এক গবেষক ছাত্র একটি ভিডিও তৈরি করে ফেসবুকে পোস্ট করেন। বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে ওই বিভাগে তৈরি করা সেই ভিডিওতে তাঁকে হাতে ঝালমুড়ি নিয়ে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে শোনা যায়। পাশাপাশি তিনি বলেন, আমাদের বাংলার বিখ্যাত ঝালমুড়ি, যে ঝালমুড়ি খেয়ে সরকার চেঞ্জ হয়েছে।

আমরাও এখন সেই ঝালমুড়ি ট্রেন্ড চালু করছি। আমাদের বিশ্বভারতীতেও এখন কিছু চেঞ্জ হতে চলেছে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে চাপানউতোর শুরু হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়। সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবার উপাচার্যের তরফে অর্থনীতি বিভাগের উপর এই বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়। পরে ওই ছাত্রকে লিখিতভাবে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়। চিঠিতে ওই গবেষক নিজের পোস্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ও ভবিষ্যতে বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কোনও বিতর্কিত পোস্ট করবেন না বলেও উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, ওই গবেষক ছাত্রের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ভিডিওটি নিছক মজার ছলে তৈরি করা হয়েছিল। এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত ছিল না। উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে ঝালমুড়ি খাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ঝালমুড়ি ট্রেন্ড' নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও তৈরি হতে শুরু করে। সেই প্রেক্ষিতেই ওই গবেষক ছাত্রের ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

নালার কাদায় মিলল ব্যক্তির দেহ, এলাকায় চাঞ্চল্য

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের মুরারই ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পাইকর থানার হিয়াতনগর বাজারপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এদিন ভোরের পর থেকেই এলাকার একটি নালার পাশে দুর্গন্ধ টের পান কয়েকজন। পরে নালার ভিতরে কাদার মধ্যে উপুড় হয়ে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন এলাকার মানুষজন। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা পাইকর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পাইকর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ গিয়ে দেখতে পায়, নালার ভিতরে কাদার মধ্যে এক ব্যক্তি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে পাইকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই

ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহে কোনও স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। ঘটনার পর এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। তবে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তের পর মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। মৃতের নাম মোঃ সামসুদ্দিন তাঁর বয়েস জানা যায় আনুমান ৩১ বছর বয়স তাঁর বাড়ি পাইকর থানার এলাকাতেই বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরাও হাসপাতালে পৌঁছন। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার রাত থেকে সামসুদ্দিনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েন। ঘটনার পর মেডিক্যাল অফিসারের রিকুইজিশনের ভিত্তিতে পাইকর থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাইকর থানার পুলিশ।

সমস্যা হলেই ফোন করুন , আশ্বাস সিউরির বিধায়কের

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নির্বাচনের আগে মানুষের পাশে থাকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জয়ের পর সেই প্রতিশ্রুতিকেই বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করলেন সাঁইথিয়া বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক শ্রী কৃষ্ণকান্ত সাহা। বৃহস্পতিবার আচমকাই তিনি সাঁইথিয়া হাসপাতালে পৌঁছে রোগীদের খোঁজখবর নেন এবং হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন ।হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শনের পাশাপাশি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সাধারণ মানুষ যাতে ২৪ ঘণ্টা দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পান, তা নিয়েই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন

তিনি ।তবে শুধু আলোচনা বা আশ্বাসেই থেমে থাকেননি কৃষ্ণকান্ত সাহা ।হাসপাতালের গেট ও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাঁর নিজের মোবাইল নম্বর এবং প্রতিনিধি টিমের যোগাযোগ নম্বর সম্বলিত সহায়তা বার্তা লাগানো হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, হাসপাতালের কোনও স্টাফের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার, গাফিলতি বা রোগীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। অভিযোগ পেলেই ৩০ মিনিটের মধ্যে প্রতিনিধি দল হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে বলেও আশ্বাস দেন বিধায়ক ।এই উদ্যোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই সাঁইথিয়া শহর ও আশপাশের এলাকায় চর্চা শুরু হয়েছে। অনেক সাধারণ মানুষ এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। শহরের একাংশের বক্তব্য, আমাদের এমএলএ আমাদের গর্ব ।রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, একসময় যাঁকে নিয়ে নানা কটাক্ষ ও সমালোচনা হয়েছিল, সেই গৃহশিক্ষক কৃষ্ণকান্ত সাহাই এখন ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের আস্থার জায়গা হয়ে উঠছেন। রাজনৈতিক সভামঞ্চে তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য ও কটাক্ষ শোনা গেলেও, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার মধ্য দিয়েই তিনি নিজের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন বলে মত স্থানীয়দের।

ভোট-পরবর্তী অশান্তির আবহে নানুরে পরপর বোমা উদ্ধার, আতঙ্ক এলাকাজুড়ে

রুম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ও ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির খবর সামনে আসছে। এরই মধ্যে বীরভূমের নানুর থানার অন্তর্গত একাধিক এলাকায় পরপর তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দু'টি পৃথক এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাইতারা গ্রাম এলাকায় তল্লাশি চালায় নানুর থানার পুলিশ। সুচপুরের বাইতারা গ্রামের একটি ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় একটি ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা। ওই ড্রাম থেকে আনুমানিক ১২টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কে বা কারা ওই বোমাগুলি সেখানে মজুত করে রেখেছিল এবং কী উদ্দেশ্যে তা রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।ঘটনার খবর পেয়ে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ও সিআইডির বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে ।এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফের বোমা উদ্ধারের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় নানুরের বাসাপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দান্যপাড়া গ্রাম সংলগ্ন একটি পুকুরপাড়ের ঝোপে লুকিয়ে রাখা ছিল দু'টি ড্রাম। বৃহস্পতিবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশির সময় ওই দু'টি ড্রাম থেকে প্রায় ৪০টি তাজা বোমা উদ্ধার হয় বলে জানা গিয়েছে ।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াড।

নানুরে তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেফতার ৪

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোট-পরবর্তী হিংসার আবহে বীরভূমের নানুরের সন্তোষপুর গ্রামে তৃণমূল নেতা আবির শেখ খুনের ঘটনায় বুধবার চারজনকে গ্রেফতার করল নানুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও উত্তেজনা বজায় রয়েছে এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গ্রামে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম হেমন্ত দত্ত, সঞ্জয় দাস, লালন দাস ও সুকুমার দাস। প্রত্যেকের বাড়ি পাশের কুমিরা গ্রামে। বুধবারই তাদের বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন খারিজ করে ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী প্রবাল রায় এ কথা জানান ।মঙ্গলবার বিকেলে সন্তোষপুর গ্রামের রাস্তায় প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে একের পর এক কোপ মেরে খুন করা হয় আবির শেখকে।

গুরুতর জখম হন তাঁর সঙ্গী তৃণমূল নেতা চাঁদু শেখও। প্রথমে তাঁকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বর্ধমানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে ।ঘটনার পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে প্রশাসন। তবে বুধবার সারাদিনই কার্যত থমথমে ছিল সন্তোষপুর গ্রাম। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় ।ইতিমধ্যেই নানুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহত আবির শেখের রাজনৈতিক সহকর্মী তথা বন্ধু সাইফুল শেখ। তাঁর অভিযোগ, আক্রমণকারীরা আগে তৃণমূল করত, বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। পরিকল্পনা করেই এই হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, বুধবার দুপুরে নানুর থানায় যান বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস। তিনি বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং নানুর থানার ওসির সঙ্গে দেখা করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতী ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর চেষ্টা করছে। এর ফলেই এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হিন্দু ছাড়া প্রবেশ নিষেধ, কঙ্কালীতলায় নতুন নিয়ম

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলা মন্দিরকে ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই মঙ্গলবার মন্দিরে শুদ্ধিকরণ এবং প্রবেশ নিয়ম নিয়ে বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে মন্দির চত্বর পরিশুদ্ধ করার পাশাপাশি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৫১পীঠের অন্যতম পীঠস্থান বোলপুরের কঙ্কালীতলা। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। মন্দির সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নিয়ম না মেনে পুজো দেওয়া ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে মন্দিরে প্রবেশের ঘটনাও সামনে এসেছে। এর ফলে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির কিছু কর্মী-সমর্থক এদিন গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পাগড়ি পরে মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে বিজেপির পতাকাও দেখা যায়। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। এমনকি, দুধ ও গঙ্গাজল ছিটিয়ে মন্দির শুদ্ধিকরণ করা হয়। একইসঙ্গে মন্দিরের গেটে একটি ব্যানার টাঙিয়ে জানানো হয়, হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ।

তাঁদের দাবি, ভবিষ্যতে মন্দিরের ঐতিহ্য ও শাস্ত্রসম্মত নিয়ম বজায় রাখতে মন্দিরে প্রবেশ, পুজোর ক্ষেত্রে কঠোর বিধি মানা হবে ।এ বিষয়ে বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, হিন্দুদের মন্দিরে হিন্দুরাই প্রবেশ করবে, এটাই রীতি। এতদিন তা মানা হয়নি। কিন্তু, আর নয়। তাই মন্দির শুদ্ধিকরণ করা হয়েছে, এবার থেকে এখানে কেবল হিন্দুরাই প্রবেশ করবে।

তাঁতশিল্প বাঁচাতে উদ্যত শান্তিপুরের পদ্মপ্রার্থী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন পদ্মপ্রার্থী। জয়ের পরেই জগৎ বিখ্যাত শান্তিপুরের তাঁতশিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও এলাকার রাস্তাঘাটের ওপর জোর দিতে চান শান্তিপুরের জয়ী প্রার্থী শিক্ষক স্বপন দাস।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়ার শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাস। পেশায় শিক্ষক স্বপনবাবুর এই জয়ে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। জয়ের শংসাপত্র হাতে পাওয়ার পর থেকেই তাঁর ব্যস্ততা তুঙ্গে। তবে উৎসবের আবহেও নিজের এলাকার সমস্যার কথা ভুলে যাননি জয়ী এই বিজেপি প্রার্থী ।তিনি জানান, আমি যখন প্রচারে বেরিয়েছি, মানুষের কাছে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি। আমি জানি না মানুষের এই ঋণ শোধ কিভাবে করব। মানুষের এই ঋণ তো কোনোদিনই শোধ হবার নয়। তাও এই ঋণ শোধ করার প্রথম রাস্তা হচ্ছে, মানুষকে সুশিক্ষার সুযোগ দেওয়া।

স্কুল কলেজগুলি যে অবস্থায় রয়েছে সেগুলির দিকে নজর দেওয়া। স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে হাসপাতালগুলিতেও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। শান্তিপুরে প্রচুর মানুষ কর্মহীন। যেখানে একাধিক শান্তিপুরের জগৎ বিখ্যাত এই তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ।তবে আদতে তাঁরা কাজ পায় না। তাই শ্রমিকেরা কাজ করতে বাইরে চলে যাচ্ছে। যে কোনো প্রকারে এই শিল্পটাকে বাঁচানোই আমার লক্ষ্য।

চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ড

বার্নপুরের ঠিকানায় ঘনীভূত রহস্য

সীতারাম মুখার্জি ।। নয়া জামানা ।। পশ্চিম বর্ধমান

শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথের চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত মোটরবাইকটি নিয়ে দানা বেঁধেছে নতুন রহস্য। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে যে, খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত বাইকটির রেজিস্ট্রেশন তথ্য অনুযায়ী সেটি পশ্চিম বর্ধমানের বার্নপুরের এক আবাসিক এলাকার ঠিকানায় নথিভুক্ত। তবে সরেজমিনে তদন্তে নেমে পুলিশ এবং সংবাদমাধ্যম জানতে পেরেছে, নথিতে উল্লিখিত ঠিকানায় ওই ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই। তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে, ঢক্ষ৪৪ঙ্গ১৯৯০ নম্বর সম্বলিত ওই বাইকটির মালিক হিসেবে বিভাস কুমার ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত রয়েছে। ২০১২ সালে আসানসোল আরটিও থেকে বাইকটির রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার হিরাপুর থানার পুলিশ বার্নপুরের গুরুদ্বার রোডের নির্দিষ্ট ওই কোয়ার্টারে পৌঁছালে বেরিয়ে আসে অন্য তথ্য। বর্তমানে ওই কোয়ার্টারে সপরিবারে বসবাস করছেন ইস্কো কারখানার কর্মী ধরমবীর কুমার। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, ২০১৪ সাল থেকে তিনি ওই বাড়িতে রয়েছেন এবং বিভাস কুমার ভট্টাচার্য নামে কাউকে তিনি চেনেন না। এমনকি উদ্ধার হওয়া নম্বর প্লেটের বাইকটির সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অপরাধীরা তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতে কোনো পুরনো বাইকের নম্বর অথবা সম্পূর্ণ ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে থাকতে পারে। নথিতে দেওয়া ঠিকানার ব্যক্তির হদিস না মেলায় এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। ধরমবীর কুমারও জানান, সকালে পুলিশের আসার পরই তিনি জানতে পারেন যে তাঁর আবাসনটির ঠিকানা কোনো অপরাধমূলক কাজে ব্যবহৃত বাইকের নথিতে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় বার্নপুরের ওই শ্রমিক আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হিরাপুর থানার পক্ষ থেকে সংগৃহীত সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে যে, জালিয়াতি করে এই নম্বর তৈরি করা হয়েছিল কি না। খুনের নেপথ্যে থাকা মূল চক্রীদের ধরতে এখন এই বাইক ও নম্বর প্লেট রহস্য সমাধান করাই পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাঁকসায় স্কুল ইউনিফর্ম পাচারের চেষ্টা রুখল বিজেপি, তপ্ত দুর্গাপুর

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আবহে দুর্গাপুরের কাঁকসায় সরকারি স্কুলের ইউনিফর্ম পাচারকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। কাঁকসা বিডিও অফিস সংলগ্ন একটি ক্লাব থেকে সরকারি 'বিশ্ব বাংলা' লোগো লাগানো বিপুল পরিমাণ পোশাক সরানোর অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিও-র উপস্থিতিতেই রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ক্লাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি করা স্কুল পোশাক মজুত ছিল। নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হওয়ার পর থেকেই সরকারি নিয়ম মেনে সেই পোশাক বিলি বন্ধ রাখা হয়েছিল।

অভিযোগ, এদিন সকালে আচমকাই কয়েকটি টোটো এনে সেই বস্তাবন্দি পোশাক পাচারের চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই রুখে দাঁড়ান বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যে তৃণমূল জামানা শেষ হতে চলায় প্রমাণ লোপাট বা অসদুপায়ে পোশাকগুলি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল। বিক্ষোভের মুখে পোশাক সরাানোর দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি, বরং তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে দাবি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত। ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতিতেই টোটো থেকে পোশাকের বস্তা নামিয়ে পুনরায় ক্লাবের ঘরে ঢোকানো হয়। প্রশাসনের নির্দেশে ওই ঘরটিতে আপাতত তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির এসসি মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস সরাসরি শাসকদলের দিকে আঙুল তুলে বলেন, নতুন সরকার গঠনের আগেই এই পাচারের ছক ছিল। অন্যদিকে বিডিও স্পষ্ট জানান, এই সময়ে পোশাক সরানোর কোনো অনুমতি ছিল না। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে।

ঝাঁটা হাতে গ্রাম সাফাই, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বার্তা দিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি

রাকেশ লাহা, নয়া জামানা , পাণ্ডবেশ্বর ঃ মানুষের পাশে এবং মানুষের সাথে যেমন আগেও ছিলেন ঠিক এখনো উনার চালচলনে ধরা পড়ল একই ছবি। নবনির্বাচিত বিধায়ক হওয়ার পরও সরাসরি বিলাসবহুল পন্থা ছেড়ে একেবারে গ্রাম বাংলার মানুষের মাঝে ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করে গ্রাম ও পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা দিলেন জেলা পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এদিন বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি সাধারণ মানুষজনের খোঁজখবর নিতে পৌঁছায় গোগলা অঞ্চলের চন্দ্রডাঙ্গা গ্রামে। নিজেদের পছন্দেরও মানুষকে সামনে পেয়ে গ্রামবাসীর ঢল নামে জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে ঘিরে। পুষ্প বৃষ্টি করে গ্রামে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি পদ্ম ফুল দিয়েও জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে গৌরিক অভিনন্দন জানান গ্রামবাসী ও দলের কর্মীরা। এদিন পাণ্ডবেশ্বরের নবনির্বাচিত বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি চন্দ্রডাঙ্গা গ্রাম ঘোরার সময় ঝাঁটা হাতে গ্রামের রাস্তা পরিষ্কার করেন। এদিন রাস্তা সাফাই করার পরই জিতেন্দ্র তেওয়ারি গ্রামবাসী ও দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জানান , মোদীজি কে যারা যারা ভালবাসেন তারা আজ থেকে শপথ নিন আগামী দিনগুলিতে আমরা আমাদের গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো। তার পাশাপাশি অন্যান্য গ্রামকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরকে নিতে হবে। তাছাড়াও এদিন তিনি জানান ওরা খারাপ কাজ করেছে, আমরা করবো না। বদলার রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করিনা। আমাকে যে ভোট দিয়েছে আমি তারও বিধায়ক যে দেয়নি আমি তারও বিধায়ক। জিতেন্দ্র তেওয়ারির কথাই আগামী দিনে অঞ্চলে অঞ্চলে কম্পিটিশন হবে ভালো কাজ নিয়ে।

জামুড়িয়ায় ব্যক্তিগত আক্রোশে 'হঠাৎ বিজেপি' সেজে শ্বশুরের দোকানে আগুন প্রাক্তন জামাইয়ের

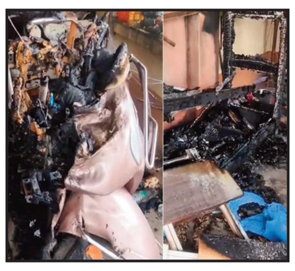

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ জামুড়িয়ার খাসকেন্দা ভসকাধাওরা এলাকায় ব্যক্তিগত বিবাদ মেটাতে রাজনীতির রং লাগানোর এক নজিরবিহীন অভিযোগ উঠল। জানা গিয়েছে, দীপক রক্ষিত নামে এক ব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে অরবিন্দ কেওট নামে এক যুবকের বিয়ে হয়েছিল, তবে বর্তমানে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। অভিযোগ, এই শত্রুতার জেরেই মঙ্গলবার রাতে দীপক বাবুর বাড়ি ও দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয় তাঁর প্রাক্তন জামাই অরবিন্দ। ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে দোকানের আসবাবপত্র ও একটি স্কুটি। চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, অভিযুক্ত যুবক নিজেকে 'হঠাৎ বিজেপি' সাজিয়ে মুখে গামছা বেঁধে এবং গেরুয়া আবির মেখে এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দীপক বাবুর দাবি, বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকেই অরবিন্দ তাঁকে লাগাতার হুমকি দিচ্ছিল। রাজনৈতিক পরিচয়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এই অপরাধমূলক কাজ করা হয়েছে বলে পরিবারের ধারণা। যদিও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশেই দাঁড়িয়েছে এবং এই ঘটনায় দলের কোনও যোগসূত্র নেই বলে স্পষ্ট করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হিংসা রুখতে জেলাশাসক ও পুলিশ কমিশনারের কড়া হুঁশিয়ারি, গ্রেপ্তার ২০০

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনা অব্যাহত। বিজেপি বিধায়ক ও নেতাদের শান্তি বজায় রাখার বার্তার পরেও তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অশান্তি রুখতে কড়া অবস্থান নিয়েছে জেলা প্রশাসন।

সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলাশাসক পোন্নমবলম এস এবং পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার স্পষ্ট জানান, কোনো প্রকার হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যেই ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে আসানসোল কোর্ট মোড়ে তৃণমূলের কার্যালয় ভস্মীভূত হওয়া এবং অণ্ডালে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগুন লাগানোর ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে গ্রেপ্তারের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন; অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই দলমত নির্বিশেষে দোষীদের শাস্তির দাবিতে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রশাসন জানিয়েছে, ১০০ বা ১১২ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে এবং সরকারি সম্পত্তি বা দলীয় কার্যালয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করলে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় - বেআইনি টোল ট্যাক্স বন্ধ নিয়ে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিজেপি দলের জয়ের পর পূর্ব বর্ধমানে ছোটখাটো টোল ট্যাক্স আদায় বন্ধ হচ্ছে। জেলা শহর বর্ধমান থেকে শুরু করে প্রতি ব্লকের গ্রামীণ এলাকায় আদায় বন্ধ হয়েছে। কোথাও যারা টোল আদায় করতেন তারা নিজেরাই বন্ধ করেছেন, কোথাও আবার বিজেপির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উদ্যোগ নিয়ে বন্ধ করলেন টোল ট্যাক্স আদায়। যদিও সব ক্ষেত্রেই বেআইনিভাবে ভাবে টাকা আদায় করা হতো বলে অভিযোগ মিলেছে। এ বিষয়ে সরব ভূমিকা নিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। শহর বর্ধমানে সবচেয়ে বেশি বেআইনি টোল আদায় হতো শহর বর্ধমানের দুটি জায়গায়। পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতের সীমান্তে আলমগঞ্জ এবং ঘোরদৌর চটি এলাকায় জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স আদায় করা হতো। সেই দু জায়গায় ফলাফল ঘোষণা হবার পর বন্ধ করা হয়েছে। যারা এসব ট্যাক্স আদায় করতেন তারাই আর ভয়ে আসছেন না। অভিযোগ এই দুই জায়গায় টাকা আদায় করা হতো পৌরসভার নামে। টোকেন দিয়ে প্রতি মালবাহী গাড়ি প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে রাতভর টাকা আদায় করা হতো। পৌরসভার নামে হলেও সেই টাকা আদায় হবার পর টাকা নিতেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক। যারা গাড়ি পিছু টাকা আদায় করতেন সেই তিন চারজনকে দেওয়া হতো প্রতিদিন ৫০০ টাকা দেওয়া হতো। অভিযোগ যে হেতু জাতীয় সড়ক সেহেতু ওই রাস্তায় টাকা আদায় সম্পূর্ণ বেআইনি। কিন্তু জোর করেই টাকা আদায় চলতো বলে অভিযোগ। এ নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও কোন কিছু করা যায়নি। এখানে শেষ নয়, শহর বর্ধমানের একাধিক এলাকায় আগে বেআইনি ভাবে টাকা আদায় হতো, সেগুলো সব বন্ধ। এর আগে বর্ধমান স্টেশন চত্বরে কোন চারচাকা গাড়ি ঢুকলে অলিখিতভাবে ৪০- ৫০ টাকা আদায় করা হতো। এক তৃণমূল নেতার নির্দেশ মেনে এই টাকা আদায় হতো বলে অভিযোগ। চারচাকা গাড়ি ছাড়াও টোটো যতবার ঢুকতো ততবারই ১০ টাকা করে আদায় করা হতো। স্টেশন চত্বরে ফাঁকা জায়গায় বসে সবজি ও মাছের বাজার। সেখানে বসার জন্য বিধায়ক ও তৃণমূল নেতাদের হয়ে টাকা আদায় হতো। সেসবই এখন বন্ধ।একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে নবাবহাট বাসস্ট্যান্ডে বাস ও চারচাকা গাড়ি ঢোকার জন্য টাকা আদায়।

এসবই অলিখিত টাকা আদায় বন্ধ হওয়ায় খুশি গাড়িচালক এবং সাধারণ মানুষ। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গিয়েছে এসব টাকা আদায় নিয়ে কোন সরকারি অনুমতি বৈধতা ছিল না। সবটাই কোন না কোন নেতার নির্দেশ মেনে চালানো হতো। তবে বিজেপি নেতারা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কোন ভাবেই ওই সব জায়গায় বেআইনি কর আদায় হবে না। অন্যদিকে শুধুমাত্র শহরেই নয় গ্রামেও একাধিক এলাকায় রাস্তা ও সেতুতে উঠার মুখে অবৈধ ট্যাক্স আদায় চলতো। জামালপুর ও রায়না বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোগস্থল কৃষিপ্রধান অঞ্চলে রয়েছে হরেকৃষ্ণ কোঙাড় সেতু। বাম আমলে নির্মিত এই সেতুটি প্রতিদিন কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ এবং কৃষিজাত পণ্য পরিবহণের প্রধান মাধ্যম। এই সেতুতে ঢোকা এবং বেরা হবার জন্য যানবাহন পিছু টাকা আদায় করা হতো। বৃহস্পতিবার থেকে অবৈধ টোল আদায় বন্ধ করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে এইভাবে টাকা আদায় বন্ধ করলেন সদ্য নির্বাচিত জামালপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অরুন হালদার। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ বছর যাবৎ এই সেতু থেকে টোল আদায় করা হলেও সেই অর্থের সঠিক গতিপ্রকৃতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এই বিষয়টি বর্তমানে প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজেপির জয়ী প্রার্থী অরুন হালদার সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দাবি করেছেন , সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তার খরচ উঠে গেলেও কেন এখনও টোল আদায় অব্যাহত রয়েছে, তার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় নি। তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের এই টাকা সরকারি কোষাগারে সঠিক পদ্ধতিতে জমা হয়নি। তাঁর মতে, টোল আদায়ের নামে এক বিশাল আর্থিক অনিয়ম চলছে যা বন্ধ হওয়া জরুরি। অরুন হালদার সাফ জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের পকেটের প্রতিটি টাকার হিসাব দিতে প্রশাসন বাধ্য। এই সংক্রান্ত নথিপত্র এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করলে তিনি বৃহত্তর আন্দোলনে নামার প্রচ্ছন্ন বার্তা দিয়ে রেখেছেন। এদিকে জামালপুরের এই টোল প্লাজাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বহুদিনের। বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক এবং ট্রাক চালকদের মধ্যে এই টোল আদায়ের বাধ্যবাধকতা নিয়ে অসন্তোষ ছিলই। অভিযুক্তদের নিশানায় রেখে বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, টোল সংগ্রহের দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি এবং সংগৃহীত অর্থের বিলি-বণ্টন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দুর্নীতির শিকড় উপড়ে না ফেলা পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হবেন না। যদিও, প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিগত সরকারের আমলে এই টোল আদায়ের প্রক্রিয়া কতটা নিয়ম মেনে চলেছিল, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে রয়েছে। অরুন হালদারের দাবি অনুযায়ী, সংগৃহীত বিপুল অর্থের পাই-পাই হিসাব জনসমক্ষে না আনা পর্যন্ত এই রাজনৈতিক চাপ বজায় থাকবে।

আসানসোলে ফ্ল্যাট দখল ঘিরে উত্তেজনা, কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোলের কোর্ট মোড় এলাকায় একটি ফ্ল্যাট দখল করে রাখাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ফ্ল্যাটের মালিক মহেন্দ্র কুমার আগরওয়ালের পরিবারের অভিযোগ, গত ১৫ বছর আগে সঞ্জয় সরকার নামে এক ব্যক্তিকে তারা ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু গত ১০ বছর ধরে কোনো ভাড়া না দিয়েই সঞ্জয় ও আসানসোল পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর ববিতা দাস সেখানে বসবাস করছেন। অভিযোগ, ভাড়ার কথা বললেই ববিতা দাস রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভয় দেখাতেন। বৃহস্পতিবার মালিকপক্ষ ফ্ল্যাট খালি করতে এলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সঞ্জয় সরকার ভাড়া না দেওয়ার কথা স্বীকার করলেও ববিতা দাসের সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কাউন্সিলরের দাবি, থাকার জায়গা না থাকায় তিনি কেবল রাতে আসতেন এবং সঞ্জয় তাঁর ভাইয়ের মতো। যদিও ১০ বছর ভাড়া না দেওয়ার বিষয়ে তিনি কোনো সদুত্তর দেননি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিজেপি নেতা অঙ্কুর রায় ও পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শেষ পর্যন্ত আসবাবপত্র সরানোর জন্য কাউন্সিলর দু-দিনের সময় চেয়েছেন।

ফলাফল পরবর্তী হিংসা রুখতে মন্তেশ্বরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও হিংসার খবর আসায় নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। মূলত রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমন ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বৃহস্পতিবার মেমারি ২ ব্লকের মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকার বিজুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে রুট মার্চ করা হয়। এদিন সকাল থেকেই এলাকার বিভিন্ন স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলিতে টহল দেন জওয়ানরা। রুট মার্চ চলাকালীন বাহিনীর সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং কোনো প্রকার ভয় বা অশান্তির আশঙ্কা থাকলে তা পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করেন। এদিনের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি ২ ব্লকের বিডিও সৌমজিৎ বসু এবং সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাণী শংকর মহাপাত্র সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের এই কড়া নজরদারিতে সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে।

পানীয় জল প্রকল্পের পাম্প ঘরের তালা খুলল বিজেপি বিধায়ক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ ফলাফল ঘোষণা হবার পর রাজনৈতিক হিংসায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পানীয় জল প্রকল্পের পাম্প ঘর। বৃহস্পতিবার সেই বন্ধ পাম্প ঘরের তালা খুলে দিতে এগিয়ে এলেন বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকের গ্রামডিহি মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, সদ্য নির্বাচিত বিজেপি প্রার্থীর নির্দেশ মেনে পার্টি নেতারা গিয়ে তালা খুলে দেন। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের গ্রামডিহি মোড়ে পানীয় জল প্রকল্পের পাম্প ঘরে তালা খোলা হলো বিজেপি নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে।

গত মঙ্গলবার সকালে একদল গ্রামবাসী পাম্প ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেন বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায় দু'বছর ধরে মান্দারবাটি, বিঘড়া সহ আশপাশের একাধিক গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহ কার্যত বন্ধ ছিল। মূলত রাস্তা মেরামতির কাজ চলাকালীন পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে এই সমস্যা তৈরি হয়। বহুবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি গ্রামবাসীদের। মান্দারবাটি গ্রামে তিনটি মোটরচালিত পাম্প বসানো হলেও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি। এর আগেও একাধিকবার গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করে পাম্প ঘরে তালা দিয়েছিলেন। মঙ্গলবার ফের একই ঘটনা ঘটলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

গ্রামবাসীদের সাফ কথা ছিল, স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাম্প ঘর খোলা হবে না। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি বিজেপি নেতৃত্বের নজরে আসে। নবনির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফার নির্দেশে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ভাতার ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি অরিন্দম ঘোষ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন, এবং তাদের সমস্যা শোনেন। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে গ্রামবাসীদের সম্মতিতে পাম্প ঘরের তালা খুলে দেওয়া হয়। বিজেপি নেতা অরিন্দম ঘোষ জানান, দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় পঞ্চায়েত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই গ্রামবাসীরা এই পথে হাঁটেন। তবে গ্রামডিহি ও আশপাশের অন্যান্য গ্রামে এই প্রকল্পের মাধ্যমে জল সরবরাহ সচল থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখেই তালা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি সরকার গঠিত হলে মান্দারবাটি-সহ একাধিক গ্রামের পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে।

পুড়ে যাওয়া তৃণমূল কার্যালয় পুনর্নির্মাণে এগিয়ে এলেন বিজেপি বিধায়ক

আসানসোল পুরনিগমের ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের বার্নপুর রোডে তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমী বসুর ভস্মীভূত কার্যালয় পুনর্নিমাণে এক অভিনব নজির গড়লেন আসানসোল উত্তরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার রাতে ওই অফিসে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ আসানসোল পুরনিগমের ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের বার্নপুর রোডে তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমী বসুর ভস্মীভূত কার্যালয় পুনর্নির্মাণে এক অভিনব নজির গড়লেন আসানসোল উত্তরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার রাতে ওই অফিসে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিটের ইঙ্গিত মিললেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় একে 'ভোট পরবর্তী হিংসা' বলে প্রচার করা হচ্ছিল। এই আবহে রাজনৈতিক বিতর্ক থামাতে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে ও খরচে অফিসটি পুনরায় গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতিতেই পুনর্গঠনের কাজ চলতে দেখা যায়। বিধায়কের মতে, বিজেপি হিংসা নয়, বরং শান্তি ও সম্প্রীতির রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মানবিকতার খাতিরেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কাজ শেষ হলে অফিসটি তৃণমূল নেতৃত্বের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও বিরোধী দলের প্রতি এই সৌজন্যের বার্তা বর্তমানে আসানসোলের রাজনৈতিক মহলে সবথেকে চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই বিষয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

চন্দ্রনাথ হত্যা কাণ্ডে ক্ষোভ

‘দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক সরকার’ দাবি গুলিবিদ্ধ চালকের পরিবারের

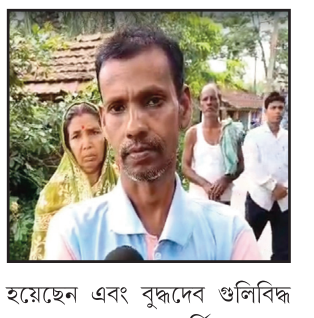

নয়া জামানা,পূর্ব মেদিনীপুর ঃ শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী চন্দ্রনাথ রথকে গুলি করে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এই হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর গাড়িচালক বুদ্ধদেব বেরা। বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্ক ও উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে তাঁর পরিবার। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানার মাজনাবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধদেবের বাড়িতে এখন শোকের ছায়া। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বুধবার রাতে টেলিভিশনের খবর দেখে তাঁরা জানতে পারেন, চন্দ্রনাথ রথ খুন হয়েছেন এবং বুদ্ধদেব গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। খবর পেয়েই পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। বুদ্ধদেবের কাকা বিশ্বজিৎ বেরা বলেন, আমরা এখনও জানি না কারা এই হামলা চালাল বা কেন চালাল। আমাদের একটাই দাবি, সঠিক তদন্ত হোক এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। সরকার এমন দৃষ্টান্ত তৈরি করুক যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও পরিবারকে এভাবে আতঙ্ক আর শোকের মধ্যে দিন কাটাতে না হয়। চন্দ্রনাথ রথের পরিবারও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। প্রতিবেশী রঞ্জনা ঘোড়াই বলেন, আমরা ওকে সোনা বলে ডাকতাম। খুব শান্ত ছেলে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

ডাবল ইঞ্জিনে কি গতি পাবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান? ফের জাগছে বহু বছরের আশা

নয়া জামানা,ঘাটাল ঃ প্রায় অর্ধশতাব্দীর অপেক্ষা। বারবার প্রতিশ্রুতি মিললেও আজও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি বহু চর্চিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান। তবে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হতেই ফের জোরালো হয়েছে প্রশ্ন; ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে কি অবশেষে বাস্তব রূপ পাবে ঘাটালবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন? ১৯৭৯ সালে তৎকালীন বাম সরকারের আমলে ঘাটাল-সহ দুই মেদিনীপুরকে ভয়াবহ বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে এই মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছিল। তখন প্রকল্পের জন্য ৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়। ১৯৮২ সালে শিলান্যাস হলেও নানা প্রশাসনিক জটিলতা ও অর্থাভাবের কারণে কাজ আর এগোয়নি। পরবর্তী কয়েক দশকে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন, সংশোধিত প্রকল্প, কেন্দ্রীয় পরিদর্শন এবং নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি হলেও কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ না মেলায় প্রকল্প কার্যত থমকে ছিল। ২০১৭ সালের ভয়াবহ বন্যার পর নতুন করে ১৭৪০ কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ৬০ শতাংশ খরচ দেবে কেন্দ্র এবং বাকি ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য। কিন্তু বাস্তবে কেন্দ্রীয় অর্থ ছাড় হয়নি। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্য সরকার নিজেদের উদ্যোগেই প্রকল্পের কাজ শুরু করবে। প্রথম দফায় ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়। কাজ শুরু হলেও জমি জট ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে গতি অনেকটাই কমে যায়। এখন রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ের পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সমন্বয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করলে বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কি এবার বাস্তবায়নের পথে এগোবে? সেই উত্তর খুঁজছেন ঘাটাল ও দুই মেদিনীপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষ।

রাতের অন্ধকারে বিজেপি অফিসে তাণ্ডব! তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগে উত্তপ্ত সোনামুখী

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখীতে রাজনৈতিক উত্তেজনা ফের মাথাচাড়া দিল। রাতের অন্ধকারে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও তৃণমূলের একটি সূত্র এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুখীর নিত্যানন্দপুর এলাকায়। বিজেপির দাবি, বুধবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী দলীয় কার্যালয়ের টিনের বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। অফিসের চেয়ার, টেবিল, মাইক্রোওভেন-সহ একাধিক আসবাবপত্র ভেঙে ফেলা হয়। পাশাপাশি ছিঁড়ে ফেলা হয় বিজেপির জয়ী প্রার্থী ও সোনামুখীর দুইবারের বিধায়ক দিবাকর ঘরামির ফেস্টুন ও ব্যানার। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ে এসে ভাঙচুরের ছবি দেখে হতবাক হয়ে যান। এরপরই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, মানুষের রায় মেনে নিতে না পেরেই তৃণমূল অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, তআমরা ক্ষমতায় আসার পর কোথাও অশান্তি বা হামলার রাজনীতি করছি না। তারপরেও আমাদের দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালানো হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঘটনা।দ তাঁরা আরও দাবি করেন, নিত্যানন্দপুরের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বরাবর শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন পরিকল্পিতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের একটি সূত্র পাল্টা দাবি করেছে, বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই এই ধরনের অভিযোগ করছে। যদিও প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কোনও নেতা মুখ খোলেননি। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রাজনৈতিক চাপানউতোরে সরগরম সোনামুখী।

হাসপাতালে হঠাৎ হাজির লক্ষ্মীকান্ত, রোগী পরিষেবায় গাফিলতি নিয়ে কড়া বার্তা

নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা অভিযোগ সামনে এসেছে। চিকিৎসার পরিকাঠামোর অভাব, গুরুতর রোগীকে বাইরে পাঠানো, নিম্নমানের খাবার এবং পরিষেবার ঘাটতি নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। নির্বাচনের সময় প্রচারে গিয়ে এই অভিযোগগুলিই শুনেছিলেন বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। জয়ের পর সেই সমস্যার বাস্তব চিত্র দেখতে বুধবার হঠাৎ করেই হাসপাতালে পৌঁছে যান তিনি। রাজ্য বিজেপির সদস্য সুখময় সৎপতি ও দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বহির্বিভাগ ঘুরে দেখেন লক্ষ্মীকান্ত। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধ, খাবার ও হাসপাতালের পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি। শৌচালয়ের পরিচ্ছন্নতা নিয়েও সরেজমিনে নজরদারি করেন। হাসপাতাল পরিদর্শনের পর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সুস্মিতা ভট্টাচার্য এবং এমএসভিপি অনুরূপ পাখিরার সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিজেপি বিধায়ক। সেখানে তিনি জানতে চান, মেডিক্যাল কলেজ হওয়ার পরও কেন এখনও বার্ন ইউনিট ও কার্ডিওলজি ইউনিট চালু হয়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবেই এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এখনও চালু করা যায়নি। লক্ষ্মীকান্ত সাউ হাসপাতালের খাবারের মান নিয়েও সরব হন। রোগীদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তমানুষ হাসপাতালে সুস্থ হতে আসে, তাই কোনওভাবেই খারাপ খাবার দেওয়া চলবে না। প্রয়োজন হলে কী করতে হবে, সেটা জানান। সবাই যেন ঠিকমতো চিকিৎসা পান, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।দ তিনি আরও আশ্বাস দেন, ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা চালু করতে প্রয়োজনীয় সবরকম উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাঁর এই আকস্মিক পরিদর্শন ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

জঙ্গলমহলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নজর বিধায়কের

আচমকা পরিদর্শনে চাঞ্চল্য বান্দোয়ানে

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ সদ্য নির্বাচিত বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক লবসেন বাস্কে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দ্রুত গতিতে মাঠে নেমে পড়েছেন। জঙ্গলমহলের স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তব পরিস্থিতি জানতে তিনি একের পর এক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন, যা নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে আলোচনা। বুধবার তিনি বরাবাজার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধ সরবরাহ, রোগীদের ভিড় এবং কর্মী সংকটসহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তিনি। এরপর বৃহস্পতিবার মানবাজার-২ ব্লকের বারি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও যান বিধায়ক। হঠাৎ এই পরিদর্শনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছুটা চাপে পড়লেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। লবসেন বাস্কে জানান, জঙ্গলমহলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী শাসকদলের আমলে গ্রামীণ ও আদিবাসী এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষকে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ। কোথাও পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই, কোথাও আবার প্রয়োজনীয় পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে। এই সব সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে মানুষের পরিষেবা অব্যাহত থাকে। বারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে একাধিক অভিযোগও তাঁর কাছে এসেছে বলে জানান বিধায়ক। আগামী দিনে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে আলোচনায় বসে জঙ্গলমহলের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও উন্নত করার চেষ্টা করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এই আচমকা পরিদর্শনকে ঘিরে এলাকায় এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

জঙ্গলমহলে চোলাই মদের ভাণ্ডার ধ্বংস

১৭০০ লিটার উপকরণ নষ্ট করল আবগারি দপ্তর

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, বরাবাজার ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জঙ্গলমহলে বড়সড় অভিযান চালাল বরাবাজার সার্কেল আবগারি দপ্তর। বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ জানা যায়, সকাল থেকেই বান্দোয়ান বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা এবং বান্দোয়ান থানার একাধিক জায়গায় একযোগে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মূলত চোলাই মদ তৈরির অবৈধ কারখানা ও সরঞ্জাম খুঁজে বের করার কাজ চলে। বোরো থানার জামিরা, নেকড়া এবং কল্লাবেড়া এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। পাশাপাশি বান্দোয়ান থানার পুকুরকাটা, কপাটডাঙ্গা এবং হারগাড়া এলাকাতেও অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ তৈরির উপকরণ ধ্বংস করা হয়। প্রায় ১৭০০ লিটার কাঁচামাল নষ্ট করা হয়েছে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও ৭০ লিটার তৈরি চোলাই মদও উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়। অবৈধ মদ তৈরিতে ব্যবহৃত ৮টি অ্যালুমিনিয়ামের বড় হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই ধরনের অবৈধ চোলাই মদ তৈরির কারণে এলাকায় স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হবে এবং যারা এই কাজে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় প্রশাসনের এই পদক্ষেপে এলাকাবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও, অনেকেই জানিয়েছেন যে এই ধরনের অভিযান চলতে থাকলে অবৈধ মদ চক্র অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

৩০ লক্ষ টাকার জল প্রকল্পেও জল নেই!

বিষ্ণুপুরে রুইদাস পাড়ায় চরম জলসংকট

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ সরকারি খাতায় সম্পূর্ণ দেখানো হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার পানীয় জল প্রকল্প। কিন্তু বাস্তবে সেই প্রকল্প এখন কার্যত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে আছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের বাঁকাদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের রুইদাস পাড়ায় তীব্র গরমে এক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রকল্প চালুর শুরুতে অল্প কিছুদিন জল মিললেও বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে নলবাহিত জল পরিষেবা বন্ধ। ঘরে ঘরে কল বসানো হলেও সেখান থেকে জল আসছে না। ফলে মানুষকে বাধ্য হয়ে পাশের গ্রামের নলকূপে ভোর থেকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে জল আনতে হচ্ছে। এতে প্রতিদিনই ভিড়, ধাক্কাধাক্কি এবং ছোটখাটো ঝগড়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ভোগান্তি সবচেয়ে বেশি। বাসিন্দা পদ্মা কাটারি ও শিবানী পাত্র সহ অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এত টাকা খরচ করে প্রকল্প তৈরি হলেও যদি জল না মেলে, তাহলে এর বাস্তব উপকার কোথায়? অন্যদিকে জানা গেছে, জাহের থান এলাকায় থাকা মূল পাম্পটি দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে আছে। এর ফলে পুরো পাইপলাইন ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। তবে আশ্বাসে আর ভরসা রাখতে পারছেন না গ্রামবাসীরা।

বিষ্ণুপুর পুরবোর্ডে ভাঙনের ছায়া গেরুয়া শিবিরের কড়া বার্তা!

রাখি গরাই,নয়া জামানা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভাকে ঘিরে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এই পুরবোর্ডে অস্থিরতা বাড়ছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই পুরসভায় এবার ভাঙনের গুঞ্জন ঘনীভূত হয়েছে। সূত্রের খবর, পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূলের দখলে থাকা ১৬টি আসনের মধ্যেও কয়েকজন কাউন্সিলর নাকি ইতিমধ্যেই গোপনে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। অন্তত ৫ থেকে ৬ জন জনপ্রতিনিধির ‘ব্যাকচ্যানেল টক’ চলছে বলে রাজনৈতিক মহলে দাবি উঠেছে। এমনকি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ঘটনায় বিজেপির পতাকা ও ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান ঘিরে একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

তবে এই জল্পনার মাঝেই কড়া অবস্থান নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিষ্ণুপুর বিজেপির সাংগঠনিক জেলা মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আপাতত তৃণমূল থেকে কোনও কাউন্সিলরকে দলে নেওয়া হবে না। তাঁর বক্তব্য, শুধু পতাকা লাগানো বা স্লোগান দিলেই কেউ বিজেপির সদস্য হয়ে যায় না। দলের দরজা এখন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। অন্যদিকে তৃণমূল শিবিরেও উদ্বেগ বাড়ছে।

পুরনো সমীকরণ ও অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ নিয়ে দলের ভেতরে চলছে বিশ্লেষণ। অতীতে যেসব নির্দল ও কংগ্রেস প্রার্থী তৃণমূলে যোগ দিয়ে বোর্ড শক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এখন অসন্তোষ তৈরি হয়েছে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে। সব মিলিয়ে বিষ্ণুপুর পুরসভা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে, আর নজর এখন পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

লালগড়ে গেরুয়া উচ্ছ্বাস

মা-বাবার আশীর্বাদে আবেগঘন লক্ষ্মীকান্ত

শংকর বারিক,নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলায় বিজেপির জয়ের উচ্ছ্বাস এখনও অব্যাহত। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে লালগড়ের ধরমপুর অঞ্চল ও নয়াগ্রাম বিধানসভার বাবুডুমরো গ্রামে বৃহস্পতিবার ছিল কার্যত উৎসবের দিন। ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর নিজের গ্রাম বাবুডুমরোতে পৌঁছান নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। গ্রামে পা রাখতেই তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীরা। ফুলের মালা, গেরুয়া আবির ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি হয় যখন লক্ষ্মীকান্ত সাউ বাড়িতে ঢুকে মা-বাবার পায়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ নেন। সেই দৃশ্য দেখতে ভিড় জমান বহু মানুষ। পরিবারের সদস্যদের চোখেও ধরা পড়ে আবেগের ছাপ। এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রামের বিজেপি বিধায়ক অমিয় কিস্কু। দুই বিধায়কের উপস্থিতিতে এলাকায় উৎসবের আবহ আরও জমে ওঠে। এদিন লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, সাধারণ মানুষের উন্নয়নই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সব শ্রেণির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার আশ্বাস দেন তিনি। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। বাড়ির উঠোনেই পরে ছোটখাটো জনসমাবেশের চেহারা নেয় অনুষ্ঠান। জয়ের আনন্দে গেরুয়া রঙে রাঙা হয়ে ওঠে গোটা বাবুডুমরো গ্রাম।

অলচিকি লিপির জনককে শ্রদ্ধা, সংস্কৃতির রঙে উজ্জ্বল সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়

শংকর বারিক,নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ সাঁওতালি ভাষার অলচিকি লিপির প্রবর্তক পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর ১২১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার উৎসবের আবহে মুখর হয়ে উঠল ঝাড়গ্রাম জেলার জিতুশোল এলাকার সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়। দিনভর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় আদিবাসী সমাজের এই মহান ভাষা সংগ্রামীকে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল উৎসাহের পরিবেশ।

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সেজে নাচ, গান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন পড়ুয়ারা। আদিবাসী সংস্কৃতির নানা দিক তুলে ধরা হয় অনুষ্ঠানে। ঢোল-মাদলের তালে গোটা ক্যাম্পাস যেন উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক রাজেশ মাহাত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চন্দ্রদীপা ঘোষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

তাঁরা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু এবং সাধু রামচাঁদ মুর্মুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা বিধায়কের সামনে একাধিক দাবি তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বোর্ড গঠন, সাঁওতালি ড্যান্স একাডেমি চালু এবং ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট বাস পরিষেবার দাবি জানানো হয়। বিধায়ক রাজেশ মাহাত তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সমস্যাগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজেশ মাহাত বলেন, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি মুন্ডারি ও কুর্মালি ভাষাকে অষ্টম তপশিলিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান। অনুষ্ঠান জুড়ে আদিবাসী ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার বার্তাই ছিল মূল আকর্ষণ। ঐক্য, আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক গৌরবের উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি মুহূর্তে।

গেরুয়া আবিরে মাতল ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

‘ভয় নয়, সুস্থ রাজনীতি’র বার্তা এবিভিপি-র

শংকর বারিক,নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে এবার নতুন উদ্যমে সক্রিয় হতে দেখা গেল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ -কে। কলেজ চত্বরে গেরুয়া আবির খেলা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মিষ্টিমুখ করানো এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সরগরম হয়ে ওঠে কলেজ প্রাঙ্গণ। ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী। কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবিভিপি প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এদিন কলেজ চত্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ও করেন সংগঠনের সদস্যরা। পড়াশোনা, ক্যাম্পাসের পরিবেশ, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ও ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনা হয়। গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে কলেজের একাংশ, যা ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর বিভাগের ঔঙ্ক)ঞ্চ বিভাগ প্রমুখ সুজিত মুদলি, ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা সংযোজক বাপি দাস এবং জেলা প্রমুখ সৌমেন পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সৌমেন পাল বলেন, রাজ কলেজে ভয় দেখিয়ে বা ধমক-চমকের রাজনীতি আর চলবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা এবং সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কলেজের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা হবে। সব মিলিয়ে, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে এ বি ভি পি-র এই কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক ও ছাত্র মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

খুনের প্রতিবাদে ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির পথ অবরোধ

স্তব্ধ জাতীয় সড়ক

নয়া জামানা , ডায়মন্ড হারবারঃ আত্মসহায়ক কর্মী খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল ডায়মন্ড হারবার। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী -র নির্দেশে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। সকাল থেকেই ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে অবরোধস্থলে জড়ো হন বিজেপি কর্মীরা।

হাতে দলীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা স্লোগান দিতে থাকেন। খুনিদের গ্রেপ্তার করতে হবে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি চলবে না; এই দাবিতে সরব হন আন্দোলনকারীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আত্মসহায়ক কর্মী খুনের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা। বিজেপির দাবি, ঘটনার পর এত সময় কেটে গেলেও মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই পথে নামতে হয়েছে। অবরোধের জেরে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই দিকেই দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়। অফিসযাত্রী, স্কুল পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজ্যে বিরোধীদের উপর লাগাতার হামলা ও হিংসার ঘটনা বেড়েই চলেছে। আত্মসহায়ক কর্মী খুনের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন তারা। অন্যদিকে শাসকদল বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের আশ্বাসের পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

লাদাক সীমান্তে প্রাণ হারালেন গঙ্গাসাগরের বীর সন্তান অম্লান

গান স্যালুটে শেষ বিদায় বেগুয়াখালীতে

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, গঙ্গাসাগরঃ দেশমাতৃকার সুরক্ষায় কর্তব্য পালন করতে গিয়েই প্রাণ হারালেন বাংলার আরও এক বীর জওয়ান। লাদাক সীমান্তে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান অম্লান দাস-এর। বৃহস্পতিবার তাঁর কফিনবন্দি দেহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের বেগুয়াখালী গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গান স্যালুট দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় বীর সেনানিকে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৭ বছর ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন অম্লান দাস। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দায়িত্ব সামলানোর পর বর্তমানে তিনি লাদাক সীমান্তে মোতায়েন ছিলেন। বুধবার সেনার সদর দপ্তর থেকে পরিবারের কাছে ফোন

আসে। জানানো হয়, ডিউটির সময় আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই খবর গ্রামে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। স্ত্রী ও দুই নাবালিকা কন্যাকে রেখে চিরবিদায় নিলেন অম্লান। পরিবারের এক সদস্য বলেন, দেশের সেবাই ছিল ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এভাবে ফিরবে, তা কখনও ভাবিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় পতাকায় মোড়া দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ। গ্রামের রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে বীর জওয়ানকে শেষ বিদায় জানান স্থানীয়রা। ভারত মাতা কি জয় এবং অম্লান দাস অমর রহে ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। শেষকৃত্যের আগে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা গান স্যালুট দেন। সেই আবেগঘন মুহূর্তে উপস্থিত বহু মানুষের চোখে জল দেখা যায়। স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। গ্রামবাসীদের কথায়, ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত শান্ত, দায়িত্ববান ও দেশপ্রেমী ছিলেন অম্লান। ছুটিতে বাড়ি এলে এলাকার যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। আজ তাঁর মৃত্যুতে শুধু পরিবার নয়, শোকস্তব্ধ গোটা গঙ্গাসাগর। দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ চিরকাল মনে রাখবে বাংলার মানুষ।

বসিরহাটে বিজেপি কর্মীকে গুলি

ধৃত যুবককে নিয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশের পুনর্নির্মাণ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত শহর বসিরহাটে বিজেপি কর্মীকে গুলি করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন গোডাউন পাড়া এলাকায়। গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম রোহিত রায়। তিনি বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার একজন সক্রিয় বিজেপি কর্মী বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে আচমকাই দুষ্কৃতীরা রোহিত রায়কে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে প্রথমে বসিরহাট জেলা হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার আর জি

কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। বসিরহাট থানার পুলিশ গোডাউন পাড়া এলাকা থেকেই জাহিনুর গাজী নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ধৃতকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। সেখানে পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। তদন্তকারীরা ঘটনার সময়কার পরিস্থিতি ও হামলার ধরণ খতিয়ে দেখছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পেছনে ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বসিরহাটে রাতের শুটআউট

গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীকে ঘিরে থমথমে এলাকা

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট স্টেশন সংলগ্ন গোডাউন পাড়া এলাকায় বুধবার গভীর রাতে শুটআউটের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন রোহিত রায় নামে এক বিজেপি কর্মী। তিনি বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতের অন্ধকারে আচমকাই দুষ্কৃতীরা রোহিত রায়কে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজেপির অভিযোগ,

তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র। তিনি জানান, এটি দুষ্কৃতীদের এলাকা দখলের লড়াই। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, দোষীরা শাস্তি পাক সেটাই চাই। ঘটনার পর থেকেই গোডাউন পাড়া ও বসিরহাট স্টেশন চত্বরজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। চলছে টহলদারি। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় এখনও পর্যন্ত এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

বসিরহাটে বিজেপি কর্মীকে গুলি

দুষ্কৃতীদের 'এনকাউন্টার'-এর হুঁশিয়ারি জেলা সভাপতির

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার গোডাউন পাড়ায় বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় এক মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এলাকায় জড়িত আরও দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এবার কড়া মন্তব্য করলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য। তিনি প্রকাশ্য সভা থেকে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি

দেন। তার বক্তব্য ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, বাংলায় নতুন সরকার গঠনের পর মন্ত্রিসভার শপথ নিতে দিন, তারপর দেখবেন কী হয়। যারা এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে, তারা শুধরে যান। না হলে এলাকা ছেড়ে চলে যান। এর পরেও যদি না শোনে, তাহলে খুঁজে খুঁজে বের করে এনকাউন্টার করা হবে। বিজেপি নেতার এই মন্তব্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে, এ ধরনের মন্তব্য উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস চলছে এবং সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। তাই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিই জানানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই গোডাউন পাড়া এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন।

মধ্যমগ্রামে গুলি করে খুন শুভেন্দুর আত্মসহায়ক

চাঞ্চল্য দোহারিয়ায়

নয়া জামানা , মধ্যমগ্রাম ঃ উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্যকর গুলিকাণ্ডে খুন হলেন শুভেন্দু অধিকারী-র আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন গাড়ির চালকও। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছিলেন চন্দ্রনাথ রথ। সেই সময় মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া এলাকায় আচমকাই একটি বাইকে করে দুই দুষ্কৃতী এসে তাদের গাড়ির সামনে দাঁড়ায়। অভিযোগ, কোনও কথা না বলেই খুব কাছ থেকে চন্দ্রনাথ রথকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলি তাঁর মাথায় লাগে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই তিনি লুটিয়ে পড়েন। গুলির শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা দ্রুত বাইকে চেপে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় চন্দ্রনাথ রথ ও গাড়ির চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা চন্দ্রনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চালকের শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। কেন এই হামলা, এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

ভোট-পরবর্তী অশান্তি ঘিরে বিষ্ণুপুরে তপ্ত রাজনীতি, বিজেপিকে নিশানা তৃণমূলের

গোপাল শীল, নয়া জামানা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বিষ্ণুপুর এলাকায় ভোট-পরবর্তী হিংসা ও অশান্তি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছে। ঠাকুরপুকুর,মহেশতলা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বিপ্লব মণ্ডল, সভাপতি সিদ্ধা মণ্ডল এবং আশুতি ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ কয়ালসহ একাধিক নেতা এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

তারা দাবি করেন, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই এলাকায় পরিকল্পিতভাবে অশান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ,

বিজেপির কিছু কর্মী ও সমর্থক এলাকায় একাধিক জায়গায় হামলা ও ভাঙচুর চালাচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে। নেতারা আরও বলেন, এই ধরনের ঘটনার মাধ্যমে এলাকায় অস্থির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে, যা সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্র বিরোধী। তারা সাধারণ মানুষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে সংযম বজায় রাখা খুবই জরুরি। সাথে তারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানান, দ্রুত এলাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা হোক। দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে এবং প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে।

ব্যারাকপুরে তৃণমূলে বিস্ফোরণ !

রাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে 'ধান্দাবাজি'র অভিযোগ

নয়া জামানা,ব্যারাকপুর ঃ নির্বাচনী হারের পর রাজকে ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহ, প্রবীণ নেতাদের তীব্র আক্রমণ ব্যারাকপুর মহকুমার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ১২টি বিধানসভার মধ্যে শুধুমাত্র কামারহাটি তৃণমূলের দখলে থাকলেও বাকি আসনগুলোতে বড় ধাক্কা খেয়েছে শাসক দল। বিশেষ করে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে তারকা প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীর পরাজয়ের পর থেকেই দলের ভিতরে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে। তৃণমূল পরিচালিত ব্যারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম দাস রাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, গত কয়েক বছর ধরে রাজনীতির নামে এলাকায় কার্যত একটি 'ব্যবসা' চালানো হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ রাজনীতিকে সিনেমার মতো করে ব্যবহার করেছেন এবং

প্রভাব খাটিয়ে নানা ধরনের কাজ করিয়েছেন। উত্তম দাস আরও বলেন, রাজ এখানে কাজ করতে আসেননি, এসেছিলেন ধান্দা করতে। কারও মাধ্যমে লোক ঢোকানো, কারও কাছ থেকে সুবিধা নেওয়া;এই সবই চলেছে। তাঁর অভিযোগ, দলের পুরোনো কর্মীদের গুরুত্ব না দিয়ে নতুনদের বেশি সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এই নির্বাচনে রাজ চক্রবর্তী বিজেপির প্রার্থী কৌস্তভ বাগচির কাছে প্রায় ১৬ হাজার ভোটে পরাজিত হন। সেই হারের পরই দলের অন্দরে একের পর এক নেতা মুখ খুলতে শুরু করেছেন। টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীও রাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচনের পর দলের পুরোনো কর্মীদের উপেক্ষা করা হয়েছে এবং তাঁকে চেয়ারম্যন পদ থেকে সরানোর পেছনেও রাজের ভূমিকা ছিল। এই সমস্ত অভিযোগে এখন ব্যারাকপুরের রাজনৈতিক মহল সরগরম। যদিও রাজ চক্রবর্তীর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। দলের ভিতরের এই দ্বন্দ্ব আগামী দিনে আরও বড় রূপ নিতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

বসিরহাটে গুলি-কাণ্ডে ধৃতকে নিয়ে পুলিশের পুনর্নির্মাণ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বসিরহাটে বিজেপি কর্মীকে গুলি করার ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত জাহিনুর গাজীকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বসিরহাট থানার পুলিশ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অভিযুক্তকে নিয়ে গোডাউন পাড়া এলাকায় যায়। সেখানে ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয়। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বসিরহাট রেল স্টেশন সংলগ্ন গোডাউন পাড়ায় বিজেপি কর্মী রোহিত রায়কে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে প্রথমে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দ্রুত অভিযান

চালিয়ে গোডাউন পাড়া এলাকা থেকেই জাহিনুর গাজী নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারীরা জানতে চান কীভাবে হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং ঘটনার পর অভিযুক্ত কোথায় কোথায় গিয়েছিল। সেই কারণেই ধৃতকে নিয়ে এদিন পুনর্নির্মাণ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, কখনো অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই জায়গায় যেখানে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, আবার কখনো নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থলে। ধৃতকে রীতিমতো ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যেতে দেখা যায় পুলিশকর্মীদের। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সোনারপুরে ভোট-পরবর্তী উত্তেজনা, বন্ধ দোকান খুলে দিল বিজেপি

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সোনারপুর উত্তর গঙ্গা জোয়ার এলাকায় ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তেজনা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অভিযোগ, স্থানীয় তিনটি দোকানকে জোর করে বন্ধ করে তালা মেরে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। স্থানীয় বাজার এলাকায় স্বাভাবিক ব্যবসা ব্যাহত হয়। বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় পৌঁছায় বিজেপি নেতৃত্ব। তারা বন্ধ থাকা দোকানগুলির তালা খুলে দেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের দলের প্রকৃত কোনও কর্মী জড়িত নন। বরং অভিযোগ, ভোটের পর কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতী বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং রাজনৈতিক পরিবেশকে অস্থিতিশীল করছে। পুলিশ সূত্রে

জানা গেছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্ব আরও জানায়, দলের নাম ব্যবহার করে যারা সাধারণ মানুষের ক্ষতি করবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় মানুষজন দ্রুত শান্তি ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক টানাপোড়েন আরও বেড়েছে।

নামখানার কলেজে গেরুয়া হাওয়া ! ভয়মুক্ত ক্যাম্পাসের দাবিতে মাঠে এবিভিপি

গোপাল শীল,নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার শিবানী মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির ছবিতে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল বুধবার। দীর্ঘদিন ধরে কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ -এর প্রভাব থাকলেও এবার 'ভয়মুক্ত ও নেশামুক্ত ক্যাম্পাস'-এর দাবিতে শক্তি প্রদর্শন করল আখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি। কলেজ চত্বরে গেরুয়া পতাকা হাতে কয়েকশো ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক আলোচনা। এদিন কলেজ গেটে এবিভিপি-র পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কলেজে সাধারণ পড়ুয়াদের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভয় দেখিয়ে

ছাত্রদের রাজনীতিতে টেনে আনা এবং ক্যাম্পাসে অশান্তির পরিবেশ তৈরির বিরুদ্ধেই তাঁদের এই আন্দোলন। পাশাপাশি, মাদক ও নেশামুক্ত সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার ডাকও দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশের সহ-সম্পাদিকা সুনিতা মন্ডল। এছাড়াও ছিলেন 'স্টুডেন্টস ফর ডেভেলপমেন্ট'-এর কো-কনভেনার প্রদীপ দাস এবং ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সংযোজক নিখিল দাস। সংগঠনের দাবি, প্রায় ৭০ জনের বেশি নিয়মিত পড়ুয়া এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। পরে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সঙ্গেও দেখা করেন এবিভিপি সদস্যরা। সুনিতা মণ্ডল বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বহু কলেজে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কের মধ্যে থাকে। আমরা এমন ক্যাম্পাস চাই যেখানে রাজনীতির ভয় নয়, গুরুত্ব পাবে পড়াশোনা ও সুস্থ পরিবেশ। যদিও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এই কর্মসূচিকে 'বহিরাগতদের নাটক' বলে কটাক্ষ করেছে। তাদের দাবি, কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এখনও রাজ্যের উন্নয়নমুখী রাজনীতির পক্ষেই

১ থেকে ৮ মে ২০২৬ কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

রণবীর কাপুরের ভাগ্নীর চমক ১৫

বছর বয়সেই অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কিংবদন্তি পরিচালক পৃথ্বীরাজ কাপুর থেকে বর্তমান প্রজন্মের ক্রাশ রণবীর কাপুর, নিজেদের বংশের ঐতিহ্য ও চলচ্চিত্র জগতে নৈপুণ্যতা প্রমাণে সফল হয়েছেন। রণবীর কাপুরের বাবার ঋষি কাপুর এবং মা নীতু কাপুর একসময় ছিলেন রিল এবং রিয়েল লাইফে পাওয়ার কাপেল।অভিনেতা ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পরে কেটে গিয়েছে অনেক বছর। তবে স্ত্রী নীতু কাপুর অনেক দিন পরে ফিরছেন পর্দায়। আশিস এবং মোহন পরিচালিত ছবি 'দাদী কি শাদী' ছবি তাঁকে ঘিরে। এই ছবি দিয়ে বড়পর্দায় পা রাখতে চলেছেন ঋষি কাপুরের নাতনি এবং রণবীর কাপুরের ভাগ্নি সমারা সাহনী।সমারা সাহানী হলেন রণবীর কাপুরের বোন ঋদ্ধিমা কাপুর সাহনি এবং ব্যবসায়ী ভরত সাহনির মেয়ে। সমারা কাপুর পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত।খবর, আপাতত ছবির মাত্র একটি গান 'সেন্টি'তে দেখা যাবে তাঁকে।ওই গানের দৃশ্যে দিদার সঙ্গে সমারার মা ঋদ্ধিমা কাপুর সহানীও থাকবেন।এ ভাবেই দিদা এবং মায়ের হাত ধরে বলিউডে যাত্রা শুরু

কাপুর খানদানের পঞ্চম প্রজন্মের।বলিউডে কাপুর পরিবারের অবদান অবিস্মরণীয়। পৃথ্বীরাজ কাপুর , তাঁর অভিনয় আর পৃথ্বী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠতা। এই ভ্রাম্যমান থিয়েটারটি দেশে ২৬৬২টি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। হিন্দি ছবির দুনিয়ায় কাপুর খানদানের ঐতিহ্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত। পরিবারের রক্ষণশীলতা ভেঙে রুপোলি পর্দায় পা রেখেছিলেন করিশ্মা কাপুর , করিনা কাপুর খান। পিছিয়ে নেই পরিবারের বৌমা আলিয়া ভাট কাপুরও । সেই তালিকায় নয়া সংযোজন সমারা।৮ই মে মুক্তি পাচ্ছে 'দাদী কী শাদী'। ছবি নিয়ে উত্তেজিত সমারা। তাঁকে এর আগে দেখা গিয়েছে করণ জোহর প্রযোজিত 'ফ্যাবুলাস লাইভস অফ বলিউড ওয়াইভস' অনুষ্ঠানে। সেই প্রসঙ্গ টেনে সমারা জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠান তাঁকে ক্যামেরার সামনে সহজ করেছে।

তিনি তাই কৃতজ্ঞ করণের কাছে। দিদা এবং মায়ের সঙ্গে খুব মজা করে গানের শুটিং করেছেন তিনি।এই অভিজ্ঞতা তিনি মনে রাখবেন আজীবন। কন্যার বলিউড অভিষেকে খুশি ঋদ্ধিমাও। এক পরিবারের তিন প্রজন্মের নারী পর্দায় ধরা দিতে চলেছেন, এ কথা ভেবেই রোমাঞ্চিত তিনি।সমারার মুখের আদলে কাপুর খানদানের ছাপ স্পষ্ট।

বলিউড বলে, মামা রণবীরের আদলে নাকি গড়া সমারা ! ফলে, তাঁর সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা ছিলই। পাশাপাশি, তাঁর প্রতি নজর ছিল বলিউডের। মামা-ভাগ্নির রসায়নও ছবিশিকারিদের আকর্ষণ করেছে। এ বার দেখার, রণবীরের মতো সমারাও নিজেকে রুপোলি পর্দায় কত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

বন্ধুর বিয়েতেই প্রপোজ! কিভাবে শুরু

হল শ্রেয়া ঘোষালের দাম্পত্য জীবন

নয়া জামানা ঃ সুরের রানী শ্রেয়া ঘোষাল। তাঁর কণ্ঠে মুগ্ধ কোটি কোটি মানুষ। মঞ্চে, সিনেমার গানে কিংবা বিশ্বজুড়ে কনসার্টে তিনি যতটা উজ্জ্বল, তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ততটাই শান্ত এবং সংসারী।ভারতের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল -এর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমকাহিনি অনেকটাই সিনেমার গল্পের মতো। তিনি বিয়ে করেন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়কে।দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়েই তাদের সম্পর্ক পরিণতি পায়।ছোটবেলার বন্ধুত্ব থেকেই প্রেম।শ্রেয়া ও শিলাদিত্যের পরিচয় হয় স্কুলজীবনে। তখন থেকেই তারা একই বন্ধুমহলে বড় হন এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সেই বন্ধুত্বই প্রেমে রূপ নেয়। শ্রেয়া যখন ধীরে ধীরে সঙ্গীতজগতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন, তখনও শিলাদিত্য সবসময় তাঁর পাশে ছিলেন।দুজনে ব্যস্ত জীবন কাটালেও সম্পর্ককে গুরুত্ব

দিয়েছিলেন। তারা প্রায় ৯-১০ বছর প্রেম করার পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন।বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ায় ছিল অনেক মজাদার।একবার এক বন্ধুর বিয়েতে গিয়ে শিলাদিত্য হঠাৎই শ্রেয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। শ্রেয়া পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রস্তাবটি খুব সাধারণ হলেও তিনি আগেই জানতেন তাঁর উত্তর হবে হ্যাঁ।৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালে তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে বাঙালি রীতি মেনে বিয়ে করেন। এই বিয়ের খবর অনেক ভক্তের কাছেই ছিল চমক, কারণ তারা খুব গোপনে অনুষ্ঠানটি করেছিলেন।বিয়ের কয়েক বছর পর ২০২১ সালের ২২ মে তাদের ঘরে জন্ম নেয় এক পুত্রসন্তান, যার নাম দেব্যায়ন মুখোপাধ্যায়।বন্ধুত্ব থেকে প্রেম এবং তারপর বিয়ে;শ্রেয়া ও শিলাদিত্যের সম্পর্ক অনেকের কাছে একটি সুন্দর উদাহরণ। খ্যাতি ও ব্যস্ততার মধ্যেও তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত জীবনকে খুবই ব্যক্তিগত রেখেছেন, যা তাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

নজরে INSTA

বর্ষা

সুভী

অনুস্কা

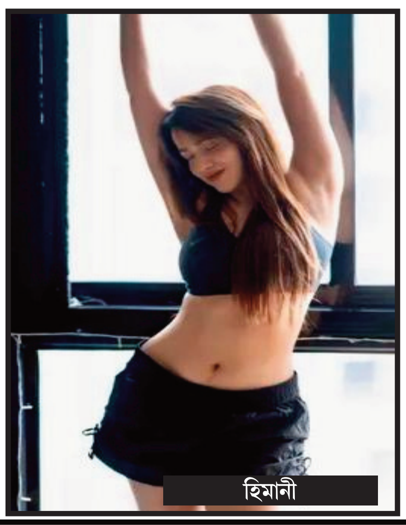

হিমানী

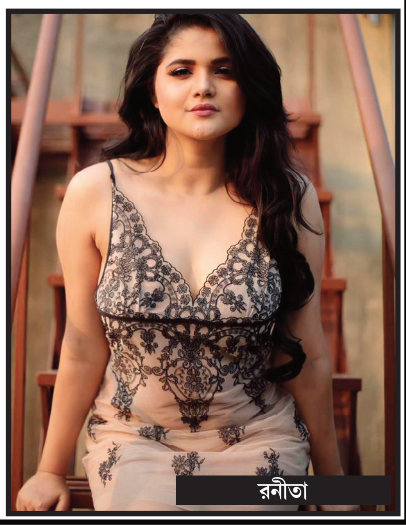

রনীতা

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির ইতিহাস

নয়া জামনা ঃ হোমিওপ্যাথি হল একটি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মূল ধারণা সমসাম্য দ্বারা সমসাম্যের নিরাময়, অর্থাৎ যে পদার্থ সুস্থ মানুষের শরীরে কোনো লক্ষণ সৃষ্টি করে, সেই পদার্থকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মাত্রায় ব্যবহার করলে অসুস্থ মানুষের সেই একই লক্ষণ দূর করা যায়;এই তত্ত্বের উপরই হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠিত।

হোমিওপ্যাথির সূচনা হোমিওপ্যাথির জনক হলেন জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। তিনি ১৭৫৫ সালে জার্মানির মেইসেন শহরে জন্মগ্রহণ করেন।১৮ শতকের শেষদিকে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি (যেমন রক্তক্ষরণ করানো বা শক্তিশালী ওষুধ ব্যবহার) নিয়ে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন।১৭৯০ সালে তিনি স্কটিশ চিকিৎসক উইলিয়াম কুলেন -এর একটি বই অনুবাদ করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেন। তিনি সিঙ্কোনা গাছের ছাল (যা ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হত) নিজের শরীরে গ্রহণ করেন। এতে তার শরীরে ম্যালেরিয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়। এখান থেকেই তিনি ধারণা পান যে যে পদার্থ রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে, সেটিই সেই রোগ সারাতে পারে।এই ধারণাকে ভিত্তি করে তিনি একটি নতুন তত্ত্ব দেন (সমসাম্য দ্বারা সমসাম্যের নিরাময়)।

এর অর্থ হলো,যে পদার্থ সুস্থ মানুষের মধ্যে কোনো রোগের লক্ষণ সৃষ্টি করে সেই পদার্থ খুব ক্ষুদ্র মাত্রায় অসুস্থ মানুষকে দিলে সেই রোগ নিরাময় হতে পারে।ডাইলিউশন ও পোটেনটাইজেশনহোমিওপ্যাথির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল ডাইলিউশন বা ওষুধকে বারবার পাতলা করা।হ্যানিম্যান বিশ্বাস করতেন যে;ওষুধকে যত বেশি পাতলা করা হবে, তত বেশি তার কার্যকারিতা বাড়বে।এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পোটেনটাইজেশন। এখানে প্রতিবার ওষুধকে ঝাঁকিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।ইউরোপে হোমিওপ্যাথির বিস্তার

১৯ শতকের শুরুতে হোমিওপ্যাথি দ্রুত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।জার্মানি, ফ্রান্স,ব্রিটেন,ইতালি এই দেশগুলোতে অনেক চিকিৎসক হোমিওপ্যাথি গ্রহণ করেন। ১৮১০ সালে হ্যানিম্যান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ অর্গান অফ দ হিলিং আর্ট প্রকাশ করেন। এই বইকে হোমিওপ্যাথির মূল দর্শন বলা হয়।

ভারতে হোমিওপ্যাথির আগমন
ভারতে হোমিওপ্যাথি আসে প্রায় ১৮১০-১৮৩০ সালের মধ্যে।প্রথমদিকে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা এটি প্রচলন করেন। পরে বাঙালি চিকিৎসকেরা এই পদ্ধতি জনপ্রিয় করে তোলেন।ভারতে হোমিওপ্যাথির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন;মহেন্দ্রালাল সরকার ও রাজেন্দ্র লাল দত্ত। বিশেষ করে বাংলায় হোমিওপ্যাথি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতায় বহু হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে ওঠে।

আজকের দিনে হোমিওপ্যাথি বিশ্বের বহু দেশে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে; ভারত,জার্মানি, ব্রাজিল,ফ্রান্স,ভারতে সরকারিভাবে হোমিওপ্যাথি পরিচালনা করে ।আধুনিক বৈজ্ঞানিক মহলে হোমিওপ্যাথি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেক গবেষক মনে করেন;অত্যন্ত বেশি ডাইলিউশনের ফলে ওষুধে কার্যকর উপাদান থাকে না।অনেক ক্ষেত্রে এটি প্লাসিবো ইফেক্ট (মানসিক প্রভাব) হতে পারে।তবে অনেক মানুষ এখনও হোমিওপ্যাথিকে নিরাপদ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করেন।হোমিওপ্যাথি প্রায় ২০০ বছরের বেশি পুরনো একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের হাত ধরে এর জন্ম হলেও বর্তমানে এটি বিশ্বজুড়ে প্রচলিত। বিশেষ করে ভারতে ও বাংলায় এই চিকিৎসা পদ্ধতির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি। যদিও এর কার্যকারিতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ক রয়েছে, তবুও বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে হোমিওপ্যাথি এখনও গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথিক থেকে হোমিওপ্যাথিকে যোগ দিয়ে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলেন। ১৮৮১ সালে কলকাতায় প্রথম হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ গড়ে ওঠে।

১৯৭৩ সালে ভারত সরকার হোমিওপ্যাথিক কে চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতে অ্যালোপেথি ও আয়ুর্বেদের পরে হোমিওপ্যাথি তৃতীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি। বর্তমানে গোটা বিশ্বে ২ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রয়েছেন। প্রতিবছর প্রায় ১২ হাজার জন নতুন করে যোগ হচ্ছেন।

ফ্রিজে খাবার রাখার সময়

এই ভুলগুলি করবেন না

নয়া জামানা ঃ ফ্রিজ আমাদের খাবার দীর্ঘদিন ভালো রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কিন্তু অনেক সময় কিছু সাধারণ ভুলের কারণে খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় বা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়। তাই ফ্রিজে খাবার রাখার সময় কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার।

১. গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে রাখাঅনেকে রান্না করা গরম খাবার সরাসরি ফ্রিজে রেখে দেন। এতে ফ্রিজের ভেতরের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় এবং অন্য খাবারও নষ্ট হতে পারে। তাই খাবার একটু ঠান্ডা হলে তারপর ফ্রিজে রাখা উচিত।

২. খাবার ঢেকে না রাখা
খাবার খোলা অবস্থায় ফ্রিজে রাখলে তার গন্ধ অন্য খাবারে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের সম্ভাবনাও বাড়ে। তাই সব খাবার ঢাকনা দেওয়া পাত্র বা এয়ারটাইট কন্টেইনারে রাখা উচিত।

৩. ফ্রিজ বেশি ভর্তি করে ফেলা
অনেকেই ফ্রিজে খুব বেশি খাবার ঠাসাঠাসি করে রাখেন। এতে ঠান্ডা বাতাস ঠিকমতো চলাচল করতে পারে না এবং খাবার দ্রুত নষ্ট হতে পারে।

৪. কাঁচা ও রান্না করা খাবার একসঙ্গে রাখাকাঁচা মাছ, মাংস বা ডিমের সঙ্গে রান্না করা খাবার রাখলে ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এগুলো আলাদা তাকে বা আলাদা পাত্রে রাখা ভালো।

৫. দীর্ঘদিন ধরে খাবার রেখে দেওয়া
ফ্রিজে রাখলেই খাবার চিরদিন ভালো থাকে না। রান্না করা খাবার সাধারণত ২,৩ দিনের মধ্যে খেয়ে ফেলা উচিত। বেশি দিন রাখলে তা নষ্ট হতে পারে।

৬. নিয়মিত ফ্রিজ পরিষ্কার না করা
ফ্রিজে অনেক সময় পুরোনো খাবার পড়ে থাকে বা তরল কিছু পড়ে যায়। নিয়মিত পরিষ্কার না করলে জীবাণু জন্মাতে পারে এবং দুর্গন্ধ হয়।

৭. ভুল জায়গায় খাবার রাখা
ফ্রিজের দরজায় তাপমাত্রা বেশি ওঠানামা করে। তাই দুধ বা দ্রুত নষ্ট হওয়া খাবার দরজায় না রেখে ভেতরের তাকেই রাখা ভালো। ফ্রিজে খাবার সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে খাবার দীর্ঘদিন ভালো থাকে এবং স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত থাকে। সামান্য

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 08-05-2026 08:51 Page 12

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

তরমুজ খেয়ে পরিবারের ৪ জনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

বিরিয়ানির পর তরমুজ খেয়েছিলেন পরিবারের চার সদস্য। এরপরই তাঁরা ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। মনে করা হচ্ছিল, তরমুজ থেকেই অ্যালার্জি হয়ে ওই অঘটন ঘটে গিয়েছে। কিন্তু দেহে ব্যাকটেরিয়াঘটিত কোনও সংক্রমণের চিহ্ন মিলল না। প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কেন মৃত্যু হল? তাহলে কি বিষপ্রয়োগে খুন করা হয়েছে ওই পরিবারের সদস্যদের? মুম্বইয়ে একই পরিবারের চার জনের মৃত্যুতে রহস্য ঘনাচ্ছে। মৃতদের নাম আবদুল্লাহ দোখাদিয়া (৪০), তাঁর স্ত্রী নাসরিন দোখাদিয়া (৩৫) এবং তাঁদের দুই মেয়ে আয়েশা (১৬) ও জয়নাব (১৩)। ২৫ এপ্রিল রাতে আত্মীয়দের নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান আবদুল্লাহ। তাঁরা সকলে মিলে বিরিয়ানি খান। তারপর আত্মীয়রা নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেলে রাত ১টা নাগাদ স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে তরমুজ খান আবদুল্লাহ। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ভোর ৫টা নাগাদ তাঁদের শারীরিক অবস্থা আরও খ রাপ হয়ে যায়। এরপর তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের জে জে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।তরমুজ খেয়ে সংক্রমণের তত্ত্ব ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল। এমনকী তরমুজ বিক্রি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বেশ কয়েকটি এলাকায়। যদিও মুম্বইয়ের এক সরকারি হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, মৃতদের শরীরে কোনও ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্ঘাত তথা খাবারে বিষ প্রয়োগের তত্ত্বই ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম আগেই দাবি করেছিল, মৃতদের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র সবুজ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত কোনও রাসায়নিক থেকেই শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়। যদিও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেলেই এই বিষয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা মিলবে বলে জানান তদন্তকারীরা।

অবশেষে থামছে যুদ্ধ

হরমুজ খুলতে চুক্তিতে রাজি ইরান-আমেরিকা

হরমুজ প্রণালীতে অবরোধ সরাতে এবং গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ পুনরায় স্বাভাবিক করতে একট বিশেষ চুক্তিতে রাজি হয়েছে ইরান এবং আমেরিকা। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে তেমনটাই দাবি করা হয়েছে। তাহলে কি অবশেষে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ীভাবে থামছে যুদ্ধ? এই প্রশ্নটিই এখন জোরাল হচ্ছে। সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম ‘আল আরাবিয়া’র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান এবং আমেরিকা বৃহস্পতিবার একটি চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি হয়েছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী, দু’পক্ষই দ্রুত হরমুজে অবরোধ তুলে নেবে। ফলে আগের মতো আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটি আরও বলা হয়েছে, এই চুক্তির পর হরমুজে আটকে থাকা পণ্যবাহী জাহাজগুলি নির্বিঘ্নে নিজেদের গন্তব্যে যেতে পারবে। যদিও বিষয়টি নিয়ে ওয়াশিংটন কিংবা তেহরান কেউই মুখ খোলেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি সত্যিই দু’দেশের মধ্যে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের স্থায়ী কোনও সমাধান মিলতে পারে।এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘প্রোজেক্ট ফ্রিডম’কে কেন্দ্র করে একদফা যুদ্ধ শুরু হয় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে। ইরান দাবি করে, তারা মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা চালিয়েছে। পালটা আমেরিকা জানায়, ইরান হামলা চালিয়েছিল কিন্তু সেই হামলা রুখে দেওয়া হয়েছে। ইরানের ৬টি নৌকা ধ্বংস করা হয়েছে। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তেল ভাণ্ডার লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এই ঘটনায় মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, দআমরা যুদ্ধ করতে চাইছি না। ওরা বলছে ওরা নাকি প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু ওরা করছে না। আমেরিকা ইরানের হামলা থেকে জাহাজগুলিকে রক্ষা করছে।দ

বিজয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ‘অসন্তুষ্ট’ রাজ্যপাল ষড়যন্ত্র বিজেপির?

অব্যাহত তামিলনাড়ুর জট। সরকার গঠন করতে চেয়ে বৃহস্পতিবারও তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকারের সঙ্গে দেখা করেন টিভিকে প্রধান থলপতি বিজয়। কিন্তু সূত্রের খবর, বিজয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এখনও সন্তুষ্ট নন রাজ্যপাল। তিনি বিজয়কে প্রমাণ দেখানোর আর্জি জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে জল্পনা তৈরি হয়েছে, গোটা ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে কি বিজেপির ষড়যন্ত্র? সরকার গঠনে বাধা দেওয়া হচ্ছে বিজয়কে? বিতর্কের মুখে বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন তামিলনাড়ুর বিজেপি মুখপাত্র নারায়ণন থিরুপতি। সংবাদসংস্থা ‘পিটিআই’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিন বলেন, তএই দাবি সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন। টিভিকে-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাদের অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। যদি তারা তা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে রাজ্যপাল সাংবিধানিকভাবে তা মেনে নেবেন। এতে বিভ্রান্তির কিছু নেই। রাজ্যপাল সংবিধান অনুযায়ীই চলবেন। টিভিকে কিংবা বিজয়ের দলকে কোনও চাপ দেওয়া হচ্ছে না।দ তিনি আরও বলেন, তএটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচন হয়। টিভিকে-র আসন সংখ্যা বেশি। এখানে কেউ কীভাবে চাপ দিতে পারে! এগুলি সবই ভুল রাজনৈতিক তত্ত্ব। সংবিধান অনুযায়ীই সবকিছু হবে।দতামিনাড়ুতে একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছে টিভিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ‘জাদু সংখ্যা’ এখনও ছুঁতে পারেনি। টিভিকের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১০৮। কিন্তু ২৩৪ আসন বিশিষ্ট তামিলনাড়ুর বিধানসভায় সরকার গড়তে গেলে দরকার ১১৮টি আসন। এই অবস্থায় বিজয়ের দলকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। সবমিলিয়ে বিজয়ের পক্ষে এখন রয়েছে ১১৩টি আসন। যেটিও পর্যাপ্ত নয়। এখনও দরকার ৫ বিধায়কের সমর্থন। সূত্রের খবর, সিপিআই, সিপিএম এবং ভিসিকে-র মতো দলগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন বিজয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও জট কাটেনি।

৭২ ঘণ্টায় পাকিস্তানের আকাশ দখল করে ভারত

‘সিঁদুরে’ ভারতীয় সেনার সাফল্যকে কুর্নিশ মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞের

পহেলগাঁও হামলার বদলা নিতে গত বছর ৭ মে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালায় ভারত। বর্ষপূর্তিতে মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞ জন স্পেন্সার ভারতের সামরিক সক্ষমতাকে কুর্নিশ জানালেন। তাঁর মতে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের আকাশ দখল করে পাক সেনাকে নাস্তানাবুদ করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। অপারেশন সিঁদুর ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক সক্ষমতাকেই প্রমাণ করে। স্পেন্সার বলেন, প্রাথমিক বয়ানে উঠে আসছিল যে ভারতীয় বিমানগুলির ক্ষতি হয়েছে. সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। যদিও শেষ পর্যন্ত ভারতই যুদ্ধক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছে, এমনকী পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করেছে। স্পেন্সারের কথায়, ত১০ মে সকালের মধ্যে আকাশপথে কর্তৃত্ব নেয় ভারত, অপরদিকে পাকিস্তানের পক্ষে অভিযান চালিয়ে যাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল।দ বলা বাহুল্য, মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞের এই বয়ান পাকিস্তানের মিথ্যাচারকে প্রমাণ করল। কারণ যুদ্ধে হেরেও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সামনে উলটো দাবি করে আসছিল ইসলামাবাদ।উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ২৬ নিরস্ত্রকে হত্যা করে লস্করের ছায়া সংগঠন টিআরএফের চার জঙ্গি। এই হামলার জবাবে ৭ মে ভোর-রাতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি জঙ্গিঘাঁটি। এরপর ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবহুল এলাকা এবং সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। সেই হামলা প্রতিহত করার পাশাপাশি প্রত্যাঘাত করে ভারত। তাতেই তছনছ হয়ে যায় পাকিস্তানের অন্তত ১১টি একধিক বায়ু সেনাঘাঁটি। ভারতীয় সেনার অভিযানে নিহত হয় ১০০ জনের বেশি জঙ্গি ও ৩৫-৪০ জন পাক সেনা। শেষ পর্যন্ত ইসলামাবাদের আর্জিতে সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় নয়াদিল্লি।

পাঞ্জাবে জোড়া বিস্ফোরণের নেপথ্যে বিজেপি

মন্তব্যে করে গেরুয়া শিবিরের মামলার মুখে ভগবন্ত মান

পাঞ্জাবে জোড়া বিস্ফোরণের নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। সম্প্রতি এমনই মন্তব্য করেছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। যা নিয়ে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার ভগবন্তের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটল গেরুয়া শিবির। তাঁকে ইতিমধ্যেই মানহানির নোটিস পাঠাল বলে খবর। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে বিজেপি নেতা তরুণ চুগ বলেন, তকোনও রকম প্রমাণ ছাড়াই ভগবন্ত এই বিস্ফোরণে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করছেন।দ তিনি আরও বলেন, তপাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছেন এবং অশান্তিতে উস্কানি দিচ্ছেন। এই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর সংযোজন, তমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পাঞ্জাব পুলিশের বক্তব্যের বিরোধী। পুলিশ এই ঘটনায় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই যোগের ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু ভগবন্ত তাঁর নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত রয়েছেন।দ তরুণের কথায়, তমানের বক্তব্য শুধু মানহানিকরই নয়, বরং অত্যন্ত বিপজ্জনকও। এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য রাজ্যে বিভ্রান্তি ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। রাজনৈতিক লাভের জন্য জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করার অধিকার কোনও মুখ্যমন্ত্রীর নেই।দমঙ্গলবার রাতে জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পাঞ্জাব। অমৃতসর এবং জলন্ধরে বিএসএফ-এর দপ্তর ও ক্যাম্পে বিস্ফোরণ দু’টি হয়। এই ঘটনায় হতাহতের খবর না পাওয়া গেলেও নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক দাবি করেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, তবিজেপি যেখানেই নির্বাচনে লড়তে চায়, সেখানেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে।দ তিনি গেরুয়া শিবিরকে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করারও আহ্বান জানান। তাঁর এই মন্তব্যের পরই বিতর্ক তৈরি হয়। এই ঘটনায় এবার ভগবন্তকে মানহানির নোটিস পাঠাল বিজেপি।

ট্রাম্প স্বীকার না করলেও ইরানের মারে বেসামাল আমেরিকা

দু’মাস পেরিয়ে গিয়েছে ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের। কবে লড়াইয়ে যতিচিহ্ন পড়বে তা এখনও অজানা। এই পরিস্থিতিতে সামনে এল এক চাঞ্চল্যকর দাবি! ইরানের কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকাশিত ছবি থেকে দেখা গেল মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিতে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। যে তথ্য চেপে রাখতে চেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনেই এই দাবি করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শতাধিত কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবি থেকে পরিষ্কার ১৫টি সেনা ঘাঁটিতে অন্তত ২২৮টি নির্মাণের ভাঙা অংশ দেখা গিয়েছে। এটি আমেরিকার মতো প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত একটি দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ইঙ্গিত। এথেকে এও বোঝা যাচ্ছে, ট্রাম্পের দল ইরানের কাছ থেকে এমন বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশাই করেনি। এমন ‘মার’ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলির মধ্যে রয়েছে হ্যাঙ্গার, ব্যারাক, বিমান, রাডার, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি-সহ আরও বহু কিছুই। সব মিলিয়ে কোটি কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে আমেরিকার।এদিকে সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম ‘আল আরাবিয়া’র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান এবং আমেরিকা বৃহস্পতিবার একটি চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি হয়েছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী, দু’পক্ষই দ্রুত হরমুজে অবরোধ তুলে নেবে। ফলে আগের মতো আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘প্রোজেক্ট ফ্রিডম’কে কেন্দ্র করে একদফা যুদ্ধ শুরু হয় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে। ইরান দাবি করে, তারা মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা চালিয়েছে। পালটা আমেরিকা জানায়, ইরান হামলা চালিয়েছিল কিন্তু সেই হামলা রুখে দেওয়া হয়েছে। ইরানের ৬টি নৌকা ধ্বংস করা হয়েছে। অন্যদিকে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর তেল ভাণ্ডার লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। এই ঘটনায় মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, দআমরা যুদ্ধ করতে চাইছি না। ওরা বলছে ওরা নাকি প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু ওরা করছে না। আমেরিকা ইরানের হামলা থেকে জাহাজগুলিকে রক্ষা করছে।দ

নিরাপত্তা বাড়ছে শুভেন্দুর

বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে? তা নিয়ে নানামহলে তুমুল চর্চা। ‘ঘরের ছেলে’ শুভেন্দু অধিকারীকেই ((স্তুপ্ত ডত্র— ত্মভজ্ঝ্রদ্ধত্থ্র) মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চায় নন্দীগ্রাম। আগামিকাল, শুক্রবারই বাংলায় আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (জ্জ্বণ্ঠ (স্থ্রু)। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে জয়ী বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাঁর। কিন্তু গত কয়েকঘণ্টায় বদলে গিয়েছে অনেক কিছু! বুধবার রাতে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হতে হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। যা নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। এরমধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা আরও বাড়ানো নিয়ে সিআরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বলে খবর। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, চন্দ্রনাথ হত্যাকাণ্ডের পরেই শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হতে পারে বলে খবর। বর্তমানে কেন্দ্রের কাছ থেকে জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা পান বিধায়ক। তা বর্তমান পরিস্থিতিতে যথেষ্ট কিনা তা সিআরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি পর্যালোচনা করে দেখ ছে বলেই প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন করে কোনও ঝুঁকি রয়েছে কি না তাও খ তিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এরপরেই নিরাপত্তা বাড়ানো নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। প্রয়োজনে জেড প্লাস সুরক্ষার আওতায় শুভেন্দু অধিকারীকে আনা হতে পারে বলেও খবর।বলে রাখা প্রয়োজন, বাংলায় বঙ্গ বিজেপির বিপুল এই জয়ের নেপথ্যে শুভেন্দু অধিকারীর বড় ভূমিকা রয়েছে বলেও মত রাজনৈতিকমহলের। ভোটের আগে গোটা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন তিনি। তার সুফল হাতেনাতে পেয়েছে বঙ্গ বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী নিজে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর আসন থেকে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। ভবানীপুর কেন্দ্রে হারতে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মনে করা হচ্ছে, রাজ্যে বিজেপি সরকারে বড় ভূমিকা থাকবে শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসাবেও এগিয়ে রয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে শুভেন্দুর নিরাপত্তায় কোনও খামতি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এজেন্সি এবং সিআরপিএফ রাখতে চাইছে না বলেই খবর।

জেপি মর্গ্যান কাণ্ডে বিস্ফোরক দাবি সাক্ষীর

বিখ্যাত মার্কিন সংস্থা জেপি মর্গ্যানের উচ্চপদস্থ কর্ত্রী লরনা হাজদিনির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তাঁরই অধস্তন কর্মী। ক্রমশ সামনে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি। এবার জানা গেল, লরনা নাকি সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় সোফায় বসে সিগারেট খে তে খেতে ওই ব্যক্তির এক বন্ধুর সঙ্গে ‘থ্রিসাম’ অর্থাৎ একসঙ্গে তিনজন মিলে যৌনতায় আহ্বান করেছিলেন! দিনকয়েক আগে অভিযোগ দায়ের করেন চিরায়ু রানা নামের ওই ব্যক্তি। তাঁর দাবি, জেপি মর্গ্যানে তিনি যখন কর্মরত ছিলেন তখন রীতিমতো যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। লরনার অধীনে কর্মরত ছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেসময়ে বিভিন্ন যৌন উত্তেজনা বর্ধক ওষুধ খেতে তাঁকে বাধ্য করতেন লরনা। ওষুধ খাইয়ে নানাভাবে যৌনতায় লিপ্ত করাতেন জোর করে। লরনা সাফ জানিয়েছিলেন, এসব না করলে মাইনে বাড়বে না।এবার নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক রানার এক বন্ধুর দাবি, তিনি রানার ঘরে ঘুমনোর জন্য ঢুকেছিলেন। তাঁর দাবি, শয্যাকক্ষে ছিলেন লরনাও। এবং তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসেছিলেন। এরপরই ওই মহিলা সটান বলে বসেন, দতুমি জানো, আমি রানার মালিক। তাই তুমিও আমাদের সঙ্গে যোগ দাও।দ কিন্তু আদালতের নথি থেকে জানা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি সোজা বলে দেন, দআপনি চলে যান। আমি এসব করব না। দয়া করে থামুন।দ তিনি জানিয়েছেন, রানা তাঁকে বলেছিলেন কীভাবে নিয়মিত মহিলা বস তাঁকে যৌন নির্যাতন করেছিলেন।প্রসঙ্গত, ১৫ বছর ধরে জেপি মর্গ্যানে কাজ করছেন লরনা। ২০১১ সালে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসাবে সংস্থায় যোগদান করেন তিনি।

এবার আদালতের পথে বিজয়

সব ঠিক থাকলে আজই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে ফেলতেন তিনি। তাঁর শপথগ্রহণের জন্য চেন্নাই সেজেও উঠেছে। হাজার হাজার টিভিকে সমর্থক নিজেদের নেতাকে কুরসিতে দেখতে মরিয়া। কিন্তু এ সব কিছুই আটকে রাজ্যের রাজ্যপাল আর ভি আরলেকরের অনড় মনোভাবের জন্য। ১১৮-র ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছতে না পারলে তিনি কোনওভাবেই বিজয়কে শপথবাক্য পাঠ করাতে নারাজ। বস্তুত এবারের নির্বাচনে চমকপ্রদভাবে তামিনাড়ুতে একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছে টিভিকে। কিন্তু তারা ‘জাদু সংখ্যা’ এখনও ছুঁতে পারেনি। টিভিকের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১০৮। কিন্তু ২৩৪ আসন বিশিষ্ট তামিলনাড়ুর বিধানসভায় সরকার গড়তে গেলে দরকার ১১৮টি আসন। এই অবস্থায় বিজয়ের দলকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। সবমিলিয়ে বিজয়ের পক্ষে এখন রয়েছে ১১৩টি আসন। যেটিও পর্যাপ্ত নয়। এখনও দরকার ৫ বিধায়কের সমর্থন। সূত্রের খবর, সিপিআই, সিপিএম এবং ভিসিকে-র মতো দলগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন বিজয়। কিন্তু এখনও কোনও দলই সমর্থনের চিঠি দেননি বিজয়কে। ফলে জট কাটছে না।১১৩ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়েই আপাতত সরকার গড়তে চান থলপতি। সেই দাবি নিয়ে দুবার তিনি গিয়েছেন রাজ্যপালের কাছে। কিন্তু ১১৮ জন বিধায়কের সমর্থনের চিঠি ছাড়া কোনওভাবেই বিজয়কে শপথবাক্য পাঠ করাতে নারাজ রাজ্যপাল আরলেকর। বিজয়ের দলের অভিযোগ, দিল্লির ইশারাতেই এভাবে শপথ আটকাচ্ছেন রাজ্যপাল। একক বৃহত্তম দল হিসাবে সরকার গড়ার দাবিদার তারাই। নিয়ম অনুযায়ী, ভোটে কোনও দল বা জোট এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে বৃহত্তম দল বা জোটকেই সরকার গড়ার অধিকার দেওয়া হয়। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হয় বিধানসভায়। রাজ্যপালের সামনে নয়। রাজভবন কোনওভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ চাইতে পারে না। সূত্রের দাবি, দ্রুত রাজ্যপাল বিজয়কে শপথবাক্য পাঠ না করালে টিভিকে আদালতের দ্বারস্থ হবে। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যপালের অবস্থান বেআইনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সরকার গঠনে সমর্থন না করলেও রাজ্যপালের এই আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে ডিএমকে, ভিসিকের মতো তামিল দলগুলি। ডিএমকের এক নেতা বলছেন, তরাজ্যপাল যেটা করছেন সেটা সংবিধান বিরোধী। তামিল অস্মিতার বিরোধী।দ এমনকী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেকংগ্রেস।এসবেরমধ্যে আবার আশার আলো দেখছেন বিজয়।

১৩
৮ মে ২০২৬

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু, এআই স্ক্যান থেকে ‘ট্রাইওন্ডা’ বল, ফুটবলে আসছে প্রযুক্তির বিপ্লব

আর মাত্র ৪০ দিন। ফুটবল বিশ্বের নজর থাকবে উত্তর আমেরিকায়। কারণ, ইতিহাসে প্রথমবার ৪৮টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিফা বিশ্বকাপ। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর মোট ১৬টি শহরে আয়োজিত হবে এই মেগা টুর্নামেন্ট। আয়তন, প্রযুক্তি এবং আয়োজনের দিক থেকে এই বিশ্বকাপকে ইতিমধ্যেই ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম আসর হিসাবে দেখা হচ্ছে। এবারের বিশ্বকাপে প্রযুক্তির ব্যবহারেও আসছে বড়সড় পরিবর্তন। ভিএআর সিদ্ধান্তকে আরও নির্ভুল ও দ্রুত করতে প্রতিটি ফুটবলারের থ্রি-ডি ডিজিটাল প্রতিরূপ তৈরি করতে চলেছে বিশ্বফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে খেলোয়াড়দের নড়াচড়া, শরীরের অবস্থান ও বলের গতিপথ আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। ফলে অফসাইড, ফাউল কিংবা বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রেফারিদের কাজ অনেকটাই সহজ হবে। এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেবে ৪৮টি দল। প্রতিটি দলে থাকবেন ২৬ জন করে ফুটবলার। সেই হিসাবে মোট খেলোয়াড়ের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১,২৪৮। প্রযুক্তিনির্ভর এই বিশ্বকাপে প্রত্যেক ফুটবলারেরই আলাদা ডিজিটাল স্ক্যান তৈরি করা হবে। এআই-ভিত্তিক এই থ্রি-ডি প্রতিরূপ ম্যাচ পরিচালনা, ভিএআর বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন টেকনিক্যাল সিদ্ধান্তকে আরও নিখুঁত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ফুটবলারদের শরীরে নিখুঁত মাপ নিয়ে এই ডিজিটাল স্ক্যান তৈরি হবে। এতে দ্রুত নাড়াচাড়া ধরা পড়বে। সহজেই সেই ফুটবলারকে চিহ্নিত করা যাবে। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রিপ্লেকে আরও নিখুঁত করে তোলাই এর লক্ষ্য। এর ফলে অফসাইড, ফাউল বা গোলসংক্রান্ত বিতর্কিত সিদ্ধান্তে ভুলের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। কীভাবে ফুটবলারদের ছবি তোলা হবে? প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ থাকবে একটা বিশেষ চেয়ার। স্ক্যান করার সময় সেখানে বসতে হবে। মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে স্ক্যানের কাজ শেষ করতে হবে। একবারই হবে এই স্ক্যান। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের আগে ফটোশুটের সময়েই সম্পন্ন হবে এই কাজ। এই স্ক্যানের ফলে দ্রুত মুভমেন্ট তো বটেই, বাধাগ্রস্ত অবস্থাতেও নির্ভুলভাবে তাঁদের গতিবিধি ধরা পড়বে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচেই দেখা যেতে পারে ‘লোকাল ক্লাইমেট অ্যাডভান্টেজ’-এর বড় প্রভাব। মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকা স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা। আর সেই

ম্যাচে আয়োজক মেক্সিকো স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি সুবিধা পেতে চলেছে উচ্চতা ও আবহাওয়ার কারণে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২,২০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত মেক্সিকো সিটির পরিবেশে খেলা সহজ নয়। এত উঁচুতে খেলা বলে এখানকার হাওয়ায় গতি, স্ট্যামিনা এবং বলের মুভমেন্ট - সব কিছুর উপরই প্রভাব পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবেশে খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় মেক্সিকোর ফুটবলাররা অনেকটাই মানিয়ে নিতে পারবেন। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবলারদের জন্য শুরু থেকেই মানিয়ে নেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে আয়োজক দেশের স্থানীয় আবহাওয়া বা ভৌগোলিক সুবিধা বহুবার ম্যাচের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। যদিও বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে এই বিষয়টি প্রায়ই গুরুত্ব পায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৬ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে সেই ‘লোকাল ক্লাইমেট অ্যাডভান্টেজ’ বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। কানাডা নিজেদের মাটিতে বিশ্বকাপ অভিষেক ঘটাচ্ছে। মেক্সিকো এবং আমেরিকার সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করছে। গ্রুপ বি-তে তাদের সঙ্গে রয়েছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, কাতার, সুইজারল্যান্ড। ১২ জুন টরন্টোতে কানাডা তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সঙ্গে। মোট ১৩টি ম্যাচ হবে কানাডায়। টরন্টো স্টেডিয়াম (বিএমও ফিল্ড) এবং ভ্যাঙ্কুভারের বচ প্লেসে খেলাগুলো হবে। এর আগে দেশটি ১৯৮৬ এবং ২০২২ বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বল ‘ট্রাইওন্ডা’ তৈরি করেছে অ্যাডিডাস। তিন আয়োজক দেশকে সম্মান জানিয়ে তৈরি এই ৪-প্যানেলের বলে রয়েছে ডিপ-সিম প্রযুক্তি ও ৫০০ হার্ৎজ মোশন সেন্সর। ভিএআর সিদ্ধান্তকে আরও নির্ভুল করতে এই বলেরও ভূমিকা থাকবে। দ্রুত সিদ্ধান্তে সহায়তার পাশাপাশি বাতাসে বলের স্থিতিশীলতাও বাড়াবে ‘ট্রাইওন্ডা’। ফিফা ও অ্যাডিডাসের দাবি, দীর্ঘ গবেষণা ও পরীক্ষার পরই এই প্রযুক্তি আনা হয়েছে। আমেরিকার বিশ্বকাপে দর্শক উপস্থিতির নতুন রেকর্ড তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। যে স্টেডিয়ামগুলোয় ম্যাচ আয়োজিত হবে, সেখানকার গড় দর্শক ধারণক্ষমতা ৭০ হাজারের বেশি। ফলে গ্রুপ পর্বের অনেক ম্যাচেই ৮০ হাজারের বেশি দর্শক উপস্থিত থাকতে পারেন। এমন পরিবেশ সাধারণত বিশ্বকাপ ফাইনালেই দেখা যায়! যা এবার প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই মিলতে পারে। আসন্ন বিশ্বকাপে দলগুলোর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে দীর্ঘ ভ্রমণ। ভ্যাঙ্কুভার থেকে মেক্সিকো সিটি পর্যন্ত ১৬টি আয়োজক শহরে হবে ম্যাচগুলো। তাই গ্রুপ পর্বে প্রতি ৩-৪ দিন অন্তর দলগুলোকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই দূরত্ব ৮ হাজার কিলোমিটারও ছাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভ্রমণজনিত ক্লান্তি খেলোয়াড়দের ফিটনেস ও মাঠের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রবল গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে। বিশেষ করে হার্ড রক স্টেডিয়ামে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকতে পারে। এর সঙ্গে অতিরিক্ত আর্দ্রতা খেলোয়াড়দের শারীরিক চাপ আরও বাড়াবে। ফলে দলগুলোকে ম্যাচের কৌশল নতুনভাবে সাজাতে হবে। ফুটবলারদের ক্লান্তি সামলাতে রোটেশন পদ্ধতির পথে হাঁটতে হতে পারেন কোচেরা। রেফারিংয়ে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। গোললাইন প্রযুক্তি, অফসাইড ট্র্যাকিংয়ে এআই-নির্ভর টেকনোলজি ‘ভিএআর’-এর সহায়ক হিসাবে কাজ করবে, যাতে রেফারিরা আরও দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নেবেন মাঠের রেফারিরাই। তবে পেনাল্টি এলাকায় জটিল পরিস্থিতিতে এআই পথ বাতলে দিতে পারে। সম্প্রচারের সময় এআই-সমৃদ্ধ বিশেষ ভিজ্যুয়াল ব্যবহৃত হতে পারে, যা দর্শকদের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সহজে বুঝতে সাহায্য করবে।

নজিরভাঙা সেঞ্চুরি মার্শের, ‘লাস্ট বয়’ লখনউয়ের কাছে হেরে প্লে-অফ অঙ্ক কঠিন করল আরসিবি

আরসিবিঃ ২০৯-৩ (মার্শ ১১১, পুরান ৩৮) লখনউ সুপার জায়ান্টসঃ ২০৩-৬ (পাটিদার ৬১, টিম ডেভিড ৪০) লখনউ ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ৯ রানে জয়ী। টানটান ম্যাচ। অনবদ্য সেঞ্চুরি। পালটা দুর্দান্ত দু’টি মারকুটে ইনিংস। এসবের মাঝে মেঘ-বৃষ্টির লুকোচুরি। সব মিলিয়ে ব্যাট-বলের দড়ি টানাটানি খেলায় বৃহস্পতিবার শেষ হাসি হাসলেন ‘লাস্ট বয়’ ঋষভ পন্থরা। লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ৯ রানে হেরে প্লে-অফের অঙ্ক কিঞ্চিৎ কঠিন করে নিল বিরাট কোহলি আরসিবি। পাঁচ ম্যাচ পরপর হারার পর আরসিবিকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে এলএসজি। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাটিদার। আকাশে মেঘের দিকে তাকিয়েই বোধ হয় ওই সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু পাটিদারের সেই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত করে শুরু থেকেই আরসিবি বোলারদের ‘উত্তমমধ্যম’ দেওয়া শুরু করেন মার্শ। উলটোদিকে অশ্বিন কুলকর্নী একের পর এক বল নষ্ট করে ২৪ বলে যেখানে মাত্র ১৭ রান করলেন, সেখানে মার্শ মাত্র ৪৯ বলে সেঞ্চুরি করে ফেললেন। লখনউ জার্সিতে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। আইপিএলে এ পর্যন্ত এটাই এলএসজির কোনও ব্যাটারের দ্রুততম সেঞ্চুরি। ৫৬ বলের ১১১ রানের ইনিংসের মধ্যে বার দুই বৃষ্টিও এসেছিল। কিন্তু তাতেও মার্শকে থামানো যায়নি। মার্শ ছাড়াও নিকোলাস পুরাণ ২৩ বলে ৩৮ রান

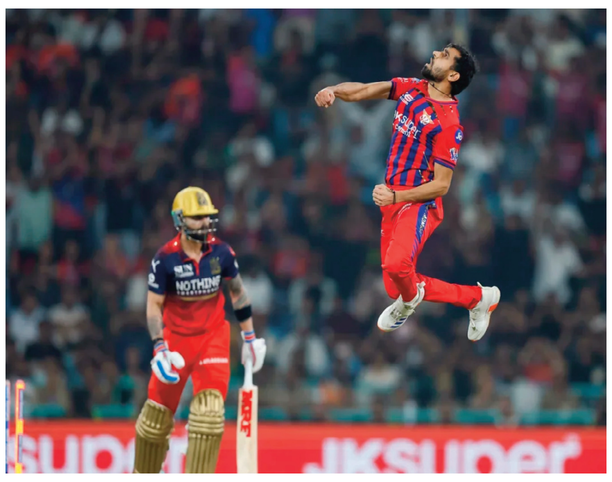

করেন। শেষদিকে অধিনায়ক পন্থ মাত্র ১০ বলে ৩২ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন। যার ফলে নির্ধারিত ১৯ ওভারে ২০৯ রান তুলে দেয় লখনউ। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা বিশ্রী করে আরসিবি। প্রথম দুই ওভারেই গতবারের চ্যাম্পিয়নদের জোড়া ধাক্কা দেন শামি এবং প্রিন্স যাদব। বিরাট কোহলি এদিন খাতা খুলতে পারেননি।

জেকব বেথেল মাত্র ৫ রান করেন। ৯ রানে দুই উইকেট হারিয়ে আরসিবি যখন পাহাড়প্রমাণ চাপে তখন হাল ধরেন অধিনায়ক রজত পাটিদার এবং দেবদত্ত পাড়িক্কল। জুটি বেঁধে ১০ ওভারে দলের রান ১০০ পার করে দেন তাঁরা। কিন্তু সেই জুটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র দু’ওভারের মধ্যে পাড়িক্কল, পাটিদার, জিতেশের উইকেট হারিয়ে প্রবল চাপে পড়ে যায় আরসিবি। পাটিদার ৩১ বলে ৬১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। পাড়িক্কল করেন ৩৪ রান। পাঁচ উইকেট খুইয়ে আরসিবি প্রবল চাপে পড়লেও হাল ছাড়েননি টিম ডেভিড-ক্রুণাল পাণ্ডিয়ারা। একটা সময় মনে হচ্ছিল টিম ডেভিড একার হাতেই ম্যাচ লখনউয়ের হাত থেকে বের করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তেমনটা হল না।

১৭ বলে ৪০ রান করে টিম ডেভিড আউট হলেও লড়াই চালিয়ে না ক্রুণাল পাণ্ডিয়া। যদিও শেষমেশ আরসিবির ইনিংস শেষ হয় ২০৩ রানে। ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ৯ রানে হার মানতে হয় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের। এদিনের জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের খরা কাটল ঋষভ পন্থদের। আপাতত ১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্টে রয়েছে তারা। তবে এ মরশুমে প্লেঅফের সম্ভাবনা প্রায় শেষ পন্থদের। অন্যদিকে এই হার আরসিবির জন্য ধাক্কা। পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসার সুযোগ হাতছাড়া করলেন বিরাট কোহলিরা। ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি এখনও তৃতীয় স্থানে।

১৫ বছরের আইপিএল-বিস্ময় বৈভব!

বুমরাহ-বোল্টদের শাসন করে এবার কি ভারতীয় দলের পথে?

মাত্র ১৫ বছর বয়স। আর এই বয়সেই আইপিএলের মঞ্চে বিশ্বের বাঘা বাঘা বোলারদের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। চলতি আইপিএলে ২৩৭.৬৪ স্ট্রাইক রেটে ইতিমধ্যেই তাঁর সংগ্রহ ৪০৪ রান। রাজস্থান রয়্যালসের এই বাঁহাতি ওপেনারের বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অলরাউন্ডার মাইক ইয়ার্ডি থেকে শুরু করে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্ত; সকলেই মুগ্ধ। ক্রিকেট মহলে এখন একটাই গুঞ্জন; আগামী জুনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্যই কি জাতীয় দলে ডাক পেতে চলেছেন এই তরুণ তুর্কি? গত বছর মাত্র ১৪ বছর বয়সে আইপিএলের কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে ইতিহাস গড়েছিলেন বৈভব। এবার প্যাট কামিন্সের সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে মাত্র ৩৬ বলে শতরান হাঁকিয়েছেন তিনি। জসপ্রীত বুমরাহ, জশ হ্যাজেলউড বা ট্রেন্ট বোল্টের মতো বিশ্বমানের পেসাররাও তাঁর ব্যাটের সামনে কার্যত দিশেহারা। ১৭টি আইপিএল ইনিংসে ইতিমধ্যেই ৬১টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারিতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাত্র ৮০ বলে তাঁর ১৭৫ রানের মহাকাব্যিক ইনিংসটি এখনও ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে টাটকা। বৈভবের ব্যাটিং স্টাইল বেশ অদ্ভুত ও নিজস্ব। ব্রায়ান লারার মতো তাঁর হাই-ব্যাকলিফট রয়েছে। দীপ দাশগুপ্তের মতে, তাঁর ব্যাট সুইং প্রচলিত রৈখিক নয়, বরং

অনেকটাই গোলাকার এবং কবজির মোচড়-নির্ভর। অসাধারণ হ্যান্ড-স্পিড এবং নিখুঁত ব্যালেন্সের কারণেই তিনি এত সহজে ছক্কা হাঁকাতে পারেন। তবে এই ধরনের ব্যাট সুইংয়ের কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বল স্টাম্পে রাখলে বা স্যুইং করলে বৈভবের কিছুটা সমস্যা হতে পারে। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বাঁহাতি পেসার মহসিন খানের বিরুদ্ধে তাঁর ফুটওয়ার্কের অভাব এবং জড়তা চোখে পড়েছে। এখনই কি তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামিয়ে দেওয়া উচিত? অভিষেক শর্মা বা সঞ্জু স্যামসনদের টপকে জাতীয় দলে জায়গা পাওয়াটা বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ নেওয়ার জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে মাইক ইয়ার্ডি মনে করেন, বৈভব যে মানের ক্রিকেট খেলছেন, তাতে তিনি তিন ফর্ম্যাটেই দাপটের সঙ্গে খেলতে পারবেন। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এখনই তাঁকে সরাসরি প্রথম একাদশে না নামালেও অন্তত জাতীয় দলের ড্রেসিংরুমের আবহে রাখা উচিত,

যাতে এই বিরল প্রতিভার সঠিক পরিচর্যা হয়। প্রতিবেদনটি কি এই কাঠামোতেই চূড়ান্ত করব, নাকি এতে আপনার নিজস্ব কোনো পর্যবেক্ষণ বা আইপিএলের আরও কিছু পরিসংখ্যান যোগ করতে চান?

নয়া ক্রীড়ানীতি ঘোষণা নয়াদিল্লির

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা এবং ‘অপারেশন সিন্দুর’-এর এক বছর পর পাকিস্তানের প্রতি ভারতের ক্রীড়ানীতি এবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট করল কেন্দ্র। নয়া নীতি অনুযায়ী, পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে না ভারত। তবে ভারতের মাটিতে আয়োজিত কোনও বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা। পাশাপাশি, বিদেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরগুলিতে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতেও ভারতীয় দলগুলির কোনও বাধা থাকবে না। ভারতকে বিশ্বস্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরতেই এই দ্বৈত নীতির পথে হাঁটল নয়াদিল্লি। গত ৫ মে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের জারি করা একটি নির্দেশিকায় (মেমোরেন্ডাম) বলা হয়েছে, তএকে অপরের দেশে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ক্ষেত্রে, ভারতীয় দল পাকিস্তানে খেলতে যাবে না এবং পাকিস্তানের কোনও দলকেও ভারতে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না। তবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলির নিয়মকানুন এবং নিজেদের

খেলোয়াড়দের স্বার্থের কথাই মাথায় রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই নির্দেশিকার ফলে আগামী দিনে ভারতের মাটিতে আইসিসি বা অন্য কোনও বহুদেশীয় টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত হল। ভিসা নিয়মে শিথিলতা ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস, ২০৩৬ সালের অলিম্পিক এবং ২০৩৮ সালের এশিয়ান গেমস আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ভারত। পাশাপাশি ২০২৯ সালের ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০৩১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপও ভারতের মাটিতে হওয়ার কথা। এই মেগা ইভেন্টগুলির কথা মাথায় রেখেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলির আধিকারিক, খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া আরও সহজ করার কথা বলা হয়েছে মেমোরেন্ডামে। আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের আধিকারিকদের সর্বাধিক পাঁচ বছরের ‘মাল্টি-এন্ট্রি ভিসা’ দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে তাঁরা নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন। প্রেক্ষাপট ও আগামী দিনের সূচি পহেলগাঁও হামলার পর দুই দেশের ক্রীড়া সম্পর্ক কার্যত তলানিতে ঠেকেছিল।

গত বছর (২০২৫) এশিয়া কাপ এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ খেলা নিয়ে তীব্র জনরোষ তৈরি হয়েছিল।

এমনকি গত বছর বিহারে এশিয়া কাপ এবং চেন্নাইতে জুনিয়র বিশ্বকাপের জন্য পাক হকি দলকে ভিসা দেওয়া নিয়েও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল সরকারকে। তবে নয়া এই নীতি স্পষ্ট করে দিল যে, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রের বাধ্যবাধকতাগুলি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আগামী মাসেই হকি প্রো লিগ (লন্ডন) এবং অগাস্টে হকি বিশ্বকাপে (আমস্টারডাম) মুখোমুখি হতে চলেছে দুই দেশ। এছাড়া আসন্ন কমনওয়েলথ এবং এশিয়ান গেমসেও একাধিক ইভেন্টে ভারত-পাক লড়াই দেখার সুযোগ পাবেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

আইপিএলের মাঝেই ক্রিকেটারদের স্ত্রী-প্রেমিকার হোটেলে আনাগোনা!

আইপিএলে নয়া বিতর্ক। ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁদের প্রেমিকাদেরও সফরসঙ্গী হিসাবে নানান জায়গায় দেখা যাচ্ছে। এমনকী একাধিক ম্যাচে ক্রিকেটারদের সঙ্গিনীকে মাঠ ও টিম হোটেলেও লক্ষ্য করা গিয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিসিসিআই। খোদ বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলছেন, তযেভাবে ক্রিকেটারদের সঙ্গে অনভিপ্রেত লোকজনকে টিম হোটেল, ড্রেসিংরুমে দেখা যাচ্ছে, সেটা উদ্বেগের। আইপিএলের পরিবেশ এবং পবিত্রতা নষ্ট করছে।দ চলতি আইপিএলে হার্দিক পাণ্ডিয়া, যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিশান, অর্শদীপ সিং-সহ বেশ কয়েকজন তারকা ক্রিকেটারকে তাঁদের বান্ধবীদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা গিয়েছে। যা ড্রেসিংরুমের পরিবেশ, দলের শৃঙ্খলা ও ম্যাচ প্রস্তুতিতে প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছে বোর্ড। পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘিরে বিরোধ এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়েরের ঘটনাও বিসিসিআইয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে করছে বোর্ড। এ প্রসঙ্গে দেবজিৎ সাইকিয়ার বক্তব্য, তআমরা বেশ কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ক্রিকেটারদের মধ্যে বেনিয়ম দেখতে পাচ্ছি। বিসিসিআই এবং আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল এসব নিয়ে দ্রুত একটা নির্দেশিকা তৈরি করবে। আমরা দেখেছি টিম বাসে, হোটেলে এমনকী হোটেলের ঘরে গিয়ে ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে এমন লোকজন দেখা করছে যেটা অনভিপ্রেত।দ এখানেই শেষ নয়, বিসিসিআই মনে করছে, কিছু কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক পক্ষ এমন সব জায়গায় ঢুকে যাচ্ছেন, যেখানে তাঁদের যাওয়ার কথা নয়। বোর্ডের সাফ কথা, কিছু প্রোটকল সবাইকে মানতে হবে। সেটা নিয়েই বোর্ড নির্দেশিকা আনছে। আসলে এভাবে বোর্ডকে না জানিয়ে যে কেউ টিম হোটেলে ঢুকে পড়া টুর্নামেন্টের জন্য মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয়, তাছাড়া এতে গড়াপেটার সম্ভাবনাও বাড়ে। যদিও এই ‘শাসনবিধি’ নতুন কিছু নয়। ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে বিপর্যয়-উত্তর পর্বে ভারতীয় টিমের জন্য দশ দফা শাসনবিধি জারি করে ভারতীয় বোর্ড। যে শাসনবিধির আওতায় বিদেশ সফর চলাকালীন ক্রিকেটারদের স্ত্রী-পরিবারবর্গের দীর্ঘমেয়াদি থাকার উপর ‘নিষেধাজ্ঞা’কেও রাখা হয়েছে। বোর্ডের নিয়মাবলী অনুযায়ী, বিদেশ সফর যদি পঁয়তাল্লিশ দিনের বেশি হয়, তা হলে ক্রিকেটারদের স্ত্রী-পরিবারবর্গরা সর্বোচ্চ দু’সপ্তাহ থাকতে পারবেন। বিদেশ সফর পঁয়তাল্লিশ দিনের কম হলে ক্রিকেটারদের পরিবারবর্গের থাকার মেয়াদ কমে দাঁড়াবে এক সপ্তাহ। শোনা গিয়েছিল, সেই নিয়মাবলিতে অসন্তুষ্ট হন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এবার আইপিএলেও কি সেই একই ধরনের নির্দেশিকা জারি হবে?

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।